মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৪তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০১০

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৪তম বর্ষ	২য় সংখ্যা
যিলক্বদ-যিলহজ্জ	১৪৩১ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ	১৪১৭ বাং
নভেম্বর	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোন : ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোন: ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● হাদিয়া : ১৬ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/৫ কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

❑ ইসলামে ভ্রাতৃত্ব *(৫ম কিস্তি)* ১৫
- ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ

❑ ইসলামের দৃষ্টিতে মাদকতা ১৮
- ড. মুহাম্মাদ আলী

❑ জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত *- মুযাফফর বিন মুহসিন* ২১

❑ কুরবানীর মাসায়েল ২৫
- আত-তাহরীক ডেস্ক

❑ আশূরায়ে মুহাররম ২৭
- আত-তাহরীক ডেস্ক

✡ **মনীষী চরিত :** ২৯

◆ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) *(শেষ কিস্তি)*
- নূরুল ইসলাম

✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩৪

◆ মৃদু ভূকম্পন বড় ভূমিকম্পের এলাহী হুঁশিয়ারি
-আবু ছালেহ

✡ **কবিতা :** ৩৭

◆ হ'তে হবে মুমিন ◆ হে মুসলিম
◆ স্বর্ণালী সকাল ◆ জবাব চাই

✡ **মহিলাদের পাতা :** ৩৮

◆ মিডিয়া আগ্রাসনের কবলে ইসলাম ও মুসলিম
-নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪১

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৫

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

অ্যানেসথেসিয়া দর্শন

অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করলে মানুষ সাময়িকভাবে অচেতন হয়। যদি এই ঔষধ স্থানিক হয়, তাহ'লে রোগী নিজে তার দেহের কাটাছেঁড়ার সবকিছু দেখতে পায়। কিন্তু ঔষধের প্রভাবে সে ব্যথাতুর হয় না বা কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। চেতনানাশক ঔষধ তৈরী হয় ফ্যাক্টরীতে, প্রয়োগ করেন চিকিৎসক এবং ব্যবহৃত হয় রোগীর উপর। রোগীই এর ভাল-মন্দ সবকিছু ভোগ করেন। দেশের জাতীয় জীবনে এমনিতরো চেতনানাশক ঔষধ তৈরী হচ্ছে হর-হামেশা। যা ব্যবহৃত হচ্ছে নিরীহ জনগণের উপর। ভোটের মওসুমে নেতারা সব পাক্কা মুসলমানী পোষাকে হাযির হন। কবরে ফাতিহা পাঠ করে নির্বাচনী সফর শুরু করেন। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন করা হবেনা বলে তার স্বরে ভাষণ দেন ও নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেন। ব্যস এটাতেই বাজিমাত। সরল-সিধা ভোটারগণ এতেই খুশীতে বেহুঁশ। এটাই হ'ল প্রথম চেতনানাশক ঔষধ। যা দিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে ঘুম পাড়ানো হয়। এর মাধ্যমে জননেতারা আগামী পাঁচ বছরের জন্য জনগণের উপর শাসন-শোষণ, দলীয় করণ, হামলা-মামলা ও যুলুম করার অবাধ লাইসেন্স পেয়ে যান।

দ্বিতীয় চেতনা নাশক সস্তা ট্যাবলেট হ'ল জঙ্গীবাদ। নেতাদের মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে জঙ্গীবাদ জঙ্গীবাদ করে। ফলে দেশে বিদেশী বিনিয়োগ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে এবং বিদেশে জনশক্তি রফতানীতেও ধ্বস নেমেছে। তারা শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বদা চারদিকে কেবল জঙ্গী দেখেন। নিরীহ গোবেচারী মহিলাদের ধরে এনেও তাদের এখন জঙ্গী হিসাবে দেখানো হচ্ছে। অথচ দলীয় ক্যাডাররা প্রকাশ্য দিনমানে রাজপথে প্রতিপক্ষ জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশের উপর দাঁড়িয়ে নাচানাচি করলেও ওটা জঙ্গীপনা নয়। যানজটে আটকে পড়া যাত্রীবাহী সরকারী বাসে ওঠে গান পাউডার ছড়িয়ে তাতে আগুন দিয়ে প্রকাশ্য দিনের বেলায় ডজন খানেক তাজা মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করলেও ওরা চরমপন্থী নয়। বাস-ট্যাক্সি ও ট্রেনে ভাংচুর, লুটপাট ও আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে দিলেও ওরা সন্ত্রাসী নয়। কারণ ওরা যে গণতন্ত্রী। অথচ হাযার বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য যে, বাংলাদেশের মানুষ কখনোই জঙ্গী বা চরমপন্থী নয়। তারা সর্বদা সহনশীল ও শান্তিপ্রিয়। তাদেরকে জঙ্গী বানানোর চেতনানাশক ট্যাবলেট তৈরী হয়েছে বিদেশের কোন গোপন কুঠরীতে। বাস্তবায়ন হচ্ছে আমাদের দেশে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামই যেন এখন সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। ছাত্রীদের ইসলামী হেজাবের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সরকারী পরিপত্র জারি হয়েছে। ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে নানামুখী চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। ইসলামী জালসা-ওয়ায মাহফিল করতেও সরকারের অনুমতি লাগে। 'কোনরূপ রাজনৈতিক কথা বলা হবে না'- এরূপ মুচলেকা দিয়েই তবে ইসলামী জালসার অনুমতি নিতে হচ্ছে। অথচ বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবই লেখা আছে দেশের সংবিধানে। হাঁ, এগুলি প্রযোজ্য হয় কেবলমাত্র ইসলামের বিরুদ্ধে ও ইসলামী নেতাদের চরিত্র হননের ক্ষেত্রে। অথচ সচেতন দেশপ্রেমিক মাত্রই বুঝেন যে, এ দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ আমদানীর মূল হোতা হ'ল পাশ্চাত্যের লুটেরা পরাশক্তি ও তাদের দোসররা। যারা তাদের কথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে ইরাক ও আফগানিস্তান ধ্বংস করেছে। এখন তাদের লক্ষ্য বাংলাদেশ। ঐসব দেশের তেল-গ্যাস লুট করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে এবার তারা এ দেশের তেল-গ্যাস লুণ্ঠন করতে এগিয়ে আসছে। সরকারকে বাধ্য করা হবে তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য। নইলে সরকারের পতন ঘটাবে তারা। তারা সমুদ্রসীমার নিয়ন্ত্রণ নেবে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা পূর্ব তিমুরের ন্যায় খৃষ্টান অধ্যুষিত একটি বাফার স্টেট বানাবে। তাই তাদের প্রয়োজন এদেশকে জঙ্গী রাষ্ট্র অপবাদ দিয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে এখানে এসে ঘাঁটি গাড়া। কোন স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক নেতা ও সরকার তারা কখনোই চাইবে না। সে যুগে বৃটিশ বিরোধী জিহাদ আন্দোলন, সিপাহী আন্দোলন, ফকীর বিদ্রোহ, মুহাম্মাদী আন্দোলন প্রভৃতিকে তারা সন্ত্রাসী আন্দোলন বলেছিল। এযুগে তেমনি পাশ্চাত্যের যুলুম ও শোষণ বিরোধী ইসলামী আন্দোলনকে তারা জঙ্গী আন্দোলন বলে। অথচ যালেমের বিরুদ্ধে মযলুমের প্রতিরোধ আন্দোলন থাকবেই। বৃটিশ ও হিন্দু জমিদারদের যুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠার কারণেই উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের যুলুমের প্রতিবাদেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ইসলামী আক্বীদা এবং তাহযীব ও তমদ্দুনের বিরুদ্ধে যখনই ষড়যন্ত্র হয়েছে, তখনই তার বিরুদ্ধে ইসলামী জনতা রুখে দাঁড়িয়েছে। আর সেটাকেই লুফে নিয়ে পাশ্চাত্য শক্তিবলয় নাম দিয়েছে টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ। জনৈক লেখক তাই বলেছেন, টেরোরিজম বাই দ্য ওয়েস্টার্ণ, অফ দ্য ওয়েস্টার্ণ, ফর দ্য ওয়েস্টার্ণ। টার্গেট কেবল ইসলাম ও মুসলমান'। অতএব দেশপ্রেমিক সরকার ও জনগণ সাবধান!

চেতনানাশক তৃতীয় ট্যাবলেট হ'ল নারীর ক্ষমতায়ন। দেশের অর্ধেক জনশক্তি নারীজাতিকে কর্মহীন রেখে কখনোই দেশ সামনে এগোতে পারে না, একথা নেতাদের মুখে মুখে। অথচ নারীরা যদি গৃহের দায়িত্ব না নিতেন, তাহ'লে পুরুষের পক্ষে বাইরে যাওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। পুরুষ বাইরে ৮ ঘণ্টা চাকুরী করে হাঁপিয়ে ওঠে। অথচ নারী তার গৃহে ২৪ ঘণ্টা কর্তব্য পালন করেন। তার হিসাব কেউ করে কি? নারীর অকপট সহযোগিতা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা ব্যতীত একজন পুরুষ তার ঘরে, বাইরে ও কর্মজীবনে ব্যর্থ, এ বাস্তব সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারেন কি? যে পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে পারে না, সে পুরুষ অপদার্থ ও পৌরুষহীন। এরাই ঘরের শোভা নারী জাতিকে পরপুরুষের সাথে কর্মস্থলে আনতে চায়। যা নারীর স্বভাবধর্মের বিরোধী। সংসার ও সন্তান পালনই নারীর প্রধান দায়িত্ব। বাকী সবই অতিরিক্ত। পর্দা ও পরিবেশ নিরংকুশ ও নিরাপদ হ'লে সুযোগমত নারী ইচ্ছা করলে বাড়তি দায়িত্ব পালন করবে, নইলে নয়।

চেতনানাশক চতুর্থ ট্যাবলেটটি হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সেই সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে সারা বিশ্ব থেকে বিতাড়িত বস্তাপচা সমাজতন্ত্রবাদ। এইসব মতবাদের কথা যারা বলেন, তারা সম্ভবতঃ এগুলির সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য কিছুই বুঝেন না। এগুলিকে বলা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। তাহ'লে তারা তাদের পিতা-মাতাদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের মধ্যে এইসব চেতনা ছিল কি-না? স্বয়ং শেখ মুজিব, এম.এ.জি. ওসমানী, জিয়াউর রহমান, মেজর জলিল প্রমুখ বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এই চেতনা ছিল কি? তাদের কোন ভাষণ বা লেখনী উক্ত মর্মে কেউ শুনাতে বা দেখাতে পারবেন কি? বরং উল্টাটাই সত্য। তার প্রমাণ ১৯৭০ সালের ১৪ই এপ্রিলে প্রচারিত প্রবাসী সরকারের প্রচারপত্র। যেখানে 'আল্লাহু আকবর' দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এবং শেষে বলা হয়েছে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকুন'... *(মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ৩য় খণ্ড)*। এত প্রমাণিত হয় যে, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে আল্লাহ্‌র নামে ও তার উপর বিশ্বাস রেখে। পুরা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের লিখিত দালিলিক ইতিহাসের কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নামগন্ধও নেই। অথচ '৭২-এর সংবিধানে তা যোগ করা হ'ল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংবিধান থেকে এনে। এতে তো পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কাদের স্বার্থে এইসব বানোয়াট থিয়োরীর আমদানী করা হয়েছে। এক্ষণে জনগণ যদি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হয়, তাহ'লে জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাসের বাইরের কোন মতবাদ এদেশে চলবে কি? নিজেদের বানানো কি বাইরের চাপানো, তা জনগণ দেখবে না। জনগণ যখনই বুঝবে যে, বৃটিশ ও পাকিস্তানীদের মত তাদের নির্বাচিত শাসকরাও যালেম এবং তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তখন আর কোন কিছুরই তোয়াক্কা কেউ করবে না। জনগণের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পুরো ইউরোপীয় শক্তি আজ লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে, এটা দেখেও কি কারু হুঁশ হবে না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্থ যদি পরধর্ম সহিষ্ণুতা হয়, তা হ'লে ইসলামেই একমাত্র সে শিক্ষা রয়েছে। সেই শিক্ষার কারণেই বাংলাদেশে কোন ধর্মীয় দাঙ্গা হয় না। অথচ প্রতিবেশী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের রক্তে প্রতিনিয়ত হোলি খেলা হয়।

অতএব সকলের উদ্দেশ্যে আমাদের আবেদন, ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন, যা মানবজাতির কল্যাণে নাযিল হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আল্লাহ বরদাশত করবেন না। ইতিপূর্বে 'আদ, ছামূদ, নমরূদ, ফেরাঊন সবাই ধ্বংস হয়েছে আল্লাহ্‌র গযবে। আমরাও সেই গযবের শিকার হব প্রধানতঃ সমাজ নেতাদের দুষ্কর্মের কারণে। অতএব তওবা করে ফিরে আসুন আল্লাহ্‌র পথে। তাহ'লেই আমরা সফলকাম হব *(নূর ৩১)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/৫ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

হামযার ইসলাম গ্রহণ (৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষ দিকে) :

৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষ দিকে যিলহাজ্জ মাসের কোন এক দিনে ছাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রথমে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করল। তাতে তাঁর কোন ভাবান্তর দেখতে না পেয়ে আবু জাহল একটা পাথর ছুঁড়ে রাসূলের মাথায় আঘাত করল। তাতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত ধারা প্রবাহিত হ'তে থাকল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নীরবে সবকিছু সহ্য করলেন। আবু জাহল অতঃপর কা'বা গৃহের নিকটে গিয়ে তার দলবলের সাথে বসে উক্ত কাজের জন্য গৌরব যাহির করতে থাকল।

আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের জনৈক দাসী ছাফা পাহাড়ের উপরে তার বাসা থেকে এ দৃশ্য অবলোকন করে। ঐ সময় হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব মৃগয়া থেকে তীর-ধনুকে সুসজ্জিত অবস্থায় ঘরে ফিরছিলেন। তখন উক্ত দাসীর নিকটে সব ঘটনা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটলেন আবু জাহলের খোঁজে। তিনি ছিলেন কুরায়েশগণের মধ্যে মহাবীর ও শক্তিশালী যুবক। তিনি গিয়ে আবু জাহলকে মাসজিদুল হারামে পেলেন এবং তীব্র ভাষায় তাকে গালি দিয়ে বললেন, يا مصفر إسته تشتم ابن أخى وأنا على دينه 'হে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণকারী (অর্থাৎ হে কাপুরুষ)! তুমি আমার ভাতিজাকে গালি দিয়েছ, অথচ আমি তার দ্বীনের উপরে আছি'? বলেই তার মাথায় ধনুক দিয়ে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, সে দারুণভাবে যখম হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। তখন আবু জাহলের বনু মাখযূম গোত্র এবং হামযার বনু হাশেম গোত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে চড়াও হ'ল। এমতাবস্থায় আবু জাহল নিজের দোষ স্বীকার করে নিজ গোত্রকে নিরস্ত করল। ফলে আসন্ন খুনোখুনি হতে উভয় পক্ষ বেঁচে গেল।

বলা বাহুল্য, হামযার এই ইসলাম কবুলের ঘোষণাটি ছিল আকস্মিক এবং ভাতিজার প্রতি ভালোবাসার টানে। পরে আল্লাহ তার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং তিনি নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য স্তম্ভরূপে আবির্ভূত হন।

ওমরের ইসলাম গ্রহণ :

হামযার ইসলাম গ্রহণের মাত্র তিন দিন পরেই আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে আরেকজন কুরায়েশ বীর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব আকস্মিকভাবে মুসলমান হয়ে যান। অবশ্য এটি ছিল রাসূলের বিশেষ দো'আর ফসল। কেননা তিনি খাছভাবে দো'আ করেছিলেন যে, اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام– 'হে আল্লাহ! ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব অথবা আমর ইবনু হেশাম (আবু জাহল) এই দু'জনের মধ্যে তোমার নিকটে যিনি অধিকতর প্রিয় তার মাধ্যমে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর'। পরের দিন সকালে তিনি এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং কা'বা গৃহে গিয়ে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করলেন'।[১] অতঃপর ওমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে প্রমাণিত হ'ল যে, তিনিই ছিলেন আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয়।

ওমর ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ এবং পিতৃধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগ পোষণকারী। একই কারণে তিনি ছিলেন ইসলামের একজন বিপজ্জনক শত্রু। সে কারণেই একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তরবারি নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে নু'আইম বিন আব্দুল্লাহ্র সঙ্গে দেখা হল, যিনি তার ইসলাম গোপন রেখেছিলেন। তিনি বলেন, কোথায় চলেছ ওমর? তিনি বললেন, أريد محمدا هذا الصابئ، الذى فرَّق أمر قريش وسفّه أحلامها وعاب دينها وسبّ آلهتها فأقتله 'আমি এই বিধর্মী মুহাম্মাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। এ ব্যক্তি কুরায়েশদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে, তাদের জ্ঞানীদের বোকা বলেছে, তাদের ধর্মে দোষারোপ করেছে, তাদের উপাস্যদের গালি দিয়েছে। অতএব আমি তাকে হত্যা করব'।[২] নু'আইম বললেন, كيف تأمن بنى هاشم و بنى زهرة وقد قتلتَ محمدًا؟ তাকে হত্যা করে বনু হাশেম ও বনু যোহরা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? ওমর বললেন, ما أراك إلا قد صَبَوْتَ وتركتَ دينَك الذى كنتَ عليه তুমিও দেখছি পূর্ব পুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গেছ'? নু'আইম বললেন, আমি কি তোমাকে একটি আশ্চর্যজনক খবর দেব না? ওমর বললেন, কি খবর? নু'আইম বলল, إن أختك وختنك قد صبوا وتركا دينك الذى كنت عليه–

১. *আনাস ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে; আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৬০৩৬।*
২. *সীরাতে ইবনে হিশাম (মিসরঃ মুছত্বফা বাবী হালবী, ২য় মুদ্রণ ১৩৭৫/১৯৫৫), ১/৩৪৪।*

www.at-tahreek.com

'তোমার বোন ও ভগ্নিপতি বেদ্বীন হয়ে গেছে এবং তারা তোমার ধর্ম পরিত্যাগ করেছে'। এতে ওমরের আত্মসম্মানে ঘা লাগলো এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বোনের বাড়ীর দিকে ছুটলেন। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত ঐসময় ঘরের মধ্যে গোপনে স্বামী-স্ত্রীকে কুরআনের সূরা ত্বোয়াহা-এর তা'লীম দিচ্ছিলেন। ওমরের পদশব্দে হতচকিত হয়ে তিনি ঘরের এক কোণে লুকিয়ে যান। ওমর ঘরে ঢুকে বললেন, শুনলাম তোমরা দু'জনে বেদ্বীন হয়ে গেছ? ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, أرأيت إن كان الحق فى غير دينك؟ 'হে ওমর! যদি আপনার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মে সত্য নিহিত থাকে, তবে সেবিষয়ে আপনার রায় কি'? একথা শুনে ওমর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ভগ্নিপতির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও তাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে থাকলেন। তখন বোন (ফাতেমা) তাকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। এতে ওমর ক্ষিপ্ত হয়ে বোনের গালে জোরে চপেটাঘাত করলেন। তাতে বোনের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বোন তেজস্বী কণ্ঠে বলে উঠলেন, يا عمر إن كان الحق فى غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله– 'হে ওমর! তোমার ধর্ম ছাড়া যদি অন্য ধর্মে সত্য থাকে? বলেই তিনি সোচ্চার কণ্ঠে কলেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করলেন *(আর-রাহীক্ব)* এবং বললেন, قد أسلمنا و آمنا بالله و رسوله فاصنع ما بدا لك– 'আমরা ইসলাম কবুল করেছি এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। এক্ষণে তোমার যা খুশী কর' *(ইবনু হিশাম)*। বোনের রক্তাক্ত চেহারা দেখে এবং তার মুখে এ দৃপ্ত সাক্ষ্য শুনে ওমরের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল। তিনি লজ্জিত হলেন ও দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, তোমাদের কাছে যে পুস্তিকাটা আছে, ওটা আমাকে একটু পড়তে দাও'। বোন সরোষে বললেন, إنك رجس ولا يمسه إلا المطهَّرون فقم واغتسل তুমি অপবিত্র। ঐ কিতাব পবিত্র ব্যক্তি ভিন্ন স্পর্শ করতে পারে না। ওঠ, গোসল করে এসো'। ওমর তাই করলেন। অতঃপর কুরআনের উক্ত খণ্ডটি হাতে নিয়ে সূরা ত্বোয়াহা পড়তে শুরু করলেন। যখন ১৪তম আয়াত পাঠ করলেন إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي– 'নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। অতএব তুমি আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪)*। এ আয়াত পাঠ করেই ওমর বলে উঠলেন, ما أحسنَ هذا الكلام وأكرمَه؟ دلونى على محمد– 'কতই না সুন্দর ও কতই না মর্যাদাপূর্ণ এ বাণী? তোমরা আমাকে মুহাম্মাদ কোথায় বাৎলে দাও! অন্য বর্ণনায় এসেছে, ১৫ আয়াত পর্যন্ত إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى– 'নিশ্চয়ই ক্বিয়ামত আসবে। আমি এটা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্যানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে'। এ পর্যন্ত পাঠ করেই তিনি বলে ওঠেন, ما أطيبَ هذا الكلام و أحسنَه– 'কতই না পবিত্র ও কতই না সুন্দর এ বাণী!'[৩]

ওমরের একথা শুনে খাব্বাব গোপন স্থান থেকে ত্বরিৎ বেরিয়ে এসে বললেন, أبشر يا عمر فإنى أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس– 'সুসংবাদ গ্রহণ কর হে ওমর! আমি আশা করি গত বৃহস্পতিবার রাতে আল্লাহর রাসূল যে দো'আ করেছিলেন তা তোমার শানে কবুল হয়েছে'। চল আল্লাহর রাসূল ছাফা পাহাড়ের পাদদেশের বাড়ীতে অবস্থান করছেন।

যথাসময়ে কোষবদ্ধ তরবারি সহ ওমর সেখানে উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে তরবারিসহ দেখে হামযা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সবাই তাকে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হামযা সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, তাকে স্বাচ্ছন্দে আসতে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে এসে থাকে তবে ভাল। নইলে তরবারি দিয়েই তার ফায়ছালা করা হবে'।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ওমরের জামার কলার ও তরবারির খাপ ধরে জোরে টান দিয়ে বললেন, অলীদ বিন মুগীরাহ্র মত অপদস্থ ও শাস্তি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কি তুমি বিরত হবে না'? অতঃপর আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করে বললেন, اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب 'হে আল্লাহ! এই যে ওমর! হে আল্লাহ তুমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের মাধ্যমে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি কর'। এই দো'আর প্রভাব ওমরের উপরে এমনভাবে পড়ে যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, أشهد أن لآ إله إلا الله وأنك رسولُ الله– 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আপনি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল'। সাথে সাথে তিনি ইসলাম কবুল করলেন এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও গৃহবাসী ছাহাবীগণ এমন জোরে তাকবীর ধ্বনি করলেন যে, মসজিদুল হারাম পর্যন্ত সে আওয়ায পৌঁছে গেল'।[৪]

ওমরের ইসলাম পরবর্তী ঘটনা :

ইসলাম কবুলের পরপরই তিনি ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জাহলের গৃহে গমন করলেন এবং তার মুখের

৩. *সীরাতে ইবনে হিশাম- টীকা ১/৩৪৫।*
৪. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ১০৪; ইবনু হিশাম ১/৩৪৬।*

উপরে বলে দিলেন যে, جئت لأخبرك أنى قد آمنت بـــالله ورسوله محمد وصدقت بما جاء به– 'আমি তোমার কাছে এসেছি এ খবর দেওয়ার জন্য যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের উপরে ঈমান এনেছি এবং তিনি যে শরী'আত এনেছেন, আমি তা সত্য বলে জেনেছি'। একথা শুনেই আবু জাহল সরোষে তাকে গালি দিয়ে বলে উঠল قبحك الله وقبح ماجئت بـــه 'আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং তুমি যে খবর নিয়ে এসেছ, তার মন্দ করুন'। অতঃপর তার মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে গেল।

এরপর ওমর গেলেন সে সময়ের সেরা মাউথ মিডিয়া জামীল বিন মা'মার আল-জামহীর (جميـــل بـــن معمـــر الجمحـــي) কাছে এবং তাকে বললেন যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি'। সে ছিল কুরায়েশ বংশের সেরা ঘোষক এবং অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী। গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদ তার মাধ্যমেই সর্বত্র প্রচার করা হ'ত। ওমর (রাঃ)-এর মুখ থেকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শোনামাত্র সে বেরিয়ে পড়ল। আর চিৎকার দিয়ে সবাইকে শুনাতে থাকল, إن ابن الخطاب قـــد صـــبأ 'খাত্ত্বাবের বেটা বিধর্মী হয়ে গেছে'। ওমর (রাঃ) তার পিছনেই ছিলেন। তিনি বললেন, كذب ولكنى قد أسلمت 'সে মিথ্যা বলছে। বরং আমি মুসলমান হয়েছি'। একথা শোনা মাত্র চারিদিক থেকে লোক জমা হয়ে গেল এবং সকলে ওমরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গণপিটুনী শুরু করল। এই মারপিট দুপুর পর্যন্ত চলল। এই সময় কাফিরদের উদ্দেশ্যে ওমর বলেন, যদি আমরা সংখ্যায় তিনশ' পুরুষ হতাম, তবে দেখতাম এরপরে মক্কায় তোমরা থাকতে, না আমরা থাকতাম'।

এই ঘটনার পর নেতারা ওমরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার বাড়ী আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। ওমর (রাঃ) ঘরের মধ্যেই ছিলেন। এমন সময় তাদের গোত্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ বনু সাহম গোত্রের জনৈক নেতা আছ ইবনে ওয়ায়েল সাহ্মী সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন যে, আমি মুসলমান হয়েছি বিধায় আপনার সম্প্রদায় আমাকে হত্যা করতে চায়'। তিনি বলে উঠলেন, لا سبيل إليـــك 'কখনোই তা হবার নয়'। বলেই তিনি সোজা চলে গেলেন জনতার ভিড়ের সামনে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে জটলা করছ কেন? তারা বলল, هذا ابن الخطـــاب قـــد صـــبأ 'ইবনুল খাত্ত্বাব বিধর্মী হয়ে গেছে'। তিনি বললেন, لا سبيل إليه 'যাও! সেখানে যাবার কোন প্রয়োজন নেই'। তার একথা শুনে লোকেরা ফিরে গেল। এরপর ওমর (রাঃ) রাসূলের খিদমতে হাযির হয়ে বললেন,

يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال : بلى، والذى نفســـي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم فقـــال : ففـــيم الاختفاء؟ والذى بعثك بالحق لنخرجن–

'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি হক-এর উপরে নই? তিনি বললেন, হাঁ। যার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই তোমরা সত্যের উপরে আছ যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর কিংবা জীবিত থাক'। তখন ওমর বললেন, তাহ'লে লুকিয়ে থাকার কি প্রয়োজন? যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তার কসম করে বলছি, অবশ্যই আমরা প্রকাশ্যে বের হব'। অতঃপর রাসূলকে মাঝখানে রেখে দুই সারির মাথায় ওমর ও হামযার নেতৃত্বে মুসলমানগণ প্রকাশ্যে মিছিল সহকারে মসজিদুল হারামে উপস্থিত হ'লেন। এই সময় দূরে দণ্ডায়মান কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ ও জনতাকে লক্ষ্য করে ওমর (রাঃ) যে কবিতা পাঠ করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ-

مالى أراكم كلكم قياما + الكهل والشبان والغلاما
قد بعث الله الينا رسولنا + محمدا قد شرَّع الاسلاما
(منتخب التواريخ)

ওমর (রাঃ) বলেন, এই দিন আমাকে ও হামযাকে মুসলমানদের মিছিলের পুরোভাগে দেখে কুরায়েশ নেতারা যতবেশী আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, এমন আঘাত তারা কখনোই পায়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদিনই ওমর (রাঃ)-কে 'ফারূক্ব' (فـــاروق) বা হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী উপাধি দান করেন *(আর-রাহীক্ব)*। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ماكنا نقدر أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر وقـــال : مازلنا اعزة منذ أسلم عمـــر– 'ওমর ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমরা কা'বা গৃহের নিকটে ছালাত আদায়ে সক্ষম হইনি'। তিনি আরও বলেন, ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সর্বদা শক্তিশালী ছিলাম'। ছুহায়েব রূমী (রাঃ) বলেন, ওমর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। মানুষকে ইসলামের দিকে প্রকাশ্যে আহ্বান জানানো সম্ভব হয়। আমরা গোলাকার হয়ে কা'বা গৃহের পাশে বসতে পারতাম এবং তাওয়াফ করতে পারতাম। যারা আমাদের উপরে কঠোরতা দেখাত, তাদের প্রতিশোধ নিতাম এবং তাদের কোন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতাম'।

ওমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আত্বা ও মুজাহিদের সূত্রে

ইবনু ইসহাক্ব আরেকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, والله اعلم أى ذلك كان 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত কোনটা সঠিক'।[৫]

বনু হাশিম ও বনু মুত্ত্বালিব গোত্রের প্রতি আবু ত্বালিবের আহ্বান :

হামযা ও ওমর (রাঃ)-এর পরপর মুসলমান হয়ে যাওয়ায় কুরায়েশরা দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বে তারা মুহাম্মাদকে হত্যা করে তার রক্তের বিনিময়ে জনৈক উমারাহ বিন ওয়ালীদ নামক এক যুবককে আবু তালিবের কাছে সমর্পণ করতে এসেছিল। ফলে হামযা ও ওমরের ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দ ও সাহসের সঞ্চার হ'লেও দূরদর্শী ও স্নেহশীল চাচা আবু ত্বালিবের বুকটা ভয়ে সব সময় দুরু দুরু করত কখন কোন মুহূর্তে শয়তানেরা আকস্মিকভাবে মুহাম্মাদকে হামলা করে মেরে ফেলে। সবদিক ভেবে তিনি একদিন স্বীয় প্রপিতামহ আবদে মানাফের দুই পুত্র হাশেম ও মুত্ত্বালিবের বংশধরগণকে একত্রিত করলেন। অতঃপর তাদের সামনে বললেন যে, এতদিন আমি এককভাবে ভাতিজা মুহাম্মাদের তত্ত্বাবধান করেছি। কিন্তু এখন এই চরম বার্ধক্যে ও প্রচণ্ড বৈরী পরিবেশে আমার পক্ষে এককভাবে আর মুহাম্মাদের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভবপর নয়। সেকারণ আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই'।

গোত্র নেতা আবু ত্বালিবের এই আহ্বানে ও গোত্রীয় রক্তধারার আকর্ষণে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল এবং মুহাম্মাদের হেফাযতের ব্যাপারে সবাই একযোগে তাকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিল। একমাত্র চাচা আবু লাহাব বিরোধিতা করল এবং সে মুহাম্মাদের বিপক্ষ দলের প্রতি সমর্থন দানের ঘোষণা দিল।

বিরোধী পক্ষের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ :

এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া পরপর চারটি ঘটনায় মুশরিক নেতাদের মধ্যে যেমন আতংক সৃষ্টি হয়, তেমনি মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। কারণগুলি ছিল যথাক্রমে- (১) মুহাম্মাদকে প্রদত্ত লোভনীয় প্রস্তাব সমূহ নাকচ হওয়া। অতঃপর উভয় দলের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের আপোষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়া (২) হামযার ইসলাম গ্রহণ ও সরাসরি আবু জাহলের উপরে হামলা করা (৩) ওমরের ইসলাম গ্রহণ ও সরাসরি আবু জাহলের বাড়ীতে গিয়ে তার মুখের উপর তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দেওয়া। অতঃপর মুসলমানদের মিছিল করে সর্বপ্রথম মসজিদুল হারামে আগমন ও প্রকাশ্যে ধর্মীয় বিধি-বিধান সমূহ পালন শুরু করা এবং (৪) সবশেষে আবু তালিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের মুসলিম-কাফির সকলের পক্ষ হ'তে মুহাম্মাদকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের অঙ্গীকার ঘোষণা করা। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে মুশরিক নেতৃবৃন্দ মুহাছছাব (وادى المحصب) উপত্যকায় সমবেত হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সর্বাত্মক বয়কট (৭ম নববী বর্ষের শুরুতে) :

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকলে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে যে, (১) বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের সাথে বিয়ে-শাদী বন্ধ থাকবে (২) তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও যাবতীয় লেন-দেন বন্ধ থাকবে (৩) তাদের সাথে উঠাবসা, মেলা-মেশা, কথাবার্তা ও তাদের বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ থাকবে- যতদিন না তারা মুহাম্মাদকে হত্যার জন্য তাদের হাতে তুলে দিবে।

সপ্তম নববী বর্ষের ১লা মুহাররমের রাতে সম্পাদিত উক্ত অঙ্গীকারপত্রটি কা'বা গৃহের ভিতরে টাঙিয়ে রাখা হ'ল। উক্ত অঙ্গীকারনামার লেখক বুগায়েয (بغيض) বিন আমের বিন হাশেম-এর প্রতি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বদ দো'আ করেন। ফলে তার হাতটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়।

শে'আবে আবু ত্বালিবে তিন বছর :

উপরোক্ত অন্যায় চুক্তি সম্পাদনের ফলে বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব উভয় গোত্রের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হ'ল। সঞ্চিত খাদ্যশস্য ফুরিয়ে গেলে তাদের অবস্থা চরমে ওঠে। ফলে তারা গাছের ছাল-পাতা খেয়ে জীবন ধারণে বাধ্য হন। নারী ও শিশুরা ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত। তাদের ক্রন্দন ধ্বনি গিরি-সংকটের বাইরের লোকেরা শুনতে পেত। ফলে কেউ কেউ অতি সংগোপনে তাদের কাছে খাদ্য পৌঁছাতো। একবার হাকীম বিন হেযাম স্বীয় ফুফু খাদীজা (রাঃ)-এর নিকটে গম পৌঁছাতে গিয়ে আবু জাহলের হাতে ধরা পড়ে যান। কিন্তু আবুল বুখতারীর হস্তক্ষেপে অবশেষে সমর্থ হন। হারামের চার মাস ব্যতীত অবরুদ্ধ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা বের হ'তে পারতেন না। অবশ্য যেসব কাফেলা বাহির থেকে মক্কায় আসত, তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য ক্রয়ে বাধা ছিল না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মক্কার ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্রের এমন চড়ামূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল যে, তা ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে আবু তালিবের দুশ্চিন্তা ছিল রাসূলের জীবন নিয়ে। রাতের বেলা সকলে শুয়ে যাওয়ার পর তিনি রাসূলকে উঠিয়ে এনে তার বিশ্বস্ত নিকটাত্মীয়দের সাথে বিছানা বদল করাতেন। যাতে কেউ তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পায়।

৫. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৪৮।*

উক্ত কঠোর অবরোধ চলাকালীন সময়েও হজ্জের মওসুমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বহির্দেশ থেকে আগত কাফেলা সমূহের তাঁবুতে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। ওদিকে আবু লাহাব তাঁর পিছে পিছে গিয়ে লোকদেরকে তাঁর কথা না শোনার জন্য বলত।

অঙ্গীকারনামা ছিন্ন ও বয়কটের সমাপ্তি :

প্রায় তিন বছর পূর্ণ হ'তে চলল। ইতিমধ্যে মুশরিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও দ্বিধাবিভক্তি প্রকাশ্য রূপ নিল। যারা এই অন্যায় চুক্তিনামার বিরোধী ছিল, তারা ক্রমেই সংগঠিত হ'তে থাকল। বনু আমের বিন লুওয়াই গোত্রের হেশাম বিন আমরের উদ্যোগে যোহায়ের বিন আবী উমাইয়া ও মুত্ব'ইম বিন 'আদীসহ পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 'হাজূন' নামক স্থানে বসে এ ব্যাপারে একমত হন এবং তাঁদের পক্ষে যোহায়ের কা'বা গৃহ তাওয়াফ শেষে প্রথম সরাসরি আবু জাহলের মুখের উপরে উক্ত চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলার হুমকি দেন। সাথে সাথে বাকী চারজন পরপর তাকে সমর্থন দেন। আবু জাহল বলল, বুঝেছি। তোমরা রাতের বেলা অন্যত্র পরামর্শ করেই এসেছ'। ঐ সময়ে আবু ত্বালিব কা'বা চত্বরে হাযির হ'লেন। তিনি কুরায়েশ নেতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, إن الله قد اطلع رسوله على أمر الصحيفة 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তোমাদের চুক্তিনামা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, وأنه ارسل عليها الأرضة 'আল্লাহ ঐ অঙ্গীকারপত্রের উপরে কিছু কীট প্রেরণ করেছেন'। فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل 'অতঃপর তারা এর মধ্যকার যাবতীয় অন্যায়, বয়কট ও অত্যাচারমূলক কথাগুলো খেয়ে ফেলেছে, কেবল আল্লাহ্র নামগুলি ব্যতীত'। অতঃপর আবু ত্বালেব নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন, فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا– 'যদি তাঁর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহ'লে তোমাদের ও তার মধ্য থেকে আমরা সরে দাঁড়াব। আর যদি তার কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তাহ'লে তোমরা আমাদের প্রতি বয়কট ও যুলুম থেকে ফিরে যাবে'। আবু ত্বালিবের এ সুন্দর প্রস্তাবে সকলে সমস্বরে বলে উঠল قد أنصفت– 'আপনি ইনছাফের কথাই বলেছেন'। ওদিকে আবু জাহল ও মুত্ব'ইম এবং অন্যান্যদের মধ্যে বাকযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুত্ব'ইম বিন আদী কা'বা গৃহে প্রবেশ করে অঙ্গীকারনামাটি ছিঁড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে বাইরে নিয়ে এলেন। দেখা গেল যে, সত্য সত্যই তার সব লেখাই পোকায় খেয়ে ফেলেছে কেবলমাত্র 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' ('আল্লাহ তোমার নামে শুরু করছি') বাক্যটি এবং অন্যান্য স্থানের আল্লাহ্র নামগুলি ব্যতীত। এভাবে আবু ত্বালিবের মাধ্যমে প্রেরিত রাসূলের প্রাপ্ত অহীর সংবাদ সত্যে পরিণত হ'ল। কুরায়েশ নেতারা অবাক বিস্ময়ে তা অবলোকন করল। অতঃপর অঙ্গীকার নামাটি মুত্ব'ইম সর্বসমক্ষে ছিঁড়ে ফেললেন এবং এভাবে যথারীতি বয়কটের অবসান ঘটল ঠিক তিন বছরের মাথায় ১০ম নববী বর্ষের মুহাররম মাসে।

নবুঅতের এ ধরনের চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেও মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অহংকারী প্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, وَإِن يَّرَوْا آيَةً يُّعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ 'আর যদি তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা এড়িয়ে যায় আর বলে এসব চলমান জাদু বৈ-কি! *(ক্বামার ৫৪/২)*।

বলা বাহুল্য সকল যুগের হঠকারী নাস্তিক ও মুনাফিকের চরিত্র একই রূপ।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ- ১৩ :

(১) ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য অনেক সময় অমুসলিম শক্তি সহায়তা করে থাকে। বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের অতুলনীয় সহযোগিতা ও সহমর্মিতা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর সহযোগিতার কথাও এখানে স্মর্তব্য। আল্লাহ এভাবেই তার দ্বীনকে অনেক সময় তার বিরোধীদের মাধ্যমে বিজয়ী করে থাকেন।

(২) ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং অনেক সময় সামগ্রিক মুছীবতের সম্মুখীন হ'তে হয়, কুরায়েশদের সর্বাত্মক বয়কট তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৩) নেতৃবৃন্দের আদর্শিক দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি অবিচল আস্থাই অন্যদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়। রাসূল ও মুসলমানদের প্রতি আবু তালেব ও অন্যদের দৃঢ় সমর্থনের পিছনে রক্ত সম্পর্ক ছাড়াও এটাই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। এমনকি আবু জাহল পক্ষের লোকদের অনেকে মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং বয়কট কালে গোপনে তাদের নিকটে খাদ্য-পানীয় পৌঁছাতো। হাকীম বিন হেযাম, আবুল বুখতারী, হেশাম বিন আমর এবং অবশেষে যোহায়ের ও মুত্ব'ইম বিন 'আদী প্রমুখের প্রকাশ্য আচরণে যার প্রমাণ মেলে।

দুঃখের বছর (১০ম নববী বর্ষ) :

দীর্ঘ তিন বছর বয়কট অবস্থায় থেকে গাছের ছাল-পাতা খেয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে বার্ধক্য জর্জরিত দেহ নিয়ে চাচা আবু ত্বালিব ও স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। একই অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের মুমিন-কাফির শত শত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। কত নারী-শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সে বয়কটে না খেয়ে ও বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিল, তার হিসাব কে বলবে? আধুনিক যুগের গণতন্ত্রী ও মানবাধিকারের

মোড়ল রাষ্ট্র আমেরিকা ও বৃটেন প্রভাবিত জাতিসংঘের অবরোধ আরোপের কারণে ১৯৯০ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ইরাকে অন্যূন ১৫ লাখ মুসলিম নর-নারী ও শিশু খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। এখনও তাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিযানে হাযার হযার বনু আদম নিয়মিতভাবে সেখানে ও অন্যান্য দেশে নিহত ও পঙ্গু হচ্ছে। উদ্দেশ্য, স্রেফ সেখানকার তৈল ও অন্যান্য সম্পদ লুট করা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বুকের উপরে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসা। এতবড় পশুত্ব ও হিংস্রতাকেও তারা অবলীলাক্রমে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস দমনের মহান সংগ্রাম বলে চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়োজিত শত শত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেই মিথ্যাগুলোকে হাযারো কণ্ঠে প্রচার করছে। তাদের খুঁদকুঁড়ো খাওয়া বুদ্ধিজীবীরা এবং বশংবদ রাষ্ট্রগুলো একই সুরে সুর মিলিয়ে যাচ্ছে। এই যুলুম ও অত্যাচারের পক্ষে শুধু সাফাই গাওয়া নয়; বরং তারা বাস্তবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

আধুনিক বিশ্বের এই প্রতারণাপূর্ণ বয়কটকে একদিকে রাখুন, আর চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মক্কার এই বয়কটকে আরেকদিকে রাখুন। দু'টির মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য দেখতে পাবেন। (১) আধুনিক বিশ্বের এই বয়কটের উদ্দেশ্য স্রেফ লুটপাট ও পররাজ্য গ্রাস। যদিও সেখানে তারা খৃষ্টানীকরণের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে জাহেলী যুগের ঐ বয়কটের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নীতি ও আদর্শের সংঘর্ষ এবং শিরক ও তাওহীদের সংঘাত। সেখানে লুটপাট, খুনোখুনি বা নারী নির্যাতনের নামগন্ধ ছিল না।

(২) ইরাকের বিরুদ্ধে বয়কটের সময় মুসলিম ও আরব রাষ্ট্র সমূহের প্রায় সকলে প্রকাশ্যে বা গোপনে যালেম ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন দেয়। কথিত আরব জাতীয়তাবাদের বন্ধন বা ইসলামী জাতীয়তার বন্ধন কোনটাই সেখানে কার্যকর হয়নি। অথচ বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব-এর প্রায় সবাই কাফের-মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র বংশীয় কারণে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং বয়কটের সময় অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেয়। আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি তাদের এই আনুগত্য ও নৈতিকতা বোধ আধুনিক বিশ্বের নীতিহীন শাসকদের জন্য চপেটাঘাত বৈ-কি! অতএব সেই যুগের চাইতে আজকের তথাকথিত সভ্য যুগকেই সত্যিকার অর্থে জাহেলী যুগ বলা উচিত।

আবু ত্বালিবের মৃত্যু (রজব ১০ম নববী বর্ষ) :

১০ম নববী বর্ষের মুহাররম মাসে ঠিক তিন বছরের মাথায় বয়কট শেষ হওয়ার ৬ মাস পরে রজব মাসে আবু ত্বালিবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আবু জাহল, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া প্রমুখ মুশরিক নেতৃবৃন্দ তাঁর শিয়রে বসে ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে মৃত্যুপথযাত্রী পরম শ্রদ্ধেয় চাচাকে বললেন, أى عم، قل لآ إله إلا الله، كلمة أحاجُّ لك بها عند الله– 'হে চাচা! আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি সেটাকে আপনার জন্য প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ্র নিকটে পেশ করতে পারি'। কিন্তু এ সময় দুরাচার আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া বারবার তাঁকে উত্তেজিত করতে থাকে যেন তিনি পিতৃধর্ম ত্যাগ না করেন। ফলে শেষ বাক্য তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় 'আব্দুল মুত্ত্বালিবের দ্বীনের উপরে'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে উঠলেন, لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 'আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে যাব। যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়'। ফলে এ সময় আয়াত নাযিল হয়- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِيْ قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ– 'নবী ও ঈমানদারগণের জন্য সিদ্ধ নয় যে, তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, একথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী' *(তওবাহ ৯/১১৩)*।

উল্লেখ্য যে, সূরা তওবাহ মাদানী সূরা হ'লেও তার মধ্যে ১১১-১১৩ আয়াত মক্কায় নাযিল হয়। এরপরে নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে আয়াত নাযিল হয়, إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ– 'নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পার না যাকে তুমি পসন্দ কর। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করে থাকেন এবং তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*।

এভাবে আমৃত্যু হেদায়াতের আলোকবর্তিকা স্বীয় ভাতিজাকে সবকিছুর বিনিময়ে আগলে রেখেও শেষ মুহূর্তে এসে পরকালীন সৌভাগ্যের পরশমণি হাতছাড়া হয়ে গেল। স্নেহসিক্ত ভাতিজার প্রাণভরা আকুতি ব্যর্থ হ'ল এবং শয়তানের প্রতিমূর্তি গোত্র নেতাদের প্ররোচনা জয়লাভ করল। পিতৃধর্মের বহুত্ববাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হ'লেন। এ দৃশ্য যে রাসূলের জন্য কত বেদনাদায়ক ছিল, তা আখেরাতে বিশ্বাসী প্রকৃত মুমিনগণ উপলব্ধি করতে পারেন। কেননা যে চাচা তাকে দুনিয়াবী কারাগারের অবর্ণনীয় কষ্ট-দুঃখের আযাব থেকে সর্বদা ঢালের মত রক্ষা করেছেন ও নিজে অমানুষিক কষ্ট ও দুঃখ বরণ করেছেন, সেই প্রাণপ্রিয় চাচা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পরে পুনরায় জাহান্নামের আযাবে নিক্ষিপ্ত

হবেন, এটা তিনি কিভাবে ভাবতে পারেন? বলা বাহুল্য এভাবেই তাক্বদীর বিজয়ী হয়।

আবু ত্বালিবের এই করুণ বিদায়ে ব্যথিত ভ্রাতা আব্বাস (রাঃ) একদিন ভাতিজা রাসূলের কাছে তার প্রাণপ্রিয় চাচার আখেরাতের অবস্থা কেমন হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব প্রাপ্ত হবে আবু তালিব। তিনি আগুনের দু'টি জুতা পরিহিত হবেন, যাতে তার মাথার মগয গলে টগবগ করবে'।[৬] আবু তালিবের এই হালকা আযাব তার আমলের কারণে নয়, বরং তা হবে রাসূলের বিশেষ সুফারিশের কারণে। আর সেটা হবে রাসূলের বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত ও তার উচ্চ মর্যাদার কারণে, যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন। কেননা আবু তালিব শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর আল্লাহ বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মুশরিকদের জন্য সুফারিশকারীদের সুফারিশ কোন কাজে আসবে না' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আবু তালেব আপনাকে যেভাবে হেফাযত ও সহযোগিতা করেছেন, তার বিনিময়ে আপনি কি তাঁকে কোন উপকার করতে পারবেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ। আমি তাকে জাহান্নামের গভীরে দেখতে পেলাম। অতঃপর তাকে (আল্লাহ্র হুকুমে) সেখান থেকে বের করে টাখনু পর্যন্ত উঠিয়ে আনলাম'। অন্য বর্ণনায় এসেছে أهونُ أهلِ النار عذابًا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغُه، رواه البخاريُّ– 'জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব প্রাপ্ত হবেন আবু তালিব। তিনি আগুনের দু'টি জুতা পরিহিত হবেন, যাতে তার মাথার মগয গলে টগবগ করবে'।[৭] আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, সম্ভবতঃ ক্বিয়ামতের দিন আমার সুফারিশ তার উপকারে আসবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামের অগভীর স্থানে নেওয়া হবে, যা তার টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তাতেই তার মস্তিষ্ক আগুনে ফুটে টগবগ করবে, যেমন উত্তপ্ত কড়াইয়ে পানি টগবগ করে ফুটে'।[৮]

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ -১৪ :

১. হক-এর স্বীকৃতি এবং হকপন্থীর প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতাই কেবল পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না আক্বীদার পরিবর্তন ঘটে এবং মৌখিক স্বীকৃতি না দেওয়া হয়।

২. আদর্শগত ভালোবাসাই পরকালে বিচার্য বিষয়, অন্য কোন ভালোবাসা নয়। মুহাম্মাদ-এর প্রতি আবু ত্বালিবের ভালোবাসা ছিল বংশগত কারণে। আদর্শগত কারণে নয়। সেকারণ তা পরকালে কাজে আসেনি।

৩. তাওহীদী আক্বীদার সাথে শিরক মিশ্রিত হ'লে তার কোন নেক আমলই আল্লাহ্র নিকটে গৃহীত হয় না। যেমন আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস ও তাকে স্বীকৃতি দান করা সত্ত্বেও অসীলা পূজার শিরক থাকার কারণে আবু ত্বালিবের কোন নেক আমল আল্লাহ কবুল করেননি। বর্তমান যুগেও যেসব মুসলিম নর-নারী বিভিন্ন কবর, প্রতিকৃতি ও স্থানপূজায় লিপ্ত আছেন ও তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি কামনা করেন, তাদের এই কামনা জাহেলী আরবদের লালিত শিরকের সাথে তুলনীয় নয় কি?

৪. পিতৃধর্মে ত্রুটি থাকলে তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে এবং সর্বাবস্থায় নির্ভেজাল তাওহীদকে আঁকড়ে থাকতে হবে। সকল আবেদন-নিবেদন সরাসরি আল্লাহ্র নিকটেই করতে হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল তার বিধানই মেনে চলতে হবে।

কিন্তু অসীলা পূজারী মুশরিকরা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের ধারণায় তাদের কল্পিত অসীলাকেই মুখ্য মনে করে। তার কাছেই সব আবেদন-নিবেদন পেশ করে এবং নিজেদের মনগড়া শিরকী বিধান সমূহ মেনে চলে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই রেওয়াজের প্রতি আকর্ষণ আবু ত্বালেব ছাড়তে পারেননি।

৫. কেবল আবদুল্লাহ, আবু ত্বালেব ইত্যাদি ইসলামী নাম পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না সমস্ত কল্পিত মা'বূদ ছেড়ে একমাত্র হক মা'বূদ আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি একনিষ্ঠ হবে। মৃত্যুর সময় আবু তালেবকে শিরকের দিকে প্ররোচনা দানকারী অন্যতম নেতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। অতএব ইসলামী নাম রাখার সাথে সাথে ইসলামী বিধান সমূহ মেনে চলা এবং আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক না করে নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসের উপরে দৃঢ় থাকার উপরেই পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে।

খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু (রামাযান ১০ম নববী বর্ষ)

স্নেহশীল চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর মাত্র দু'মাস বা তিন মাস পরে দশম নববী বর্ষের রামাযান মাসে প্রাণাধিক প্রিয়া স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা 'তাহেরা'-র মৃত্যু হয়। তবে মানছূরপুরী বলেন, আবু তালেবের মৃত্যুর তিন দিন পরে খাদীজার মৃত্যু হয়। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর এবং রাসূলের বয়স ছিল ৫০ বছর। তাঁদের দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয়েছিল ২৫ বছর।

দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ বয়কটকালীন নিদারুণ কষ্ট অবসানের

৬. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৬৬৮ 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*
৭. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৬৬৮ 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*
৮. *মুসলিম হা/৫১০-১৭, 'ঈমান' অধ্যায় ৯০ অনুচ্ছেদ 'আবু তালেবের জন্য রাসূলের সুফারিশ ও সেকারণে তার শাস্তি লঘু করণ'।*

মাত্র ৬ মাসের মাথায় চাচা ও ৮ মাসের মাথায় স্ত্রীকে হারিয়ে শত্রু পরিবেষ্টিত ও আশ্রয়হারা নবীর অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা চিন্তাশীল মাত্রই বুঝতে পারেন। চাচা আবু তালেব ছিলেন সামাজিক জীবনে রাসূলের জন্য ঢাল স্বরূপ। অন্যদিকে পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনে খাদীজা ছিলেন রাসূলের বিশ্বস্ততম নির্ভরকেন্দ্র। দাম্পত্য জীবনের পঁচিশ বছর সেবা ও সাহচর্য দিয়ে, বিপদে শক্তি ও সাহস যুগিয়ে, অভাব-অনটনে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে, হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ ধ্যান ও সাধনাকালে অকুণ্ঠ সহমর্মিতা দিয়ে, নতুনের শিহরণে ভীত-চকিত রাসূলকে অনন্য সাধারণ প্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে, অতুলনীয় প্রেম, ভালবাসা ও সহানুভূতি দিয়ে রাসূলের জীবনে তিনি ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক মূর্তিময়ী নে'মত স্বরূপ। তিনি ছিলেন শেষ সন্তান ইবরাহীম ব্যতীত রাসূলের সকল সন্তানের মা। তিনি ছিলেন বিশ্বসেরা চারজন মহিলার অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اكمل نساء العـــالمين أربعة : آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وابنتها فاطمة الزهـــراء– 'বিশ্বে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মহিলা হ'লেন চারজন। ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়া, ইমরানের কন্যা মারিয়াম, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ও তার কন্যা ফাতিমাতুয যাহরা (রাঃ)।[৯] তিনি ছিলেন সেই মহীয়সী মহিলা যাকে আল্লাহ পাক জিব্রীল মারফত সালাম পাঠান এবং জান্নাতে তার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মতিমহলের সুসংবাদ দেন।[১০]

তিনিই একমাত্র স্ত্রী যার জীবদ্দশায় রাসূল (ছাঃ) অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং তার মৃত্যুর পরেও আজীবন রাসূল (ছাঃ) তাকে বারবার স্মরণ করেছেন। অন্য স্ত্রীদের সামনে অকুণ্ঠচিত্তে তার প্রশংসা করেছেন। এমনকি তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে খাদীজার বান্ধবীদের কাছেও উপঢৌকন পাঠাতেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে চাচা ও খাদীজার মৃত্যু হওয়ার কারণে আল্লাহ্র রাসূল এই বছরকে عام الحزن বা দুঃখের বছর বলে অভিহিত করেন।[১১]

পরম স্নেহশীল চাচা ও প্রাণাধিক প্রিয়া স্ত্রী খাদীজার মৃত্যুর পরে একদিকে রাসূল (ছাঃ) যেমন দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন, অন্যদিকে তেমনি হৃদয়হীন কুরায়েশ নেতারা দ্বিগুণ উৎসাহে অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। একদিন জনৈক দুরাচার রাসূলের মাথায় ধুলি নিক্ষেপ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ অবস্থায় বাড়ী এলে তাঁর এক কন্যা কাঁদতে কাঁদতে সেই মাটি ধুয়ে দেন। এ সময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, বেটি কেঁদো না; আল্লাহ তোমার পিতার হেফাযতকারী। অতঃপর তিনি দুঃখ করে বলেন, যতদিন চাচা আবু তালেব বেঁচে ছিলেন, কুরায়েশরা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেনি, যা আমার সহ্যের বাইরে ছিল'। এই অবস্থায় সাহায্যের সন্ধানে আল্লাহ্র রাসূল বংশীয় আত্মীয়তার সূত্র ধরে ত্বায়েফ গমনের মনস্থ করেন।

সওদার সাথে বিবাহ :

খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর বিপর্যস্ত সংসারের হাল ধরার জন্য এবং মাতৃহারা কন্যাদের দেখাশুনার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাওদাহ বিনতে যাম'আহ নাম্নী জনৈকা বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন ১০ম নববী বর্ষের শাওয়াল মাসে। উল্লেখ্য যে, রাসূলের ৪ কন্যার মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ উম্মে কুলছূম ও ফাতেমা তখন অবিবাহিতা ছিলেন। সাওদা ও তার পূর্ব স্বামী সুকরান বিন আমর উভয়ে ইসলাম কবুল করার পর হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর সেখানেই অথবা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে তার স্বামী ইনতেকাল করেন। এ সময় স্বামীর পাঁচটি সন্তানের গুরুভার এসে পড়েছিল সওদার উপরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তার সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্বসহ সওদাকে বিয়ে করেন। সওদা অত্যন্ত মযবুত ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মহিলা ছিলেন। তিনিই প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তার প্রভাবে তার স্বামী সুকরান ইসলাম কবুল করেন। ইসলামের জন্য তাদেরকে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়।

ত্বায়েফ গমন (শাওয়াল ১০ম নববী বর্ষ) :

খাদীজার মৃত্যুর পরবর্তী মাসে অর্থাৎ দশম নববী বর্ষের শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬১৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মে মাসের শেষে অথবা জুন মাসের প্রথমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় মুক্তদাস যায়েদ বিন হারেছাহকে সাথে নিয়ে প্রধানতঃ নতুন সাহায্যকারীর সন্ধানে পদব্রজে ত্বায়েফ রওয়ানা হন। যা ছিল মক্কা হ'তে প্রায় ষাট মাইল দূরে। এই দীর্ঘ পথ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার সময় রাস্তায় যত গোত্র পেয়েছেন, সবার কাছে গিয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হয়নি।

অতঃপর ত্বায়েফ পৌঁছে তিনি সেখানকার বনু ছাক্বীফ গোত্রের তিন নেতা তিন সহোদর ভাই ইবনু আব্দে ইয়ালীল, মাসঊদ ও হাবীব-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। সাথে সাথে ইসলামকে সাহায্য করার জন্য তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানান। উক্ত তিনভাইয়ের একজনের কাছে কুরায়েশ গোত্র বনু জুমাহ (بنو جمح)-এর একজন মহিলা বিবাহিতা ছিলেন *(ইবনু হিশাম)*। সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরেই রাসূল (ছাঃ) সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনজনই তাঁকে নিরাশ করল।

৯. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৬১৮৪ 'মানাক্বিব' অধ্যায়।*
১০. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৬১৯০।*
১১. *আর-রাহীক্ব ১১৭ পৃঃ।*

একজন বলল, هو يَمْرُطُ ثيابَ الكعبة (أى يُمَزِّقُهَا) إن كان الله أرسلكَ সে কা'বার গোলাফ ছিঁড়ে ফেলবে, যদি আল্লাহ তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়ে থাকেন'। অন্যজন বলল, أما وَجَدَ اللهُ غيرَكَ؟ 'আল্লাহ কি তোমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে পাননি'?[১২] 'যার একটা সওয়ারী পর্যন্ত নেই! যদি কাউকে রাসূল বানানোর দরকার হ'ত, তাহ'লে তো আল্লাহ কোন শাসক বা নেতাকে রাসূল করে পাঠাতে পারতেন'।[১৩]

তৃতীয় জন বলল, والله لا أكلِّمُكَ أبدًا، إن كنتَ رسولاً لأنت أعظمُ خطرًا من أن أرُدَّ عليكَ الكلامَ، ولئن كنتَ تَكْذِبُ على الله ما ينبغي أن أُكلِّمَكَ- 'আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলব না। কেননা যদি তুমি সত্যিকারের নবী হও, তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য হবে সবচেয়ে বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহ্র নামে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে তোমার সাথে কথা বলা সমীচীন নয়'।[১৪]

নেতাদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে এবার তিনি অন্যদের কাছে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু সবার একই কথা أخرج من بلادنا 'তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও'। অবশেষে দশদিন পর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য পা বাড়ান। এমন সময় নেতাদের উস্কানীতে একদল ছোকরা এসে তাঁকে ঘিরে ধরে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ ও হৈ চৈ শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করল। যাতে তাঁর পায়ের গোড়ালী ফেটে রক্তে জুতা ভরে গেল'। এ সময় যায়েদ বিন হারেছাহ ঢালের মত থেকে রাসূলকে প্রস্তরবৃষ্টি থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। এইভাবে রক্তাক্ত দেহে তিন মাইল হেঁটে তায়েফ শহরের বাইরে এক আঙ্গুর বাগিচায় ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় তিনি আশ্রয় নেন।[১৫] তখন ছোকরার দল ফিরে যায়। বাগানটির মালিক ছিল মক্কার দুই নেতা উৎবা ও শায়বা বিন রাবী'আহ। যারা ইতিপূর্বে কা'বা চত্বরে ছালাতরত অবস্থায় রাসূলের মাথার উপরে উষ্ট্রের ভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেদিন তাদের নাম ধরে ধরে বদ দো'আ করেছিলেন এবং আবু জাহল সহ চক্রান্তকারী ঐ সাত জনের সবাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়'।[১৬] অধিকন্তু এই উৎবার কন্যা ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবা। যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন।

মযলূমের দো'আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাগানে প্রবেশ করে আঙ্গুর গাছের ছায়ায় একটি দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। এই সময় ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ নিয়ে ব্যাকুল মনে আল্লাহ্র নিকটে যে দো'আ তিনি করেছিলেন, তা (মযলূমের দো'আ হিসাবে) ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। দো'আটি ছিল নিম্নরূপ :

اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا ارحم الراحمين- أنت رب المستضعفين وأنت ربى، إلى من تَكِلُنِى؟ إلى بعيد يتجهَّمُنِى أو إلى عدو ملَّكتَه أمرى؟ إن لم يكن بك علىَّ غضبٌ فلا أبالى، ولكن عافيتك هى أوسع لى، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يُنزل بى غضبُك، أو يحلَّ علىّ سخطُك، لك العُتْبَى حتى ترضَى، ولا حول ولا قوة إلا بك-

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে আমার শক্তির দুর্বলতা, কৌশলের স্বল্পতা ও মানুষের নিকটে অপদস্থ হওয়ার অভিযোগ পেশ করছি- হে দয়ালুগণের সেরা! হে দুর্বলদের প্রতিপালক! তুমিই আমার একমাত্র পালনকর্তা। কাদের কাছে তুমি আমাকে সোপর্দ করেছ? তুমি কি আমাকে এমন দূর অনাত্মীয়ের কাছে পাঠিয়েছ যে আমাকে কষ্ট দেয়? অথবা এমন শত্রুর কাছে যাকে তুমি আমার কাজের মালিক-মুখতার বানিয়ে দিয়েছ? যদি আমার উপরে তোমার কোন ক্রোধ না থাকে, তাহ'লে আমি কোন কিছুরই পরোয়া করি না। কিন্তু তোমার ক্ষমা আমার জন্য অনেক প্রশস্ত। আমি তোমার চেহারার জ্যোতির আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার জন্য সব অন্ধকার আলোকিত হয়ে যায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মসমূহ সুষ্ঠু হয়ে যায়- এই বিষয় হ'তে যে, আমার উপরে তোমার গযব নাযিল হৌক অথবা তোমার ক্রোধ আপতিত হৌক। কেবল তোমারই সন্তুষ্টি কামনা করব, যতক্ষণ না তুমি খুশী হও। নেই কোন শক্তি নেই কোন ক্ষমতা তুমি ব্যতীত'।[১৭]

আঙ্গুর বাগানের মালিক দু'ভাই ওৎবা ও শায়বা যখন দূর থেকে রাসূলের এ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখল, তখন তারা দয়াপরবশ হয়ে তাদের খৃষ্টান গোলাম 'আদ্দাস' (عَدَّاس)-এর মাধ্যমে এক গোছা আঙ্গুর পাঠিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ

১২. *আর-রাহীক্ব ১/১২৫।*
১৩. *রাহমাতুল লিল আলামীন ১/৬৬।*
১৪. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ৩২৫; ইবনু হিশাম ১/৪১৯।*
১৫. *আল-বিদায়াহ ৩/১৩৪; আর-রাহীক্ব পৃঃ ১২৫।*
১৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪৭।*
১৭. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ১২৬; ইবনু হিশাম ১/৪২০; ত্বাবারাণী, যঈফুল জামে' হা/১১৮২; যঈফাহ হা/২৯৩৩।*

www.at-tahreek.com

(ছাঃ) 'বিসমিল্লাহ' বলে তা হাতে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। বিস্মিত হয়ে আদাস বলে উঠল, এ ধরনের কথা তো এ অঞ্চলের লোকদের মুখে কখনো শুনিনি'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কোন দেশের লোক? তোমার ধর্ম কি? সে বলল, আমি একজন খৃষ্টান। আমি 'নীনাওয়া' (نينوى)-এর বাসিন্দা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নেককার ব্যক্তি ইউনুস বিন মাত্তা (من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟)-এর জনপদের লোক? লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি ইউনুস বিন মাত্তা-কে কিভাবে চিনলেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ذاك أخى كان نبيا وأنا نبى 'তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন এবং আমিও নবী'। একথা শুনে আদ্দাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে ঝুঁকে পড়ে তাঁর মাথা, হাত ও পায়ে চুমু খেল।

দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে উৎবা ও শায়বা দু'ভাই একে অপরকে বলতে লাগল, দেখছি শেষ পর্যন্ত লোকটা আমাদের ক্রীতদাসকেও বিগড়ে দিল। ক্রীতদাসটি ফিরে এসে তার মনিবকে বলল, يا سيدى ما فى الأرض شيئ خير من هذا الرجل لقد أخبرنى بأمر لايعلمه إلا نبى– 'হে মনিব! পৃথিবীতে এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কোন বস্তু আর নেই'। তিনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে খবর দিয়েছেন, যা নবী ব্যতীত কেউ জানে না'। তারা বলল, ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه– 'সাবধান আদ্দাস! লোকটি যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে না পারে। কেননা তোমার দ্বীন তার দ্বীন হ'তে উত্তম'।

ত্বায়েফ হ'তে মক্কার পথে :

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত মনে সেখান থেকে উঠে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। পথিমধ্যে 'ক্বারনুল মানাযিল' নামক স্থানে পৌঁছলে জিব্রীল (আঃ) 'মালাকুল জিবাল' বা পাহাড় সমূহের নিয়ন্ত্রক ফেরেশতাকে সাথে নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। জিব্রীল তাঁকে বললেন, إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم– 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে কি কথা বলেছে এবং আপনার প্রতি কিরূপ আচরণ করেছে, সবই আল্লাহ দেখেছেন ও শুনেছেন। এক্ষণে তিনি আপনার নিকটে পাহাড় সমূহের নিয়ন্ত্রক ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন তাকে আপনি তাদের বিষয়ে যা ইচ্ছা হুকুম করুন'।

অতঃপর 'মালাকুল জিবাল' এসে রাসূলকে সালাম দিয়ে বলল, إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت 'যদি আপনি চান যে, আমি দুই পাহাড়কে একত্রিত করে এদেরকে পিষে মারি, তাহ'লে আমি তাই-ই করব'। 'আখশাবাইন' বলে কা'বা গৃহের উত্তর ও দক্ষিণ পাশের মুখামুখি দুই পাহাড় আবু কুবায়েস ও কু'আয়ক্বা'আন পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যবর্তী উপত্যকায় মক্কার আবাসিক এলাকা অবস্থিত। ফেরেশতার জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولايشرك به شيئا– 'না। বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ হ'তে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন, যারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্রই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না'।[১৮]

এই ঘটনায় আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করলেন এবং সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন। অতঃপর 'নাখ্লা' উপত্যকায় পৌঁছে সেখানকার জনপদে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। এখানেই জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। যা সূরা আহক্বাফ ২৯, ৩০ ও ৩১ আয়াতে এবং সূরা জিন ১-১৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মনের মধ্যে আরও শক্তি অনুভব করেন। তিনি নিশ্চিত হ'লেন যে, কোন শক্তিই তার দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারবে না। কেননা আহক্বাফ ৩২ আয়াত নাযিল করে এ সময়েই আল্লাহ তাকে নিশ্চিত করেছিলেন যে, وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ أُوْلَئِكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয়, সে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত সে কাউকে সাহায্যকারীও পাবে না। বস্তুতঃ এলোকগুলিই হ'ল স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত' *(আহক্বাফ ৪৬/৩২)*।

নাখলা উপত্যকায় ফজরের ছালাতে রাসূলের কুরআন পাঠ শুনে নাছীবাইন এলাকার নেতৃস্থানীয় জিনদের ৭ বা ৯ জনের অনুসন্ধানী দলটি।[১৯] তাদের সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে যে রিপোর্ট দেয় সেখানে বক্তব্যের শুরুতে তারা কুরআনের অলৌকিকত্বের কথা বলে। যেমন إِنَّا سَمِعْنَا

১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৫৮৪৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ।*
১৯. *তাফসীর কুরতুবী; সূরা আহক্বাফ ২৯; হা/৫৫০৪-০৫; তাফসীর ইবনে কাছীর, ঐ।*

قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا- 'আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি'। 'যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। অতঃপর আমরা তার উপরে ঈমান এনেছি এবং আমরা আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে কখনোই শরীক করব না' *(জিন ৭২/১-২)*। অতঃপর তারা বলে, وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا- 'আমরা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে আমরা আল্লাহকে পরাজিত করতে পারব না এবং তাঁর থেকে পালিয়েও বাঁচতে পারব না' *(জিন ৭২/১২)*। সুহায়লী বলেন, এই জিনগুলি ইহুদী ছিল। অতঃপর মুসলমান হয়'। এদের বক্তব্য এসেছে সূরা আহক্বাফ ২৯, ৩০ ও ৩১ আয়াতে।

উল্লেখ্য যে, জিনদের ইসলাম কবুলের বিষয়ে সব হাদীছ একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, এরূপ ঘটনা মোট ছয়বার ঘটেছে। প্রথম ঘটনার কথা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারেননি। বরং সূরা জিন নাযিলের পরে তিনি এ ঘটনা জানতে পারেন।

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, শেষনবী (ছাঃ) জিন ও ইনসানের নবী ছিলেন। বরং তিনি সকল সৃষ্ট জীবের নবী ছিলেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, و أرسلتُ إلى الخلق كافة و خُتِمَ بِيَ النبيُّون- 'আমি সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে দিয়ে নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে'।[২০] অন্য হাদীছে সূরা সাবা ২৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فأرسله إلى الجن و الإنس 'অতঃপর আল্লাহ তাকে জিন ও ইনসানের প্রতি প্রেরণ করেছেন'।[২১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার ও নবীদের তুলনা একটি ভবনের ন্যায়। যা সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। কেবল একটি ইটের জায়গা খালি রাখা হয়েছে। فكنتُ أنا سَدَدتُ موضعَ اللبِنَة، خُتِمَ بِيَ البنيانُ و خُتِمَ بِيَ الرسلُ وفي رواية : فأنا اللبِنَةُ و أنا خاتَمُ النبيين- 'অতঃপর আমি ইটের জায়গাটি বন্ধ করেছি। আমাকে দিয়ে ভবন সমাপ্ত হয়েছে এবং রাসূলগণের আগমন ধারা শেষ হয়েছে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমি সেই ইট এবং আমিই শেষনবী'।[২২]

ক্বারনুল মানাযিল ও ওয়াদিয়ে নাখলায় পরপর সংঘটিত দু'টি ঘটনায় রাসূলের মন থেকে ত্বায়েফের সকল দুঃখ-বেদনা মুছে যায়। তিনি পুনরায় মক্কায় ফিরে গিয়ে পূর্ণোদ্যমে দাওয়াতের কাজ শুরু করার সংকল্প করলেন। তখন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) বললেন, كنت تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ যে মক্কাবাসীরা আপনাকে বের করে দিয়েছে, সেখানে আপনি কিভাবে প্রবেশ করবেন? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه- 'হে যায়েদ! তুমি যে অবস্থা দেখছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ থেকে পরিত্রাণের একটা পথ বের করে দেবেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তার দ্বীনকে সাহায্য করবেন ও তার নবীকে বিজয়ী করবেন'।[২৩]

মক্কায় প্রত্যাবর্তন :

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাখলা উপত্যকা হ'তে মক্কাভিমুখে রওয়ানা করে হেরা গুহার পাদদেশে পৌঁছে মক্কায় প্রবেশের জন্য সম্ভাব্য কিছু হিতাকাংখীর নিকটে খবর পাঠালেন। কিন্তু কেউ ঝুঁকি নিতে চায়নি। অবশেষে মুত্ব'ইম বিন 'আদী রাযী হন এবং তার সম্মতিক্রমে যায়েদ বিন হারেছাহকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় এসে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন ও হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। এ সময় মুত্ব'ইম ও তার পুত্র সশস্ত্র অবস্থায় তাঁকে পাহারা দেয় এবং পরে তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দেয়। আবু জাহল মুত্ব'ইমকে প্রশ্ন করল أمجير أنت أم متابع مسلم؟ 'তুমি কি তাকে আশ্রয় দিয়েছ না, অনুসারী মুসলিম হয়ে গেছ'? মুত্ব'ইম জবাবে বলেন, بل مجير 'আশ্রয় দিয়েছি মাত্র'। তখন আবু জাহল বলে উঠল, قد أجرنا من أجرت আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম, যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ'। মূলতঃ এটি ছিল বংশীয় টান মাত্র। এভাবে মাসাধিককালের কষ্টকর সফর শেষে ১০ম নববী বর্ষের যুলক্বা'দাহ মোতাবেক ৬১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম দিকে তিনি মক্কায় ফিরে এলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুত্ব'ইম বিন আদীর এই সৌজন্যের কথা কখনো ভুলেননি। এই ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পরে সংঘটিত বদরের যুদ্ধে বন্দী কাফেরদের মুক্তির ব্যাপারে

২০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।*
২১. *দারেমী, মিশকাত হা/৫৭৭৩ সনদ ছহীহ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।*
২২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৪৫, 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।*
২৩. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ১২৮।*

তিনি বলেন, لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النَّتْنَى لَتركْتُهُم 'যদি মুত্ব'ইম বিন আদী বেঁচে থাকত এবং এইসব দুর্গন্ধময় মানুষগুলোর জন্য সুফারিশ করত, তাহ'লে তার খাতিরে আমি এদের সবাইকে ছেড়ে দিতাম'।

ত্বায়েফ সফরের ফলাফল :

(১) ত্বায়েফের এই সফরের ফলে মক্কার বাইরে প্রথম ইসলামের দাওয়াত প্রসারিত হয়।

(২) ৬০ মাইলের এই দীর্ঘ পথে যাতায়াতকালে পথিমধ্যেকার সকল জনপদে দাওয়াত পৌঁছানো হয়। এতে নেতারা দাওয়াত কবুল না করলেও গরীব ও মযলূম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাড়া জাগে। ত্বায়েফের আঙ্গুর বাগিচার মালিকের ক্রীতদাস 'আদ্দাস-এর ব্যাকুল অভিব্যক্তি ভবিষ্যৎ সমাজ বিপ্লবের অন্তর্দাহ ছিল বৈ কি!

(৩) এই সফরে কোন বাহ্যিক ফলাফল দেখা না গেলেও মালাকুল জিবাল-এর আগমন এবং জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় এবং সবশেষে মুত্ব'ইম বিন 'আদীর সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ ও সেখানে নিরাপদ অবস্থানের ঘটনায় রাসূলের মনের মধ্যেকার প্রতীতি দৃঢ়তর হয় যে, আল্লাহ তাঁর এই দাওয়াতকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। ফলে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ লাভ করেন।

অতএব রাসূলের ত্বায়েফ সফর ব্যর্থ হয়নি। বরং ভবিষ্যৎ বিজয়ের পথ সুগম করে।

সর্বাধিক দুঃখময় দিন :

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, هل أَتَى عليك يومٌ كان أشدَّ عليك من يومِ أُحدٍ؟ 'আপনার জীবনে কি এমন কোন দিন এসেছে, যা ওহোদের দিনের চাইতে কঠিন'? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَقِيتُ من قومك ما لقيتُ وكان أشدَّ ما لقيتُ منهم يومَ العقبة إذ عرضتُ نفسى على ابن عبد يَالِيل بن كُلال فلم يجبنى إلى ما أردتُ فانطلقتُ وأنا مهمومٌ على وجهى– 'তোমার কওমের কাছ থেকে যা পেয়েছি তাতো পেয়েছি। তবে তার মধ্যে সর্বাধিক কষ্টদায়ক ছিল যা আমি পেয়েছিলাম আক্বাবাহ্র দিন। যখন আমি (তায়েফের নেতা) ইবনু আবদে ইয়ালীলের কাছে নিজেকে পেশ করেছিলাম এবং আমি যা চেয়েছিলাম তাতে সে সাড়া দেয়নি। তখন আমি ফিরে আসি দুঃখ ভারাক্রান্ত চেহারা নিয়ে'।[২৪]

সর্বাধিক দুঃখময় দিন হবার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, ওহোদের ঘটনায় দান্দান মুবারক শহীদ হ'লেও সেদিন তাঁর সাথী মুজাহিদ ছিলেন অনেক, যারা তাঁর মিশন চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু ওহোদের ঘটনার প্রায় ছয় বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া ত্বায়েফের সেই মর্মান্তিক দিনে তাঁর সাথী কেউ ছিল না যায়েদ বিন হারেছাহ ব্যতীত। অতএব ত্বায়েফের ঘটনা ওহোদের ঘটনার চাইতে নিঃসন্দেহে অধিক কষ্টদায়ক ও অধিক হৃদয় বিদারক ছিল।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-১৫ :

(১) যতবড় বিপদ আসুক তাতে ধৈর্য ধারণ করা এবং বাস্তবতার মুকাবিলা করা সংস্কারকের প্রধান কর্তব্য। কাছাকাছি সময়ে আবু তালেব ও খাদীজাকে পরপর হারিয়ে হত-বিহ্বল রাসূলকে স্বীয় কর্তব্যে অবিচল থাকার মধ্যে আমরা সেই শিক্ষা পাই।

(২) ইসলামের প্রসার ও নিরাপত্তার জন্য তাওহীদকে অক্ষুণ্ন রেখে সম্ভাব্য সকল দুনিয়াবী উৎসের সন্ধান করা ও তার সাহায্য নেওয়া সিদ্ধ। ত্বায়েফবাসীদের নিকটে সাহায্যের জন্য গমনের মধ্যে সে বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে।

(৩) কঠিন বিপদে অসহায় অবস্থায় কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই সাহায্য চাইতে হবে- এ বিষয়ে শিক্ষা রয়েছে তায়েফ থেকে ফেরার পথে রাসূলের সেই প্রসিদ্ধ দো'আর মধ্যে।

(৪) বিরোধী পক্ষকে সবংশে নির্মূল করে দেবার মত শক্তি হাতে পেলেও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের হেদায়াতের আশায় সংস্কারক ব্যক্তি তা থেকে বিরত থাকেন। মালাকুল জিবালের আবেদনে সাড়া না দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই উদারতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে কোন দুশমনকে ধ্বংসের অভিশাপ দেওয়া যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উৎবা-শায়বা-আবু জাহল প্রমুখকে দিয়েছিলেন এবং তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কার্যকর হয়েছিল।

(৫) আল্লাহ্র পথে সংস্কারকদের জন্য আল্লাহ্র গায়েবী মদদ হয়, তার বাস্তব প্রমাণ রাসূলের জীবনে দেখা গেছে তায়েফ থেকে ফেরার পথে ক্বারনুল মানাযিল নামক স্থানে ফেরেশতা অবতরণের মাধ্যমে এবং মক্কায় প্রবেশকালে মুত্ব'ইম বিন 'আদীর সহযোগিতার মাধ্যমে।

(৬) দুনিয়াবী জৌলুস যে মানুষকে অহংকারী করে ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রাখে, তায়েফের নেতাদের উদ্ধত আচরণ এবং রাসূলের দীনহীন অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করা, অতঃপর তাঁর পিছনে ছোকরাদের লেলিয়ে দেবার ঘটনার মধ্যে তার প্রমাণ মেলে।

[ক্রমশঃ]

২৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ।*

ইসলামে ভ্রাতৃত্ব

ড.এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ

(৫ম কিস্তি)

(ঙ) পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করা : ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হ'ল পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ। একজন মুসলমান প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে অপর দ্বীনী ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবে, এটাই স্বাভাবিক। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন পারস্পরিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি আল্লাহও সন্তুষ্ট হন। যার মাধ্যমে উভয়েরই পরকালে জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হ'ল। আল্লাহ তা'আলা তার গমন পথে একজন অপেক্ষমান ফেরেশতা বসিয়ে রাখলেন। লোকটি যখন সেখানে পৌঁছল, তখন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, ঐ গ্রামে একজন ভাই আছে, তার সাথে সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে তোমার কোন অনুগ্রহ আছে কি, যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ? সে বলল, না, আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ভালবাস'।[১]

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে নিম্নের হাদীছেও। আবু ইদরীস খাওলানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে- 'মহান আল্লাহ বলেন, যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর মুহাব্বত করে, আমার সন্তোষের উদ্দেশ্যে পরস্পর উঠা-বসা করে, আমার সন্তোষের আশায় পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই পরস্পর নিজেদের সম্পদ খরচ করে, তাদের মুহাব্বত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়'।[২]

(চ) বিপদে-আপদে সাহায্য করা : কোন মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে একাকী বাস করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্য ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। এছাড়াও নানা বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। কেননা কোন মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, সে তখন সবচেয়ে বেশি অসহায়ত্ব অনুভব করে। ঐ সময় সে আন্তরিকভাবে অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করে। ইসলামী শরী'আতে মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক হ'ল একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ যেকোন ধরনের বিপদে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অঙ্গ তাকে সাহায্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। উদাহরণ স্বরূপ- কারো চোখে কোন কিছু পড়ার সাথে সাথে দেহের অন্যান্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আপন কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা সকলে কিভাবে চোখকে তার বিপদ থেকে রক্ষা করবে সেদিকে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। প্রয়োজনে অন্যেরও শরণাপন্ন হয়। অনুরূপ কোন মুসলমান ভাই যখন কোন প্রকার বিপদে পড়ে, তখন অপর মুসলমান ভাইয়ের কর্তব্য তাকে সাহায্য করা। কেননা যে মানুষকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।[৩]

অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ছাদাক্বা করা ওয়াজিব। একজন প্রশ্ন করলেন, যদি কারো সে সামর্থ্য না থাকে, তবে কি হবে? ... ছাহাবাদের পর্যায়ক্রমিক প্রশ্নের উত্তরে এক পর্যায় তিনি বলেন, فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ 'তাহ'লে কোন দুঃখে বা বিপদে পতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে'।[৪]

কোন মানুষের কঠিন বিপদের মুহূর্তে যখন কেউ তাকে সাহায্য করে, তখন তার সে সাহায্যের কথা সে কখনো ভোলে না। যারা বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যকারী হয়, তারাই প্রকৃত বন্ধু। এজন্য ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, A friend in need is a friend indeed. 'বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু'। তাই ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতে এটি একটা বড় উপাদান।

(ছ) রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া : মানব জীবনে বিপদ-আপদের যতগুলো ক্ষেত্র আছে, তার মধ্যে অসুস্থতা অন্যতম। দুনিয়াবী জীবনে মানুষ যে কত বড় অসহায়, তার বাস্তব উপলব্ধি ঘটে অসুস্থ অবস্থায়। এমত পরিস্থিতিতে কোন শত্রুও যদি দেখা করতে আসে বা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে, তবে সে তাকে আর শত্রু মনে করে না। সে তখন তার নিকটে পরম বন্ধুতে পরিণত হয় এবং তার অন্তরে ঐ শত্রুর জন্য আলাদা একটা স্থানও তৈরী হয়ে যায়। তাই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া বা সাধ্যমত তার দেখ-ভাল করা ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির একটা বড় উপায়।

---

১. *মুসলিম হা/২৫৬৭; মিশকাত, হা/৫০০৭।*
২. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৫০১১, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৩৮৩।*
৩. *মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯৩০; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৬।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/২২৫; মিশকাত হা/১৮৯৫।*

রুগ্ন ব্যক্তির দেখা-শোনার বিষয়টি ইসলামী শরী'আতও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে (কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে) তাহ'লে তা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[৫] একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক্ব বা কর্তব্য সম্পর্কে যে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ তথা 'রোগীর পরিচর্যা'র বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়াও ক্বিয়ামতের ময়দানে রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে মহান আল্লাহ নিজেই ফরিয়াদী হয়ে আদম সন্তানকে জিজ্ঞেস করবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম তুমি পরিচর্যা করনি'।[৬] রুগ্ন ব্যক্তির সেবার মাধ্যমেই প্রভুর নৈকট্য লাভ করা সহজ।

রোগী পরিচর্যার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا. 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রুগীর পরিচর্যা করে, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন তো রীতিমতো রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে'।[৭] আবূ আসমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি হাদীছে বলা হয়েছে, مَنْ عَادَ أَخَاهُ كَانَ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ. 'যে ব্যক্তি তার কোন রুগ্ন ভাইকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের ফলমূলের মধ্যে অবস্থান করবে'।[৮]

অনুরূপ একটি হাদীছ ছহীহ মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ جَنَاهَا.

ছাওবান (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'মুসলমান যখন তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের খুরফা কি? উত্তর দিলেন, তাঁর ফলমূল'।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً. 'কোন ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা করলে অথবা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তার কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে, একজন আহ্বানকারী (অন্য বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলা) তাকে ডেকে ডেকে বলে, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং জান্নাতে তুমি একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ'।[১০]

عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِىَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ.

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'এমন কোন মুসলমান নেই যে সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ না করে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে যায় এবং সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ না করে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়'।[১১]

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ) তাদের জন্য নিম্নোক্ত দো'আ করতেন- أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِىْ لاَشِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا. আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় পরিবারের কোন রোগীকে দেখতে গেলে তার গায়ে হাত রেখে বলতেন, 'হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রভু! রোগ দূর কর, রোগ-মুক্তি দান কর। তুমিই রোগ-মুক্তি দানকারী। তোমার রোগ-মুক্তি ছাড়া কোন রোগ-মুক্তি নেই। এমন রোগ-মুক্তি কোন রোগ বাকী রাখে না'।[১২]

ইসলামী শরী'আতে রোগী দেখার বিধান শুধু মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল রুগ্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য। নিম্নের হাদীছ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِىٌّ يَخْدِمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِىْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

৫. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮১, হাদীছ ছহীহ।*
৬. *মুসলিম হা/২৫৬৯; মিশকাত হা/১৫২৮।*
৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২২, হাদীছ ছহীহ।*
৮. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২১, হাদীছ ছহীহ ।*
৯. *মুসলিম হা/২৫৬৮, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৮৯৯।*
১০. *তিরমিযী হা/২০০৮, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৫০১৫।*
১১. *তিরমিযী হা/৯৬৯, হাদীছ ছহীহ, আবূদাউদ, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৯০০।*
১২. *বুখারী হা/৫৬৭৫, ৫৭৫০; মিশকাত হা/১৫৩০।*

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একটি ইহূদী ছেলে নবী করীম (ছাঃ)-এর সেবা করত। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন নবী (ছাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন। তারপর তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তার পিতার দিকে তাকাল। তার পিতা তার কাছেই ছিল। তখন তার পিতা বলল, তুমি আবুল কাসেমের আনুগত্য কর। তখন ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর নবী (ছাঃ) এই কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বের হ'লেন, 'সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন'।[১৩]

(জ) দো'আ ও কল্যাণ কামনা করা : মানব জীবনের সকল কল্যাণ-অকল্যাণের মূল চাবিকাঠি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র হাতে। তাই যেকোন সমস্যার সমাধান বা আশা-আকাঙ্খা পূরণের ক্ষেত্রে সাধ্যমত নিজ প্রচেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে নিজের জন্য চাওয়ার পাশাপাশি দ্বীনী ভাইয়ের জন্যও প্রার্থনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে মুমিন ভাইয়ের প্রতি একটা পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। কোন ব্যক্তি যখন জানতে পারে যে, আমার অমুক দ্বীনী ভাই প্রভুর নিকটে আমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছে, তখন নিজের অজান্তেই তার হৃদয়ের মণিকোঠায় ঐ দ্বীনী ভাইয়ের জন্য একটা স্থায়ী আসন তৈরী হয়ে যায়। অর্থাৎ সে ঐ ভাইয়ের এহেন আচরণে যারপরনাই মুগ্ধ হয়। এমতাবস্থায় পরস্পরের অন্তরের সকল মলিনতা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি বিদূরিত হয়, যা তাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় করে।

মুসলমানের পারস্পরিক দো'আ ও কল্যাণ কামনার অন্যতম মাধ্যম হ'ল 'সালাম'। তাছাড়াও ছালাতের ভিতরে ও বাইরে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দো'আয় নিজের কল্যাণ প্রার্থনার পাশাপাশি মুমিন ভাইয়ের জন্যও দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার বিধান রয়েছে। যেমন জানাযার ছালাতের দো'আ।

(ঝ) যথোপযুক্ত সম্মান করা : প্রত্যেক মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করতে হবে, এটাই শারঈ হুকুম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تُعَيِّرُوْهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ. 'হে ঐ সকল লোক! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ, কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে প্রোথিত হয়নি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে ভর্ৎসনা কর না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান কর না। কেননা যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ায়, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন, তাকে অপদস্থ করবেন, সে তার বাড়ীতে অবস্থান করলেও'।[১৪] তবে অতিরঞ্জিতভাবে কারো সম্মান করা বা প্রশংসা করা ইসলামী শরী'আতে নিষেধ। এমনকি কারো সামনা সামনি প্রশংসা করাও নিষেধ।[১৫] কেননা এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে অহংকার পয়দা হয়। যা তার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। কেননা কোন ব্যক্তির অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১৬] অর্থাৎ অহংকারের শেষ পরিণতি জাহান্নাম।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ إِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَفِىْ رِوَايَةٍ : قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইযার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। অপর বর্ণনায় আছে, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব'।[১৭]

অপরদিকে বয়সানুপাতে মানুষের প্রতি পারস্পরিক সম্মান ও ভালবাসা পোষণ করা উচিত। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন-

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُجِلَّ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

আবূ উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ... 'মুসলিম বয়োবৃদ্ধকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার নামান্তর...'।[১৯] শুধু ছোট বা বড়দের ক্ষেত্রে নয়, ধনী-দরিদ্র, ব্যবসায়ী-চাকুরীজীবি, উঁচু-নীচু তথা সমাজের সর্বস্তরে পারস্পরিক মান-মর্যাদা প্রদান করা হ'লে একদিকে যেমন ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে সে সমাজে পূর্ণমাত্রায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এতে কোনই সন্দেহ নেই।

[চলবে]

১৩. *বুখারী, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৯০১।*

১৪. *তিরমিযী হা/২০৩২, হাদীছ হাসান, 'মুমিনকে সম্মান করা' অনুচ্ছেদ।*
১৫. *তিরমিযী হা/২৩৯৩, ২৩৯৪, হাদীছ ছহীহ।*
১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৭।*
১৭. *মুসলিম, মিশকাত 'ক্রোধ ও অহংকর', হা/৫১১০।*
১৮. *আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৩৫৬ হাদীছ হাসান ছহীহ।*
১৯. *আবূদাঊদ হা/৪৮৪৩, হাদীছ হাসান, 'মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান প্রদান করা' অনুচ্ছেদ; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫৭।*

www.at-tahreek.com

ইসলামের দৃষ্টিতে মাদকতা

*ড. মুহাম্মাদ আলী**

ইসলাম সকল প্রকার মাদক তথা নেশাদার দ্রব্য হারাম ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্যই মদ আর যাবতীয় মদই হারাম'।[১] অথচ এই মাদকের ভয়ংকর থাবায় আজ বিশ্বব্যাপী বিপন্ন মানব সভ্যতা। এর সর্বনাশা মরণ ছোবলে জাতি আজ অকালে ধ্বংস হয়ে যচ্ছে। ভেঙ্গে পড়ছে অসংখ্য পরিবার। বিঘ্নিত হচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বৃদ্ধি পাচ্ছে চোরাচালানসহ মানবতা বিধ্বংসী অসংখ্য অপরাধ। মাদকাসক্তির কারণে সকল জনপদেই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস বেড়ে গিয়ে মানুষের জান-মাল ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। সমাজের অধিকাংশ অপরাধের জন্য মুখ্যভাবে দায়ী এই মাদকতা। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَتَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. 'মদ পান করো না। কেননা তা সকল অপকর্মের চাবিকাঠি'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে, اِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ. 'তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা তা অশ্লীল কাজের মূল'।[৩] আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে মাদকতা ও এর প্রতিকারের উপায় আলোচনা করা হ'ল -

আভিধানিক অর্থ : মাদকদ্রব্যের আরবী প্রতিশব্দ 'খমর' (خمر)। এর অর্থ- সমাচ্ছন্ন করা, ঢেকে দেয়া। এই সকল অর্থের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই মদ ও শরাবকে 'খমর' বলা হয়।

Cambridge Dictionary-তে বলা হয়েছে, An alcoholic drink which is usually made from grapes but can also be made from other fruits or flowers. It is made by FERMENTING, the fruit with water and sugar.

'মদ হ'ল নেশাকর পানীয় যা সাধারণত আঙ্গুর থেকে তৈরী হয়। তবে অন্যান্য ফল ও ফুল থেকেও তৈরী হ'তে পারে। এটা উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য চিনি ও পানির মাধ্যমে ফল দ্বারা তৈরী হয়'।

পারিভাষিক অর্থ : 'যে সকল বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মাদকদ্রব্য বলে। কবি বলেন, شَرِبْتُ الْخَمْرَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِيْ + كَذَاكَ الْخَمْرُ تَفْعَلُ بِالْعُقُوْلِ. 'মদ পান করে আমার বিবেক হারিয়ে গেছে। মদ এভাবেই বুদ্ধিকে নিয়ে খেল-তামাশা করে'। সাধারণত নেশা জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করা বা পান করাই মাদকাসক্তি।

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী : وَ الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ 'মদ বা মাদকদ্রব্য তাই, যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে'।[৪]

মাদক নিষিদ্ধকরণের ক্রমধারা : ইসলাম শুরুতেই মদ হারাম ঘোষণা করেনি; বরং এটি নিষিদ্ধকরণে শরী'আত এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ বলে মনে হয়েছিল। এজন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানব মনে বদ্ধমূল করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন আসমানী বিধান নাযিল হচ্ছিল তখন মদ সমগ্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য এ পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। কেননা তখন যদি হঠাৎ মাদক করে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হ'ত, তাহ'লে তা পালন করা তখনকার লোকদের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে পড়ত। অনেকে হয়ত তা গ্রাহ্যই করত না।

কুরআন মাজীদে প্রথমতঃ মদের অপকারিতা ও পাপ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا 'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন! এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়' *(বাক্বারাহ ২১৯)*। এরপর ছালাতের সময় মদ পান হারাম করে আল্লাহ ঘোষণা করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ. 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন ছালাতের ধারে-কাছেও যেও না। যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ' *(নিসা ৪৩)*। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট হচ্ছে- একজন ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় ছালাত আদায় করার সময় পড়ে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ- أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ- 'হে কাফেররা! তোমরা যার

---

* *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জামনগর ডিগ্রী কলেজ, নাটোর।*

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮।*
২. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭১, হাদীছ ছহীহ।*
৩. *নাসাঈ হা/৫৬৬৭, হাদীছ ছহীহ।*
৪. *বুখারী; মিশকাত হা/৩৬৩৫ 'হুদূদ' অধ্যায়।*

www.at-tahreek.com

ইবাদত কর, আমি তার ইবাদত করি'। এভাবে গোটা সূরা সে 'না' সূচক অব্যয় لا বাদ দিয়ে পড়ে'।[৫] অতঃপর মদ চিরতরে হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِيْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখন কি নিবৃত্ত হবে?' *(মায়েদাহ ৯০-৯১)*।

শরী'আতের নির্দেশ সমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরী'আত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতি সমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি যখন মদীনার অলিতে-গলীতে প্রচার করতে লাগল যে, মদ্যপান হারাম করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তারা সেখানেই ফেলে দিয়েছিল। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছিল।[৬]

আনাস (রাঃ) এক মজলিসে মদ পরিবেশনের কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবনু কা'ব, সুহাইল (রাঃ) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ছাহাবীগণ সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাড়ি ভেঙ্গে ফেল।[৭]

মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. 'সর্বদা মদ পানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৮]

মদ্যপের ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না : আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহ'লে জাহান্নামে যাবে। যদি তওবাহ করে তাহ'লে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন। আবার নেশাদার দ্রব্য পান করলে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহ'লে জাহান্নামে যাবে। আর যদি তওবাহ করে তবে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন। আবার যদি নেশাদার দ্রব্য পান করে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। এ অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। তওবাহ করলে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন। লোকটি যদি চতুর্থবার মদ পান করে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন 'রাদাগাতুল খাবাল' পান করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'রাদাগাতে খাবাল' কী? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগুনের তাপে জাহান্নামীদের শরীর হ'তে গলে পড়া রক্তপূজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ'।[৯]

মদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অভিসম্পাত : মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর লোকের প্রতি রাসূল (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন। (১) যে লোক মদের নির্যাস বের করে (২) প্রস্তুতকারক (৩) মদপানকারী (৪) যে পান করায় (৫) মদের আমদানীকারক (৬) যার জন্য আমদানী করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী'।[১০]

ক্বিয়ামতের পূর্বে মদের ব্যাপকতা : ক্বিয়ামতের পূর্বে মাদকতা এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে মদ পানকারীরা তা পান করাকে অপরাধ মনে করবে না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে রয়েছে, ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা, ব্যভিচার ও মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে।

৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৪৯।*
৬. *মুসলিম হা/৩৬৬২।*
৭. *বুখারী হা/৬৭১২।*
৮. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৬, হাদীছ ছহীহ।*
৯. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৭৩৮, হাদীছ ছহীহ।*
১০. *তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭।*

এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার পরিচালক হবে একজন পুরুষ'।[১১] শুধু তাই নয়; শেষ যামানায় মানুষ মদকে বিভিন্ন নামের ছদ্মাবরণে পান করবে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।[১২]

মাদকের কুফল : যেকোন প্রকার মাদকদ্রব্য যা নেশা সৃষ্টি করে, সুস্থ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় এবং জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি লোপ করে দেয়, তা হারাম বা নিষিদ্ধ, চাই তা প্রাকৃতিক হোক যেমন- মদ, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ান ইত্যাদি অথবা রাসায়নিক হোক যেমন– হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেড্রিন ইত্যাদি। মাদক মানুষের শরীরে বিভিন্ন ক্ষতি সাধন করে থাকে। নেশাদ্রব্য গ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে মানুষের হজম শক্তি বিনষ্ট হয়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে যায়, শারীরিক ক্ষমতা লোপ পায়। আবার এমন অনেক মাদকদ্রব্য আছে, যা সম্পূর্ণরূপে কিডনী বিনষ্ট করে দেয়। মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ সেল ধ্বংস করে ফেলে, যেটা কোন চিকিৎসার মাধ্যমেই সারানো সম্ভব নয়। মাদক সেবনের ফলে লিভার সিরোসিস রোগের সৃষ্টি হয়, যার চিকিৎসা দুরূহ।

প্রতিকার :

১. ইচ্ছাশক্তি : মাদক বর্জনের জন্য মাদকগ্রহণকারীর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। রামাযান মাস মুসলমানদের মাদক বর্জনের উপযুক্ত সময়। সারাদিন মাদক ছাড়া থাকতে পারলে রাতটুকুও থাকা সম্ভব। এভাবে এক মাস অভ্যাস করলে মাদক ত্যাগ করা সহজ হবে।

২. ইসলামের শিক্ষা : ইসলামের শিক্ষা ও বিধি-বিধান পুরোপুরি মেনে চললে মাদক বর্জন করা সহজ হবে।

৩. সামাজিক প্রতিরোধ : মাদক নিবারণের জন্য সমাজ ও স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। মাদক গ্রহণ করাকে ঘৃণার চোখে দেখা উচিত। সমাজপতিগণ নিজেরা মাদকমুক্ত থেকে এবং তাদের প্রভাব খাটিয়ে মাদক প্রতিরোধ করতে পারেন।

৪. মাদকমুক্ত এলাকা গড়ে তোলা : স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, অফিস, আদালত প্রভৃতি জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে মাদক বর্জন করা প্রয়োজন।

৫. সচেতনতা বৃদ্ধি : শিশুকাল থেকেই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। যাতে ইসলামের বিধি-বিধান সমূহ পালনে তারা আগ্রহী হয়। সাথে সাথে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা তৈরী করতে হবে। যাতে আল্লাহ পাকের প্রতিটি কথা পালন করতে অভ্যস্থ হয়ে উঠে। মাদক গ্রহণের ক্ষতিকর বিষয় সম্বন্ধে শারীরিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিকগুলো তুলে ধরে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মাদকের ক্ষতি ও অপকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হলে এই বদাভ্যাস ত্যাগ করা ও এর প্রতি ঘৃণা জন্মানো সহজ হবে।

৬. চিকিৎসকদের উদ্যোগ : মাদক প্রতিরোধে চিকিৎসকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন এবং জনগণকে এর ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অবগত করে তাদের এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

৭. আলেমগণের ভূমিকা : মসজিদের ইমামসহ সমাজের আলেমগণ ইসলামের দৃষ্টিতে মাদকের অপকারিতা সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করতে পারেন এবং মদ্যপায়ীদেরকে ছালাতের দিকে আহ্বান করে ন্যায়ের পথ দেখাতে হবে। যাতে করে তারা অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر– 'ছালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*। আর ছালাত আদায়ের প্রতি যদি কেউ বিনয়ী হয় তাহ'লে তাকে নেশাদ্রব্য অবশ্যই ছাড়তে হবে।

উপসংহার : বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ার কারণে মাদকের মারাত্মক ক্ষতি সর্বজন স্বীকৃত। ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা মদ, নারী ও সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বিশ্বে এ সভ্যতা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অথচ ইসলাম চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই সমাজকে সুসভ্য করার জন্য মাদক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ইসলাম মানবতার রক্ষাকবচ। ইসলাম মানুষকে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। ইসলাম মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে হেফাযতের জন্য মাদক বিরোধী আইন রচনা করেছে। একটি সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের জন্য সুস্থ মস্তিস্ক একান্তভাবেই কাম্য। মাদক মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে নস্যাৎ করে দেয়। ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা গোটা মানব সমাজের অকল্যাণ ও অমঙ্গল সাধিত হয়। আজ মাদকাসক্তি বিশ্ব মানবতার জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি অসংখ্য পাপকার্য, অপরাধ ও অসামাজিক কর্মের মূল। মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো লক্ষ্য করে এর প্রতিকারের জন্য বর্তমান বিশ্বে বহু দেশ ও জাতি এগিয়ে আসছে। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় মাদকতা থেকে বিরত থেকে মাদকমুক্ত আদর্শ সমাজ গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৫৪৩৭, 'ফিতান' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামতের আলামত' অনুচ্ছেদ।*
১২. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৮৪, হাদীছ ছহীহ।*

জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

ভূমিকা :

আমলের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিচয় ফুটে উঠে এবং সে আল্লাহ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সৎ আমল করা একজন মুসলিম ব্যক্তির প্রধান দায়িত্ব। আর সেজন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আমলের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের প্রয়োজন মনে করে না। যে আমল সমাজে চালু সেটাই সকলে করছে। এমনকি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছালাতের ক্ষেত্রেও তাই। কারণ প্রচলিত ছালাতের হুকুম-আহকামের অধিকাংশই ত্রুটিপূর্ণ। ওযূ, তায়াম্মুম, ছালাতের ওয়াক্ত, আযান, একামত, ফরয, নফল, বিতর, তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, জুম'আ, জানাযা ও ঈদের ছালাত সবই দূষিত ও ভুলে ভরা। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের সাথে আমাদের ছালাতের অনেকাংশেই মিল নেই। এর অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল জাল ও যঈফ হাদীছভিত্তিক আমল এবং মানুষের রচিত মনগড়া বিধান। জাল ও যঈফ হাদীছের করালগ্রাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত সমাজ থেকে প্রায় বিলীন হয়ে গেছে।

মূলত: বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে না জানার কারণেই এই করুণ পরিণতি। এছাড়াও অনেকে বলে থাকে, যারা ছালাত পড়ে না তাদের নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই; যারা ছালাত আদায় করছে তাদেরই ভুল-ত্রুটি ধরা নিয়ে ব্যস্ত। এই অজ্ঞতাও একটি কারণ। অথচ ছালাতের প্রধান শর্তই হ'ল, রাসূল (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন ঠিক সেভাবেই ছালাত আদায় করা।[১] এ ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশ অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সুতরাং দুর্ভোগ সেই মুছল্লীদের জন্য, যারা ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য আদায় করে' *(মাঊন ৪-৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের মাঠে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের। ছালাতের হিসাব শুদ্ধ হ'লে তার সমস্ত আমলই সঠিক হবে আর ছালাতের হিসাব ঠিক না হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে'।[২]

জনৈক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে তিনবার ছালাত আদায় করেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তিনবারই তাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও ছালাত আদায় কর, তুমি ছালাত আদায় করনি।[৩] ঐ ব্যক্তি রাসূলের সাক্ষাতে তিন তিনবার অতি সাবধানে ছালাত আদায় করেও তাঁর পদ্ধতি মোতাবেক না হওয়া তা ছালাত বলে গণ্য হয়নি। অন্য হাদীছে এসেছে, হুযায়ফাহ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে ছালাতে রুকূ-সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করতে না দেখে ছালাত শেষে তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি ছালাত আদায় করনি। যদি তুমি এই অবস্থায় মারা যাও তাহ'লে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেই ফিতরাতের বাইরে মারা যাবে।[৪] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হুযায়ফাহ প্রশ্ন করলে সে জানায় যে, সে ৪০ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করছে। তখন তিনি উক্ত মন্তব্য করেন।[৫] উক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বছরের পর বছর ছালাত আদায় করেও কোন লাভ নেই। হবে না যদি তা রাসূলের পদ্ধতি মোতাবেক আদায় করা না হয়।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হ'ল, সমাজের উপর এই ছালাত যেন কোন প্রভাব ফেলছে না। অথচ আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হ'ল, 'নিশ্চয়ই ছালাত অন্যায় ও অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*। সমাজে মুছল্লীর সংখ্যা বেশী হ'লেও অন্যায় কর্ম কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে না; বরং মসজিদ ও মুছল্লীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও অন্যায়, অপকর্ম ও দুর্নীতি কমেনি; বরং আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, প্রচলিত ছালাতের কোন প্রভাব সমাজে পড়ছে না। এই ছালাত দুনিয়াবী জীবনে যদি কোন প্রভাব না ফেলে তাহ'লে পরকালে কোন প্রভাব ফেলবে কি?

অতএব প্রচলিত ছালাতে একাগ্রতাও নেই বিশুদ্ধতাও নেই। সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত আদায় না করলে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে না। আর আল্লাহভীতি ও একনিষ্ঠতা স্থান না পেলে সে পাপাচার থেকে মুক্ত হবে না *(বাক্বারাহ ২৩৮; মুমিনূন ২)*। তাই আমাদেরকে এই করুণ পরিণতি থেকে উত্তরণের উপায়

---

১. *ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহ বুখারী (রিয়াযঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯ খৃঃ/১৪১৭ হিঃ), হা/৬৩১; ছহীহ বুখারী (করাচী ছাপা: ক্বাদীমী কুতুবখানা, আছাহহুল মাতাবে' ২য় প্রকাশ: ১৩৮১হিঃ/১৯৮১খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮; মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-খত্বীব আত-তিবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক : শায়খ আলবানী (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), হা/৬৮৩, ১/২১৫ পৃঃ; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, আগস্ট ২০০২), হা/৬৩২, ২/২০৮ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/৬০০৮, ৭২৪৬।*

২. *আবুল ক্বাসেম সুলায়মান ইবনু আহমাদ আত-তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব (কায়রো: দারুল হারামাইন, ১৪১৫), হা/১৮৫৯; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ হা/১৩৫৮।*

৩. *ছহীহ বুখারী হা/৭৫৭, ১/১০৪-১০৫; মিশকাত হা/৭৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫০।*

৪. *ছহীহ বুখারী হা/৭৯১; মিশকাত হা/৮৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮২৪।*

৫. *ছহীহ সুনানে নাসাঈ, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি), হা/১৩১২, ১/১৪৭ পৃঃ; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৯৪, সনদ ছহীহ।*

খোঁজে বের করতে হবে। আর তা হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করা। এজন্য সকল ব্যক্তিস্বার্থ ও মতামতকে ডিঙ্গিয়ে নিম্নের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে।

১. ছালাতের যাবতীয় আহকাম ছহীহ দলীল ভিত্তিক হ'তে হবে। কারণ এটা ইবাদতে তাওক্বীফী যাতে দলীল বিহীন মনগড়া কোন কিছু করার সুযোগ নেই। প্রমাণহীন কোন বিষয় পাওয়া গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে। কত বড় ইমাম, বিদ্বান, পণ্ডিত বা ফক্বীহ বলেছেন তা দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রমাণহীন কথার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ.

'সুতরাং তোমরা যদি না জান তাহ'লে স্পষ্ট দলীলসহ আহ'লে যিকিরদের জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ৪৩-৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা দলীলের ভিত্তিতেই মানুষকে আহ্বান জানাতেন।[৬]

ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামও দলীলের ভিত্তিতে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০হিঃ) বলেন,

لَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَّأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ.

'ঐ ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন বক্তব্য গ্রহণ করা হালাল নয়, যে জানে না আমরা উহা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি'।[৭] ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪হিঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتَ كَلاَمِيْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلاَمِيْ الْحَائِطَ.

'যখন তুমি আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে, তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুড়ে মারবে'।[৮] ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ), ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১হিঃ) সহ অন্যান্য ইমামদের বক্তব্যও একই।[৯]

২. জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সকল প্রকার আমল নিঃসঙ্কোচে নিঃশর্তভাবে বর্জন করতে হবে। কারণ জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা কোন শারঈ বিধান প্রমাণিত হয় না। জাল হাদীছের উপর আমল করা পরিষ্কার হারাম।[১০] সে কারণ ছাহাবায়ে কেরাম যঈফ ও জাল হাদীছের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। আস্থাহীন, ত্রুটিপূর্ণ, অভিযুক্ত, পাপাচারী, ফাসিক শ্রেণীর লোকের বর্ণনা তারা গ্রহণ করতেন না।

প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও এর বিরুদ্ধে ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর চূড়ান্ত মূলনীতি ছিল যঈফ হাদীছ ছেড়ে কেবল ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরা। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি ঘোষণা করেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ 'যখন হাদীছ ছহীহ হবে সেটাই আমার মাযহাব'।[১১] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الصَّحِيْحَ وَالسَّقِيْمَ وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوْخَ مِنَ الْحَدِيْثِ لاَيُسَمَّى عَالِمًا.

'নিশ্চয়ই যে আলেম হাদীছের ছহীহ-যঈফ ও নাসিখ-মানসূখ বুঝেন না তাকে আলেম বলা যাবে না'। ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাওয়াহাও একই কথা বলেছেন।[১২] ইমাম মালেক, শাফেঈ (রহঃ)-এর বক্তব্যও অনুরূপ।[১৩]

মুহাদ্দিছ যায়েদ বিন আসলাম বলেন,

مَنْ عَمِلَ بِخَبَرٍ صَحَّ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ.

---

৬. *সূরা ইউসুফ ১০৮; নাজম ৩-৪; হা-ক্বাহ ৪৪-৪৬; ছহীহ বুখারী হা/৫৭৬৫, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫৮, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮; আহমাদ ইবনু শু'আইব আবু আব্দির রহমান আন-নাসাঈ, সুনানুন নাসাঈ আল-কুবরা (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১১/১৯৯১), হা/১১১৭৪, ৬/৩৪৩ পৃঃ; আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আবু মুহাম্মাদ আদ-দারেমী, সুনানুদ দারেমী (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৭ হিঃ), হা/২০২; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৯, ১/১২৩ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/১৪৬৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮, 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬২।*

৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কেঈন আন রাব্বিল আলামীন (বৈরুত ঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯৩/১৪১৪), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯; ইবনু আবেদীন, হাশিয়া বাহরুর রায়েক্ব ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ) মিনাত তাকবীরি ইলাত তাসলীম কাআন্নাকা তারাহু (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯১/১৪১১), পৃঃ ৪৬।*

৮. *আল-খুলাছা ফী আসবাবিল ইখতিলাফ, পৃঃ ১০৮; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ (কায়রো: আল-মাতবাআতুস সালাফিয়াহ, ১৩৪৫হিঃ), পৃঃ ২৭।*

৯. *শারহু মুখতাছার খলীল লিল কারখী ২১/২১৩ পৃঃ; ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ, পৃঃ ২৮।*

১০. *সূরা আন'আম ১৪৪; আ'রাফ ৩৩; হুজুরাত ৬; ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪, ২/৮৯; ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, ছহীহ মুসলিম (দেওবন্দ: আছাহহুল মাতাবে' ১৯৮৬), হা/৬৫৩৬, ২/৩১৬; মিশকাত হা/৫০২৮, পৃঃ ৪২৭।*

১১. *আব্দুল ওয়াহহাব শা'রাণী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০।*

১২. *আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০/১৪২১), ১/৩৯, ভূমিকা দ্রঃ; আবু আব্দিল্লাহ আল-হাকিম, মা'রেফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৬০।*

১৩. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, ১/১২ পৃঃ, 'যা শুনবে তাই প্রচার করা নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ-৩; প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আল-খত্বীব, আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮০/১৪০০), পৃঃ ২৩৭।*

www.at-tahreek.com

'হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে তার উপর আমল করে সে শয়তানের খাদেম'।[১৪]

অতএব ইমাম হোন আর ফক্বীহ হোন বা অন্য যেই হোন শরী'আত সম্পর্কে কোন বক্তব্য পেশ করলে তা অবশ্যই ছহীহ দলীলভিত্তিক হ'তে হবে। *(এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ 'যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি' শীর্ষক বই)*।

৩. প্রচলিত কোন আমল শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে ভুল প্রমাণিত হ'লে সাথে সাথে তা বর্জন করতে হবে এবং সঠিকটা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র গোঁড়ামী করা যাবে না। পূর্বপুরুষরা এবং বড় বড় আলেমগণ করে গেছেন, এখনো সমাজে চালু আছে, বেশীর ভাগ আলেম বলছেন এ সমস্ত জাহেলী কথা বলা যাবে না।

ভুল হওয়া মানুষের স্বভাবজাত। মানুষ মাত্রই ভুল করবে, কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তবে ভুল করার পর যে সংশোধন করে নেয় সেই সর্বোত্তম। আর যে সংশোধন করে না সে শয়তানের বন্ধু। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী আর উত্তম ভুলকারী সে-ই যে তওবাকারী'।[১৫] সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও ভুল করেছেন এবং সংশোধন করে নিয়েছেন।[১৬] সাহো সিজদার বিধানও এখান থেকেই চালু হয়েছে। অনুরূপ চার খলীফাসহ অন্যান্য ছাহাবীদেরও ভুল হয়েছে।[১৭] তাছাড়া অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (ছাঃ) কোন বিধানকে রহিত করেছেন এবং তার স্থলে অন্যটি চালু করেছেন *(বাক্বারাহ ১০৬)*। তখন সেটাই সকল ছাহাবী গ্রহণ করেছেন। অতএব বড় বড় আলেমের ভুল হয় না এই ধারণা চরম ভ্রান্তিপূর্ণ। তাই সংশোধনের ক্ষেত্রে কখনো গোঁড়ামী করা যাবে না। কারণ ভুল সংশোধন না করে বাপ-দাদা বা বড় আলেমদের দোহাই দেওয়া অমুসলিমদের স্বভাব *(বাক্বারাহ ১৭০; লোকমান ২১)*।

৪. খুঁটিনাটি বলে কোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা যাবে নাঃ ইসলামের কোন বিধানই খুঁটিনাটি নয়। অনুরূপ কোন সুন্নাতই ছোট নয়। এ ধরনের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে বেরিয়ে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর যেকোন সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা ও খুঁটিনাটি বলে তাচ্ছিল্য করা অমার্জনীয় অপরাধ। সেই সুন্নাত যতই সাধারণ বা হালকা হোক না কেন। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এই অবহেলাকে মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বারা ইবনু আযেব (রাঃ)-কে ঘুমানোর দো'আ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তার এক অংশে তিনি বলেন, '(হে আল্লাহ!) আপনার নবীর প্রতি ঈমান আনলাম যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন'। আর বারা (রাঃ) বলেন, 'এবং আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন'। উক্ত কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) তার হাত দ্বারা বারার বুকে আঘাত করে বলেন, বরং 'আপনার নবীর প্রতি ঈমান আনলাম যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন'।[১৮] এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'নবীর' স্থানে 'রাসূল' শব্দটিকে বরদাশত করলেন না।

জনৈক ছাহাবী ছালাতের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি করলে তিনি তাকে ডেকে বলেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না। তুমি কি দেখ না কিভাবে ছালাত আদায় করছ?[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছালাতের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলতে শুরু করেছেন। এমতাবস্থায় দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তির বুক কাতার থেকে সম্মুখে একটু বেড়ে গেছে তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! হয় তোমরা কাতার সোজা করবে না হয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা সমূহকে ভিন্নরূপ করে দিবেন'।[২০]

নবী (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে ছালাত আদায় করতে দেখে তিনি ডান হাতটাকে বাম হাতের উপর করে দেন।[২১]

অতএব ছালাতের যেকোন আহকামকে খুঁটিনাটি বলে অবজ্ঞা করা যাবে না। বরং সেগুলো পালনে বাহ্যিকভাবে যেমন নানাবিধ উপকার রয়েছে তেমনি অঢেল নেকীও

---

১৪. *মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত (বৈরুত : দারুল এহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৯৫/১৪১৫), পৃঃ ৭; ড. ওমর ইবনু হাসান ফালাতাহ, আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ (দিমাশ্ক : মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১/১৪০১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩।*

১৫. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৯৯, ২/৭৬ পৃঃ; মিশকাত হা/২৩৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৩২, ৫/১০৪ পৃঃ।*

১৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১২২৯; মিশকাত হা/১০১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৫১, ৩/২৫ পৃঃ।*

১৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কেঈন ২/২৭০-২৭২।*

১৮. *آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ قَالَ فَطَعَنَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ قَالَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ -তিরমিযী হা/৩৩৯৪, ২/১৭৬-১৭৭, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ঘুমানোর জন্য বিছানায় গিয়ে দো'আ পড়া' অনুচ্ছেদ; ছহীহ বুখারী হা/৬৩১১, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৮৩, অনুচ্ছেদ-৬; ছহীহ মুসলিম হা/৭০৫৭।*

১৯. *আহমাদ হা/৯৭৯০, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৫৫।*

২০. *خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ-ছহীহ মুসলিম হা/১০০৭, ১/৮২ পৃঃ, 'ছালাতে কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১০৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০১৭।*

২১. *عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى -মুসনাদে আহমাদ হা/১৫১৩১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৫৫, সনদ হাসান।*

রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের পিছনে রয়েছে ধৈর্যের যুগ। সে সময় যে ব্যক্তি সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে সে তোমাদের সময়ের ৫০ জন শহীদের নেকী পাবে'।[২২] বর্তমানে যুগের প্রত্যেক সুন্নাতের পাবন্দ ব্যক্তির জন্যই এই সুসংবাদ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি (কাতারের মধ্যে দু'জনের) ফাঁক বন্ধ করবে আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন'।[২৩] যে ব্যক্তি ছালাতে স্বশব্দে আমীন বলবে এবং তা ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তা পূর্বের পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে।[২৪]

সবচেয়ে বড় বিষয় হ'ল, এই সুন্নাতগুলো সমাজে চালু করতে শত শত হক্বপন্থী আলেমের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে, অন্ধ কারাগারে জীবন দিতে হয়েছে, দীপান্তরে কালাপানির ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে। যেমন বুকের উপর হাত বাঁধা, জোরে আমীন বলা, রাফউল ইয়াদায়েন করা ইত্যাদি। আর সেই সুন্নাত সমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কত বড় অন্যায় তা ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই।

৫. সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করতে গিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই যে কতজন লোক তা করছে, কোন মাযহাবে চালু আছে, কোন ইমাম কী বলেছেন বা আমল করেছেন কিংবা কোন দেশের লোক করছে আর কোন দেশের লোক করছে না :

আল্লাহ প্রেরিত সংবিধান চিরন্তন। যা নিজস্ব গতিতে চলমান। এই মহা সত্যকেই সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে একাকী হ'লেও। ইবরাহীম (আঃ) নানা যুলুম-অত্যাচার সহ্য করে একাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি বিশ্ব ইতিহাসে মহা সম্মানিত হয়েছেন *(নাহল ১২০; বাক্বারাহ ১২৪)*। সমগ্র জগতের বিদ্রোহী মানুষরা তার সম্মান ছিনিয়ে নিতে পারেনি। সংখ্যা কোন কাজে আসেনি। মূলকথা হ'ল- অহীর বিধান সংখ্যা, দেশ, অঞ্চল, বয়স, সময়, মেধা কোন কিছুকে তোয়াক্কা করে না। অনেকে বলতে চায় চার ইমামের পরে মুহাদ্দিছগণের জন্ম। সুতরাং ইমামদের কথাই গ্রহণযোগ্য। অথচ ছাহাবীরা সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দিতে বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৬/৭ বছরের বাচ্চাকে দিয়ে ছালাত পড়িয়ে নিয়েছেন।[২৫] ওমর (রাঃ) কনিষ্ঠ ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর নিকট থেকে বাড়ীতে তিনবার সালাম দেওয়া সংক্রান্ত হাদীছের পক্ষে সাক্ষী গ্রহণ করেন। কারণ তিনি এই হাদীছ জানতেন না।[২৬] অতএব মহা সত্যের উপর কোন কিছুর প্রাধান্য নেই। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক-এর অনুসারী দলই হল জামা'আত যদি তুমি একাকী হও'।[২৭] অতএব হকপন্থী ব্যক্তি একাকী হ'লেও সেটাই জান্নাতী দল।

৬. কোন দল বা মাযহাবী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য কৌশল করে কিংবা অপব্যাখ্যা করে ইলাহী বিধানকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না :

উক্ত জঘন্য নীতির জয়জয়কার চলছে সহস্র বছর ধরে। একশ্রেণীর মানুষ অণু পরিমাণ জ্ঞান নিয়ে আল্লাহর জ্ঞানের উপর প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করছে। এই অপকৌশলের যে কী শাস্তি তা তারা ভুলে গেছে। মূল শরী'আতকে উপেক্ষা করে দলীয় সিদ্ধান্ত ও মাযহাবী নীতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য থাকলে বানী ইসরাঈলদের মত তাদের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসা স্বাভাবিক। দাঊদ (আঃ)-এর সময় তারা মহা সত্যকে না মেনে মিথ্যা কৌশলের আশ্রয় নেওয়ার কারণেই তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল এবং একই দিনে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল *(বাক্বারাহ ৬৫; মায়েদা ৬০)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে যারা বিভ্রান্ত করবে তাদের পরিণাম এমনই হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন তোমার পক্ষে দলীল হ'তে পারে আবার বিপক্ষেও দলীল হ'তে পারে'।[২৮] সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জানা উচিত যে, শারঈ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি যাই করি এবং যে উদ্দেশ্যেই করি অন্তরের খবর আল্লাহ সবই জানেন *(মুলক ১৩; আলে ইমরান ১১৯)*।

নিম্নে আমরা ওযূ থেকে শুরু করে ফরয ছালাতসহ অন্যান্য ছালাতে যে সমস্ত জাল-যঈফ হাদীছ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করব এবং এর সাথে সঠিক বিষয় সম্পর্কেও আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

[চলবে]

---

২২. إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيدًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ مِنْكُمْ. *-তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১০২৪০; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ ওয়া শাইয়ুন মিন ফিক্বহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা (বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), হা/৪৯৪; সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪।*

২৩. مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِيْ صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ *-তাবারাণী, আওসাত্ব হা/৫৭৯৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯২।*

২৪. *ছহীহ বুখারী, তা'লীক্ব ১/১০৭ পৃঃ, হা/৭৮০ ও ৭৮২; ছহীহ মুসলিম হা/৯৪০, ৯৪২ ১/১৭৬।*

২৫. *ছহীহ বুখারী হা/৪৩০২, 'মাগাযী' অধ্যায়-৬৭, অনুচ্ছেদ-৫০, ২/৬১৫-৬১৬; মিশকাত হা/১১২৬।*

২৬. *ছহীহ মুসলিম হা/৫৬২৬, ২/২১০ পৃঃ, 'আদব' অধ্যায়, 'অনুমতি' অনুচ্ছেদ-৭; মিশকাত হা/৪৬৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৬২ ৯/১৯ পৃঃ।*

২৭. إِنَّ الْجَمَاعَةَ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ *-ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক ১৩/৩২২ পৃঃ; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা দ্রঃ, ১/৬১ পৃঃ; ইমাম লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ ১/১০৮ পৃঃ।*

২৮. *ছহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, ১/১১৮ পৃঃ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।*

কুরবানীর মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) চুল-নখ না কাটা : উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[১] কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে উহা করলে উহাই আল্লাহ্র নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে।[২]

(২) কুরবানীর পশু : উহা তিন প্রকারঃ উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি। এগুলির বাইরে অন্য পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন।[৩] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[৪] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথাঃ স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[৫]

(৩) 'মুসিন্নাহ' দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[৬] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' হিসাবে গণ্য করেছেন।[৭]

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[৮] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

(৪) নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু :

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন.... অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ أَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّـــدٍ– 'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[৯]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَ عَتِيْـــرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[১০] উল্লেখ্য যে, ভাগা কুরবানীর হাদীছ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুক্বীম অবস্থায় এটি প্রযোজ্য নয়।

(৫) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[১১] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[১২]

(৬) কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকুম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[১৩] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে যবহ করেছেন। অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিনদিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে।[১৪]

---

১. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ, মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬।
২. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯ 'আতীরাহ' অনুচ্ছেদ; হাকেম (বৈরুতঃ তাবি), ৪/২২৩।
৩. আন'আম ১৪৪-৪৫; মির'আত ৫/৮১ পৃঃ।
৪. কিতাবুল উম্ম (বৈরুত ছাপাঃ তারিখ বিহীন) ২/২২৩ পৃঃ।
৫. মুওয়াত্ত্বা, তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত হা/১৪৬৫, ১৪৬৩, ১৪৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪১২/১৯৯২) ২/৩০ পৃঃ।
৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৫; নাসাঈ তা'লীক্বাত সহ (লাহোর ছাপাঃ তারিখ বিহীন), ২/১৯৬ পৃঃ।
৭. মির'আত (লাক্ষ্ণৌ) ২/৩৫৩ পৃঃ; ঐ, (বেনারস) ৫/৮০ পৃঃ।
৮. মির'আত, ২/৩৫২ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৮-৭৯ পৃঃ।
৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।
১০. তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮। হাদীছটির সনদ 'শক্তিশালী' (ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৬ পৃঃ), সনদ 'হাসান' আলবানী, ছহীহ নাসাঈ (বৈরুতঃ ১৯৮৮), হা/৩৯৪০।
১১. বুরহানুদ্দীন মারগীনানী, হেদায়া (দিল্লীঃ ১৩৫৮ হিঃ) 'কুরবানী' অধ্যায় ৪/৪৩৩; আশরাফ আলী থানভী, বেহেশতী জেওর (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০) 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃঃ।
১২. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃঃ।
১৩. সুবুলুস সালাম, ৪/১৭৭ পৃঃ; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ প্রভৃতি।
১৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃঃ।

(৭) যবহকালীন দো'আ : **(১)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থঃ আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ মহান) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ'।[১৫] (৩) 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইবরাহীমা খালীলিকা' (...হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার দোস্ত ইবরাহীমের পক্ষ থেকে)।[১৬] (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[১৭] (৫) উপরোক্ত দো'আগুলির সাথে অন্য দো'আও রয়েছে। যেমন 'ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরযা 'আলা মিল্লাতি ইবরাহীমা হানীফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা; (মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী) বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার'।[১৮]

(৮) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[১৯]

(৯) গোশত বন্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও একভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বন্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই। কুরবানীর গোশত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[২০]

(১০) মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না এবং তাদের উপরে শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[২১]

(১১) কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষেধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে[২২] শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(তওবা ৬০)*।

(১২) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[২৩]

(১৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন কয়েকটি বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[২৪] তিনি কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করতেন।[২৫]

(১৫) কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[২৬]

(১৬) কুরবানীর বিবিধ মাসায়েল :

(ক) পোষা বা খরিদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করে থাকেন, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে। (খ) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট গাভিন গরু বা বকরী যদি কুরবানীর পূর্বেই জীবিত বাচ্চা প্রসব করে, তবে ঐ বাচ্চা ঈদের দিনগুলির মধ্যেই কুরবানী করবে। কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত বাচ্চার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ মালিক পান করতে পারবে বা তার বিক্রয়লব্ধ পয়সা নিজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে দুধ বা দুধ বিক্রির পয়সা ছাদাক্বা করে দেওয়া ভাল। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট না করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা না দিলে, সেটাকে যবহ করাও যেতে পারে, রেখে দেওয়াও যেতে পারে। (গ) যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তবে তার পরিবর্তে অন্য কুরবানী যরূরী নয়। যদি ঐ পশু ঈদুল আযহার দিন বা পরে পাওয়া যায়, তবে তা তখনই আল্লাহ্র রাহে যবহ করে দিতে হবে। (ঘ) যদি কুরবানীর পূর্বে কুরবানী দাতা মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অবস্থা এমন হয় যে, ঐ পশু বিক্রয়লব্ধ পয়সা ভিন্ন তার ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায় নেই, তখন কেবল ঋণ পরিশোধের স্বার্থেই কুরবানীর পশু বিক্রয় করা যাবে।[২৭]

---

১৫. মির'আত ২/৩৫০ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৪ পৃঃ।
১৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪০৪ হিঃ), ২৬/৩০৮ পৃঃ।
১৭. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরুত ছাপাঃ তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃঃ।
১৮. বায়হাক্বী ৯/২৮৭; আবু ইয়া'লা, মির'আত ৫/৯২; সনদ হাসান, ইরওয়া ৪/৩৫১।
১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৭২; মুসলিম, নায়ল ৬/২৪৮-২৪৯ পৃঃ।
২০. হজ্জ ৩৬; সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃঃ।
২১. তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৯ পৃঃ; মির'আত ৫/৯৪ পৃঃ।
২২. আহমাদ, মির'আত ৫/১২১; আল-মুগনী ১১/১১১ পৃঃ।
২৩. আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃঃ।
২৪. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী, মিশকাত, হা/১৪৪০ সনদ ছহীহ।
২৫. বায়হাক্বী, মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ; ঐ, ৫/৪৫ পৃঃ।
২৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃঃ।
২৭. মির'আত, ২/৩৬৮-৬৯; ঐ, ৫/১১৭-১২০; কিতাবুল উম্ম ২/২২৫-২৬।

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলত :

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ. 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১]

২. হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, .. و صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ. 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ– 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'আঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَ خَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।*
৩. *বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।*
৪. *বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।*
৭. *মুসলিম হা/১১৩৪।*
৮. *বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মারফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।*

মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯] মোট কথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহঃ

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে আগমন করে। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শির্ক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষ্যে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভূয়া কবর যেয়ারত করাও তেমনি মূর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَدَ الصَّنَمَ، 'যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভূয়া কবর যেয়ারত করল, সে যেন মূর্তি পূজা করল'।[১০]

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[১১]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ– 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১৩]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে শিরক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

৯. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।*

১০. *বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী; গৃহীতঃ আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাম্বীহিয যা-ল্লীন' বরাতেঃ ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান' (লাহোরঃ ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ১৫।*

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।*

১২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*

১৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।*

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

গীবত থেকে বেঁচে থাকা : মুবারকপুরী (রহঃ) সর্বদা গীবত থেকে বেঁচে থাকতেন। তাঁর যবান কখনও কোন ব্যক্তির গীবতের দ্বারা কলুষিত হয়নি। তাঁর যবান দ্বারা উপস্থিত বা অনুপস্থিত কোন ব্যক্তি যেন কোনভাবেই কষ্ট না পায় সেদিকে তিনি পূর্ণমাত্রায় খেয়াল রাখতেন।[১]

হিন্দুকে সহযোগিতা : সীমিত আয় সত্ত্বেও তাঁর দানের হাত কুণ্ঠিত নয় বরং প্রশস্ত ছিল। কোন অমুসলিম ব্যক্তিও তাঁর নিকটে আসলে তাকে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সহযোগিতা করতেন। মুবারকপুরীর জামাই মুহাম্মাদ ফারূক আযমী বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি মুবারকপুরী (রহঃ)-এর নিকট আছর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময় অবস্থান করছিলেন। কঠিন গরমের সময়। বিদ্যুৎ ছিল না। মুবারকপুরী (রহঃ) বাড়ির আঙ্গিনায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করছিলেন। ইত্যবসরে এক বিপদগ্রস্ত হিন্দু বলল, 'মাওলানা ছাহেব বাড়িতে আছেন'? তিনি 'এসো' বলে তার প্রশ্নের জবাব দিলেন। সে বাড়িতে প্রবেশ করে আদবের সাথে এক জায়গায় বসে বিভিন্ন কথা বলতে লাগল। ঐ সময় তিনি উঠে গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে এসে চুপিসারে তার হাতে গুঁজে দিলেন। লোকটি চলে যাবার পর তার পরিচয় জানতে চাইলে শুধু বললেন, একজন বিপদগ্রস্ত হিন্দু। এর বেশী কিছু বলতে চাইলেন না।[২]

ইলমে হাদীছে অবদান :

দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় দীর্ঘ বিশ বছর মুবারকপুরী (রহঃ) বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করলেও হাদীছ ছিল তাঁর প্রিয় সাবজেক্ট। এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবূদাঊদ, মুওয়াত্ত্বা মালেক, বুলূগুল মারাম প্রভৃতি হাদীছগ্রন্থ দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে পাঠ দান করে ইলমে হাদীছের খিদমত আঞ্জাম দেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি জন্মভূমি মুবারকপুরে চলে এসে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ সময় হাফেয মুহাম্মাদ যাকারিয়া লায়েলপুরী (মৃঃ ১৯৪৯ খৃঃ) তাঁকে মিশকাতের ব্যাখ্যা রচনার প্রস্তাব দিলে তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেন। 'মির'আতে'র ভূমিকায় এদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, إن بعض الإخوان سألنى أن أعلق له شرحا لطيفا على مشكوة المصابيح للشيخ ولى الدين أبى عبد الله محمد بن عبـــد الله الخطيب العمرى التبريزى، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعـــة .ـــه 'শায়খ অলীউদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাতীব আল-উমরী আত-তাবরীযীর মিশকাতুল মাছাবীহ-এর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা লেখার জন্য জনৈক ভাই আমাকে অনুরোধ করলে (মুসলিম উম্মাহ্র) কল্যাণচিন্তায় আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই।[৩]

উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পর 'মির'আত' রচনা তাঁর জ্ঞানগবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নিশিদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় كتاب المناسك এর শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা সমাপ্ত করে যেতে সক্ষম হন। এ কাজে মাওলানা মুহাম্মাদ বাকের এর নির্দেশ এবং মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর (১৯০৯-১৯৮৭) অনুপ্রেরণা তাঁকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছে। এটি ৯ খণ্ডে জামে'আ সালাফিয়া বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এর ১ম খণ্ডটি সর্বপ্রথম মাওলানা ভূজিয়ানীর 'আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়া' (লাহোর, পাকিস্তান) থেকে প্রকাশিত হয়।[৪]

ইতিপূর্বে অনেকেই মিশকাতের ভাষ্য লিখলেও 'ফিকহুল হাদীছ' বা হাদীছ ভিত্তিক বিস্তৃত ব্যাখ্যা এটিই প্রথম। অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে গ্রন্থটি আলেম সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হ'ল-

১. ব্যাখ্যাকার মুবারকপুরী (রহঃ) প্রত্যেক হাদীছের পৃথক পৃথক নম্বর দিয়েছেন যাতে মিশকাতের সঠিক হাদীছ সংখ্যা সম্পর্কে পাঠক অবগত হতে পারে। পাশাপাশি বন্ধনীর মাঝে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের হাদীছের পৃথক নম্বর দিয়েছেন, যাতে তা মূল হাদীছ নম্বরের সাথে মিলে না যায় এবং প্রত্যেক অনুচ্ছেদে সংকলিত হাদীছ সংখ্যা সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়।

২. তিনি প্রত্যেক খণ্ডের চারটি করে সূচী তৈরী করেছেন। (ক) প্রথমটি মিশকাতের মূল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদ সম্পর্কিত। (খ) দ্বিতীয়টিতে হাদীছ ও তার ভাষ্যের সূচী (অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, হাদীছ নম্বর, ভাষ্যের শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বর সহ)। (গ) তৃতীয়টিতে যেসব ছাহাবী, তাবেঈন এবং মুহাদ্দিছীনে কেরামের বর্ণনা ও উল্লেখ মিশকাতে রয়েছে তাদের নাম। (ঘ) চতুর্থটিতে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে মিশকাতে আলোচিত স্থান সমূহের নাম রয়েছে।

৩. ছাহাবী, তাবেঈন ও অন্যদের জীবনী ও স্থান পরিচিতি প্রয়োজন অনুযায়ী সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐ সকল মনীষীর ও স্থানের নাম মিশকাতের প্রথম যে জায়গায় এসেছে, সেখানে তাদের জীবনী ও স্থান পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী হাদীছের বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৬।*
২. *ঐ, পৃঃ ৩৫।*
৩. *মির'আত ১/১।*
৪. *মির'আত ১/৭, ১০, ৯/৩৮৬; তারজুমানুল হাদীছ, ফয়ছালাবাদ, পাকিস্তান, খণ্ড ৩১, সংখ্যা ১২, ডিসেম্বর '৯৮, পৃঃ ৪৩।*

www.at-tahreek.com

৫. হাদীছের বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনীতে আহলেহাদীছদের উপর মুকাল্লিদদের আরোপিত ভ্রান্ত অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে।

৬. মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোতে ফকীহগণের মতামত তাদের দলীল সহ উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে দলীলের আলোকে যে মতটি ব্যাখ্যাকারের নিকট অধিক গ্রহণীয় তা উল্লেখ করতঃ অন্যদের পেশকৃত দলীলগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে।

৭. বিস্তারিত আলোচনা করলে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক হ'তে পারে ভেবে কতিপয় মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা আলোচনা করার সময় হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ, ভাষ্য ও ফিকহের গ্রন্থাবলীর নাম পৃষ্ঠা সহ উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীদের জন্য সহজ হয়।

৮. মিশকাতের সংকলক প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ছহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম) বা এর যে কোন একটির যে সকল হাদীছ উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আর কোন্ কোন্ মুহাদ্দিছ কোথায় সংকলন করেছেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মিশকাতের 'ঈমান' অধ্যায়ের প্রথম হাদীছটির (মুসলিম) ব্যাখ্যা শেষে ভাষ্যকার বলেন, وحديث عمر هذا أخرجه أيضا أحمد وأبو داود فى السنة والترمذى والنسائى فى الإيمان وابن ماجه فى السنة وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان وغيرهم، وفى الباب عن غير واحد من الصحابة. 'ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীছটি অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ সুন্নাহ অধ্যায়ে, তিরমিযী ও নাসাঈ ঈমান অধ্যায়ে, ইবনু মাজাহ সুন্নাহ অধ্যায়ে, ইবনু খুযায়মা, আবূ আওয়ানা, ইবনু হিব্বান প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে একাধিক ছাহাবীর বর্ণনা রয়েছে'।[৫]

৯. দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে সংকলক কর্তৃক বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্য যে সকল হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলোরও তাখরীজ করেছেন তথা আর কে কে সে হাদীছগুলো সংকলন করেছেন তা উল্লেখ করেছেন।

১০. মিশকাত প্রণেতা যে সকল হাদীছের সূত্র উল্লেখ না করে ফাঁকা রেখে দিয়েছিলেন, ব্যাখ্যাকার সেগুলোর সূত্র উল্লেখ করেছেন।

১১. ছহীহায়ন ব্যতীত মিশকাতে সংকলিত অন্য হাদীছগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি (الصحة والضعف) নির্ণয় করেছেন। এক্ষেত্রে এ বিষয়ে বরেণ্য হাদীছ সমালোচকদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন।

১২. ছহীহায়ন বা এর যেকোন একটির বর্ণিত হাদীছ যদি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এবং অন্য হাদীছগুলো প্রথম অনুচ্ছেদে মিশকাত প্রণেতা সংকলন করে থাকেন, তাহ'লে ব্যাখ্যাকার সেই ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন।

১৩. ছাহেবে মিশকাত কোন হাদীছ সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করে থাকলে ব্যাখ্যাকার পূর্ণাঙ্গ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

১৪. বুখারী-মুসলিম ছাড়া যে সকল হাদীছ মিশকাতে সংকলন করা হয়েছে সেগুলোর সমর্থনে অন্যান্য হাদীছ ও আছার উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর মান নির্ণয় করেছেন।

১৫. শাব্দিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি কোন শব্দের একাধিক পঠনরীতি থাকলে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا. 'ঈমান ঐভাবে মদীনায় ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে'।[৬]

উক্ত হাদীছে উল্লেখিত لَيَأْرِزُ শব্দের পঠনরীতি উল্লেখ করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকার বলেন, بكسر الراء عند الأكثر، ويروى بالفتح، وحكى بالضم، أى يأوى وينضم، وينقبض ويلتجئ. 'অধিকাংশের মতে 'রা' বর্ণে যের দিয়ে। যবর দিয়েও বর্ণিত আছে। পেশ দ্বারাও কথিত আছে। অর্থাৎ আশ্রয় নিবে, মিলিত হবে এবং গুটিয়ে আসবে'।[৭]

১৬. নাহবী বা ব্যাকরণগত আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। যেমন- كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ سَمِعَ. 'কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়'।[৮] এ হাদীছের ব্যাকরণগত দিক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, قوله (كفى بالمرء) هو مفعول (كفى) و(الباء) زائدة، و(كذبا) تمييز، و(أن يحدث) فاعل (كفى). 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী : كفى بالمرء এর المرء শব্দটি كفى ক্রিয়ার مفعول বা কর্ম। بالمرء এর (ب) অব্যয়টি অতিরিক্ত। كذبا শব্দটি تمييز হয়েছে। أن يحدث – كفى ক্রিয়ার فاعل বা কর্তা'।[৯]

১৭. হাদীছে উল্লেখিত আল্লাহ্র গুণবাচক শব্দের ব্যাখ্যায় সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَدُ اللهِ مَلْأَى... 'আল্লাহ্র হাত পরিপূর্ণ...'।[১০] এ হাদীছে উল্লেখিত يد শব্দের ব্যাখ্যায় মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, الواجب فى هذا اللفظ وفى أمثاله الإيمان بما جاء فى الحديث و التسليم و ترك التصرف فيه للعقل، وهو مذهب السلف. অনুরূপ শব্দের ক্ষেত্রে হাদীছে যেভাবে এসেছে সেভাবে

৫. *মির'আত ১/৪৩।*

৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

৭. *মির'আত ১/২৫৬।*

৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬।*

৯. *মির'আত, ১/২৫৩।*

১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৯২।*

বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া এবং মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। এটিই সালাফে ছালেহীনের মাযহাব'।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ قُلُوْبَ بَنِىْ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ. 'বনু আদমের অন্তর সমূহ আল্লাহ্র আঙ্গুল সমূহের দুই আঙ্গুলের মধ্যে একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি উহাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঘুরিয়ে থাকেন'।[১২] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেন, هذا من أحاديث الصفات التى نؤمن بها ونعتقد أنها حق من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى، فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب، فالمهتدى من سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، قال تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ. 'এটি আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীছ, যার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, কোন প্রকার ব্যাখ্যার অবকাশ বা অর্থোদ্ধার ছাড়াই এটি সত্য। এর প্রতি ঈমান আনা ফরয এবং এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়া ওয়াজিব। যে এ ব্যাপারে মেনে নেয়ার পথ অবলম্বন করবে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত, আলোচনায় নিমগ্ন ব্যক্তি বক্র হৃদয়ের অধিকারী, অস্বীকারকারী নির্গুণবাদী এবং আকৃতি সাব্যস্তকারী সাদৃশ্যবাদী। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তার মতো কিছুই নেই' *(শূরা ৪২/১১)*।[১৩]

১৮. পরস্পর বিরোধী হাদীছগুলোর সুষ্ঠু সমাধান পেশ করা হয়েছে।

১৯. হাদীছের শব্দাবলী সংকলনের ক্ষেত্রে সংকলকের পক্ষ থেকে কোন ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হ'লে সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ ব্যাখ্যাকার তা ঠিক করে দিয়েছেন।

এ ভাষ্যটি সম্পর্কে জামে'আ সালাফিয়া বেনারসের সাবেক রেক্টর ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী বলেন, والحق أن هذا الشرح رفع مكانة علماء الهند بين علماء الحديث فى العالم وفتح أمامهم طريقا نافعا ومنهجا متميزا لدراسة الحديث النبوى الشريف وللاستنباط منه. 'বস্তুত এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি বিশ্বের মুহাদ্দিছদের মাঝে ভারতীয় আলেমদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে এবং তাদের সামনে হাদীছে নববী অধ্যয়ন-পর্যালোচনা ও তা থেকে মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ পথ ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্ধতির দ্বার উন্মোচন করেছে'।[১৪]

মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী বলেন, 'এই গ্রন্থটি আরব বিশ্বে এক অনারব ভারতীয় মুহাদ্দিছের ইলমী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্বের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলমে হাদীছ নিয়ে গবেষণাকারীদের জন্য বর্তমানে এটি অধ্যয়ন যরূরী গণ্য হয়ে গেছে'।[১৫]

আবুল হাসান নাদভী হানাফী বলেন, ولعلماء الهند فى هذا العصر مؤلفات جليلة فى فنون الحديث وشروح لأمهات كتبه تلقاها العلماء بالقبول، منها عون المعبود فى شرح سنن أبى داود .... و تحفة الأحوذى فى شرح سنن الترمذى للعلامة عبد الرحمن المباركفورى ... و مرعاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح لشيخ الحديث مولانا عبيد الله المباركفورى. 'এ যুগে ইলমে হাদীছের বিভিন্ন বিষয়ে এবং হাদীছের উৎস গ্রন্থগুলির ভাষ্য প্রণয়নে ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী রয়েছে, যেগুলোকে ওলামায়ে কেরাম সানন্দে গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে সুনানে আবূদাঊদের ভাষ্য 'আওনুল মা'বূদ', আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রচিত সুনানে তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' এবং শায়খুল হাদীছ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী রচিত 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' অন্যতম'।[১৬]

মাওলানা যিয়াউদ্দীন ইছলাহী হানাফী বলেন, 'এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে পূর্ববর্তী অধিকাংশ ভাষ্যের সারাংশ চলে এসেছে। যোগ্য ব্যাখ্যাকার হাদীছ সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে সেগুলোর মর্ম যথাযথভাবে সুস্পষ্ট করেছেন। এর ফাঁকে ফাঁকে মুহাদ্দিছগণের প্রতি অপবাদ আরোপকারী, হাদীছ অস্বীকারকারী এবং হাদীছ থেকে ভুল মাসআলা ইস্তিম্বাতকারীদের জবাব দিয়ে তাদের স্ববিরোধিতা ও ত্রুটি প্রকাশ করা হয়েছে।[১৭]

মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী বলেন, بعد شرحا عديم النظر غير مسبوق به بما يمتاز به من الأوصاف والخصائص. 'অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এটিকে অতুলনীয়-অভূতপূর্ব শরাহ হিসাবে গণ্য করা হয়'। তিনি আরো বলেন, وإن هذا الكتاب لايفى بحاجة المرقاة واللمعات فحسب بل يغنى عن كثير من الكتب فى باب تخريج الأحاديث وتنقيحها، إن شاء الله. 'ইনশাআল্লাহ এই গ্রন্থটি মিরকাত ও লুম'আত এর প্রয়োজনই কেবল পূরণ করবে তা নয়; বরং হাদীছের তাখরীজ ও শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ে অনেক বই থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবে'।[১৮]

---

১১. *মির'আত ১/১৭৯।*
১২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯।*
১৩. *মির'আত ১/১৭৪-৭৫।*
১৪. *ঐ, ১ম খণ্ড, ভূমিকা দ্র.।*
১৫. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৪০।*
১৬. *আবুল হাসান আলী নাদভী, আল-মুসলিমূনা ফিল হিন্দ (লক্ষ্ণৌ : নাদওয়াতুল ওলামা, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭ খৃঃ), পৃঃ ৪১।*
১৭. *তারজুমানুল হাদীছ, ডিসেম্বর '৯৮, পৃঃ ৪২।*
১৮. *মির'আত ১/৮।*

মুবারকপুরীর পুত্র মাওলানা আব্দুর রহমান বলেন, ولوقلنا : إن الأمور التى راعاها المؤلف فى هذا الشرح الجليل لا توجد مجتمعة فى شرح آخر من شروح المشكاة لم يكن فيه شيئ من المبالغة أصلا. 'যদি আমরা বলি, এই খ্যাতিমান ভাষ্যগ্রন্থে যে বিষয়গুলোর প্রতি লেখক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন, মিশকাতের অন্যান্য ভাষ্যে সেগুলো একত্রিতভাবে পরিদৃষ্ট হবে না, তাহ'লে অতিরঞ্জন করা হবে না'।[১৯]

ফৎওয়া লিখন :

দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় শিক্ষকতা করার সময় মুবারকপুরী (রহঃ)-এর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই তিনি ফৎওয়া লেখার খিদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন।[২০] কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ফৎওয়া প্রদানের কারণে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন তাঁর কাছে এসে বিভিন্ন বিষয়ে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করত। তিনি সেগুলির দলীলভিত্তিক উত্তর প্রদান করতেন। এ কারণে আহলেহাদীছ ছাড়াও অন্যান্য মাযহাবের লোকেরা তাঁর কাছ থেকে ফৎওয়া জেনে নিতেন ও তদনুযায়ী আমল করতেন। তাঁর অনেক ফৎওয়া 'মুহাদ্দিছ', 'মিছবাহ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তদীয় পুত্র মাওলানা আব্দুর রহমান তাঁর ফৎওয়াগুলো বৃহৎ দু'খণ্ডে সংকলন করেছেন। এগুলো মাত্র কয়েক বছরের ফৎওয়া। যদি তাঁর সব ফৎওয়া একত্রে সংকলন করা হয় তাহ'লে কয়েক খণ্ডের রূপ পরিগ্রহ করবে।[২১]

অন্যান্য রচনাবলী :

'মির'আত' ছাড়া তাঁর আরো দু'টি গ্রন্থের নাম জানা যায়। ১. আশ-শির'আতু ফী বায়ানে মাহাল্লে আযানে খুতবাতিল জুম'আ : এতে তিনি জুম'আর দিনে মসজিদের কোথায় আযান দিতে হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ২. মাসআলাতুত তামীন ওয়াল ব্যাংক। এ দু'টি গ্রন্থই উর্দূ ভাষায় রচিত।[২২]

মৃত্যু :

আহলেহাদীছ জামা'আতের দৃপ্ত নকীব, আল্লাহভীরু এই প্রতিভার জীবনপ্রদীপ ২২/৭/১৪১৪ হিজরী বুধবার মোতাবেক ৫/১/১৯৯৪ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে ভোর ৬-টার সময় নিভে যায়।[২৩]

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মুবারকপুরী :

১. ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী বলেন, كان علما من أعلام المحدثين، يمتاز بذاكرة قوية وذهن ثاقب وبصيرة نافذة وقوة نادرة للاستنباط والتخريج وطريقة فريدة فى الجمع والتطبيق، عاش للعلم والتحقيق، وبذل فى سبيل خدمة السنة النبوية الشريفة كل ما آتاه الله من نعمة القوة والصحة، وضرب مثلا رائعا للتفانى فى سبيل الدين والعلم، ولإيثار اللذة العلمية على الراحة الجسمية. 'তিনি খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন। প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তি, জাগ্রত জ্ঞান, মাসআলা ইস্তিম্বাত ও তাখরীজের বিরল ক্ষমতা, সংকলন ও (পরস্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে) সমন্বয়ের অনন্য পদ্ধতি প্রভৃতি গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। ইলম ও তাহক্বীকের জন্য তিনি বেঁচে ছিলেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্যকে তিনি সুন্নাতে নববীর খিদমতে ব্যয় করেছিলেন। দ্বীন ও ইলমের জন্য আত্মনিবেদন করা এবং শারীরিক বিশ্রামের উপর জ্ঞান আহরণের মজাকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন'।[২৪]

২. মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, أحد كبار علماء الهند ومحدثيها، بل لا ثانى له فى إقليم الهند. 'মুবারকপুরী ভারতের একজন বড় মাপের আলেম ও মুহাদ্দিছ। বরং ভারতীয় উপমহাদেশে তার সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ নেই'।[২৫]

৩. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর সাথে সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'প্রথমেই তিনি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন ও সফলতার জন্য দো'আ করলেন। বাংলাদেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপরে ডক্টরেট করার নিবন্ধন দিয়েছে। অধিকন্তু আমি এজন্য সরকারী বৃত্তি নিয়ে গেছি, এটাই হ'ল তাঁর নিকটে বিস্ময়ের বস্তু। কারণ ভারতে এটা স্রেফ কল্পনার বিষয়। তাছাড়া মুবারকপুর শহরেই আহলেহাদীছ, দেউবন্দী, ব্রেলভী দ্বন্দ্ব চরমে। কারু সাথে কারু সালাম-কালাম পর্যন্ত নেই। অথচ বাংলাদেশ সে তুলনায় কত উদার! আমি তাঁর এই মনোভাবে খুশী হ'লাম। ঐ সময় বাংলাদেশে দলবদ্ধ মুনাজাত নিয়ে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাথে বিরোধীদের দ্বন্দ্ব চরমে ছিল। বিষয়টি অনেক পূর্বেই মীমাংসিত। কিন্তু 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাহস করে এটা প্রথম শুরু করে এবং শবেবরাত, মীলাদ, কুলখানি-চেহলাম, মহররম, সাহারীর আযানের বদলে লোক জাগানোর নামে ঢোল-বাদ্য সহ মিছিল ইত্যাদি বিদ'আতী রেওয়াজ সমূহের সাথে দলবদ্ধ মুনাজাতের বিদ'আতী প্রথার বিরুদ্ধেও তারা প্রচারণা চালায়। তাতে ঘরে-বাইরে তাদের ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হয়। বর্তমানে বিরোধীরা চুপসে গেছে এবং তাদের অনেকে সংশোধিত হয়েছেন। কেবল হঠকারী কিছু লোক মাঝে-মধ্যে শূন্যে চ্যালেঞ্জের গুলি ছুঁড়ে সান্ত্বনা তালাশ করে মাত্র। যাই হোক আমি তাঁকে এ

১৯. *ঐ, ১/১১।*
২০. *মির'আত ১/১০; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৪০।*
২১. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৯; মির'আত ১/১০; আল- বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৪, ৪২।*
২২. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৯; মির'আত ১/১০।*
২৩. *সীরাতুল বুখারী, পৃঃ ২৫; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৭-৩৮।*
২৪. *মির'আত, ভূমিকা দ্র.।*
২৫. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৮।*

বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে মুহাদ্দিছসুলভ ভঙ্গিতে সুন্দরভাবে তিনি ইলমী আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির অসারতা তুলে ধরেন। আমি মুনাজাতের পক্ষে যত যুক্তি পেশ করেছি, উনি হাদীছ দিয়ে তার জবাব দিয়েছেন। হাদীছের সামনে যুক্তি চলে না। অবশেষে আমি চুপ হয়েছি। বলা চলে যে, এটা ছিল রীতিমত একটা দরসে হাদীছের অনুষ্ঠান। হুঁশিয়ার ছাত্র যেমন শিক্ষককে প্রশ্নবানে মাতিয়ে রাখে, অনুষ্ঠানটি ছিল অনেকটা সেইরূপ। আমার প্রশ্ন ও যুক্তিতর্কে তিনি মোটেই বিরক্ত হননি। বরং খুশী হয়ে দো'আ করলেন এবং প্রশংসামূলক অনেক কথা বললেন। অবশেষে আমি বাংলাদেশে আমাদের সাংগঠনিক দাওয়াতের মাধ্যমে সংস্কার তৎপরতা তুলে ধরলে তিনি যারপর নেই আনন্দিত হ'লেন এবং বললেন, কেবল লেখনী ও উপদেশ দিয়েই সমাজ সংশোধন সম্ভব নয়। বরং প্রয়োজন জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা। এজন্যই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[২৬] আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে সে পথের দিশারী ছিলেন। তিনি বললেন, আজকাল আলেমদের অধিকাংশ কেবল মাসআলা-মাসায়েল-এর খুঁটিনাটি বিতর্ক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ঝুঁকি নেওয়ার ভয়ে তারা সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে সর্বদা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন'।

অতঃপর তিনি আমাকে বিশেষভাবে যে নছীহত করেন তা এই যে, বিরোধীদের জওয়াবে কেবল ছহীহ হাদীছ বলে চুপ থাকবেন। অতঃপর ওদের এড়িয়ে চলবেন। মিথ্যা একদিন সত্যের কাছে পরাজিত হবেই। বলা বাহুল্য, আমার মরহুম পিতার উপদেশও ছিল অনুরূপ। মিথ্যাবাদীরা দাঁতে দাঁত কামড়িয়ে যেভাবে ঢালাও মিথ্যাচার করেছে। অবশেষে আমাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করেছে। জেল-যুলুমে নাজেহাল করেছে। কিন্তু অবশেষে সত্য বিকশিত হয়েছে। মিথ্যার ধ্বজাধারীরা যত যুলুম করেছে, অজানা সত্যসেবীরা তত এগিয়ে এসেছে। এটাই সম্ভবতঃ আল্লাহ্র চিরন্তন বিধান। আল্লামা মুবারকপুরীর সে রাতের উপদেশ আমরা শিরোধার্য করে নিয়েছিলাম। আজও সেই নীতির উপর দৃঢ় আছি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন সেভাবে থাকতে পারি, আল্লাহ্র নিকট সেই তাওফীক প্রার্থনা করি।[২৭]

মুবারকপুরীর জামাই মুহাম্মাদ ফারূক আযমী বলেন, 'তিনি আহলেহাদীছ জামা'আতের মধ্যমণি ও সম্মানিত আলেম ছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা সবার জন্য প্রবাহমান প্রস্রবণ ছিল। ব্রেলভী, দেওবন্দী, শী'আ সবাই তার পাণ্ডিত্য, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং উত্তম চরিত্রের শুধু স্বীকৃতি প্রদানকারীই ছিল না; বরং ভক্তও ছিল। অনেক মাসআলায় তারা তাঁর কাছে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করত এবং তাঁর প্রদত্ত ফৎওয়া অনুযায়ী আমল করত'।[২৮]

৪. ড. আকবর রহমানী বলেন, 'ভারতের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, ফকীহ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী আজ দুনিয়াতে বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর ইলমী কর্মকাণ্ড সর্বদা তাঁর কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়'।[২৯]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা মুবারকপুরী (রহঃ) 'শেষনবীর সত্যিকারের ওয়ারেছ একজন কথা ও কর্মের আপাদমস্তক আহলেহাদীছ বিদ্বান' ছিলেন। তিনি ইলমে হাদীছের খিদমতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। হাদীছের মণি-মুক্তা আহরণ ও বিতরণ হয়ে উঠেছিল তাঁর জ্ঞানগবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। সুনাম-সুখ্যাতি ও অর্থ-বিত্ত নয়; বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لا أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أراد به وجه الله تعالى. 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইলমে হাদীছের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ইলম আছে বলে আমার জানা নেই'।[৩০]

'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' রচনা করে ইলমে হাদীছে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা অতুলনীয়। 'ফিকহুল হাদীছ' ভিত্তিক এ ভাষ্যটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় আলেম সমাজে সাদরে গৃহীত হয়। যতদিন হাদীছ চর্চা অব্যাহত থাকবে ততদিন তাঁর স্মৃতি আমাদের মাঝে চিরজাগরুক হয়ে থাকবে। আর-রামাহুরমুযী (রহঃ) বলেন, وكفى بالمحدث شرفا أن يكون إسمه مقرونا بإسم النبي، وذكره متصلا بذكره، وذكر أهل بيته وأصحابه. 'মুহাদ্দিছের এ মর্যাদাই যথেষ্ট যে, তার নামটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামের সাথে মিলিত থাকবে এবং তার স্মৃতি রাসূল (ছাঃ), আহলে বায়ত ও তাঁর ছাহাবীগণের স্মৃতির সাথে জাগরুক থাকবে'।[৩১] ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করুন[৩২] এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন!!

---

২৬. *তিরমিযী, ছহীহুল জামে' হা/৮০৬৫।*
২৭. *তথ্য : ঐ, তাং- ১২/০৮/২০১০ইং।*
২৮. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৪।*
২৯. *ঐ, পৃঃ ৩৮, ৪২।*
৩০. *নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, আল-হিত্তাহ বি-যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫), পৃঃ ৩৮।*
৩১. *মুহাম্মাদ মুহিববুদ্দীন আবূ যায়দ, খাছায়িছু আহলিল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহ (মিসর : দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২৬/২০০৫), পৃঃ ৪৭।*
৩২. *রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে। অতঃপর তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে, রক্ষা করেছে এবং অন্যের নিকটে পৌঁছিয়ে দিয়েছে'। দ্রঃ শাফেঈ, আর-রিসালাহ, পৃঃ ১০৬; মুসনাদে শাফেঈ, পৃঃ ৮২; আল-বায়হাক্বী, আল-মাদখাল; মিশকাত হা/২২৮, মির'আত ১/৩২৮, হাদীছ ছহীহ।*

সাময়িক প্রসঙ্গ

মৃদু ভূকম্পন বড় ভূমিকম্পের এলাহী হুঁশিয়ারি

আবু ছালেহ

প্রাচীনকাল থেকেই ভূমিকম্প নিয়ে মানব মনে নানা রকম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার আসন গেড়ে বসে আছে। অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস, পৃথিবীটা গরু বা মহিষের মত শিংওয়ালা বিশাল আকৃতির কোন প্রাণীর মাথার উপর অবস্থিত। যখন সেই জন্তুটি নড়াচড়া করে, তখন এই পৃথিবীটাও নড়ে উঠে এবং ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। তবে এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের আদৌ কোন শারঈ বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

ভূমিকম্পের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হ'ল, পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন স্তরের শিলাখণ্ডের স্থিতিস্থাপকীয় বিকৃতির ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। আর শারঈ বিশ্লেষণ হ'ল, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা গযব। এক্ষেত্রে বাহ্যতঃ বিজ্ঞান ও শরী'আতের মধ্যে ভিন্ন মত মনে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে দু'টির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে চলমান রীতির ব্যত্যয় ভাল বা মন্দ কিছু করতে চাইলে, তার জন্য নিজস্ব ক্ষমতাবলে প্রথমে উক্ত কর্মের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে নেন। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ কোথাও বৃষ্টি বর্ষণ করতে ইচ্ছা করলে আগেই সেখানে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় মেঘের সমাগম ঘটান তথা বৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেন। যখন বৃষ্টির একটা উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখনই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আবহাওয়া দপ্তর তার পূর্বাভাস দিতে পারে এবং দিয়েও থাকে। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির আগ পর্যন্ত সে সম্পর্কে পৃথিবীর কারো পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব হয় না। অনুরূপ কোথাও যখন আল্লাহ ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে চান, তখন সেখানকার ভূগর্ভস্থ মাটি বা শিলা স্তরে আল্লাহ নিজস্ব প্রক্রিয়ায় ভূমিকম্পের উপযোগী পরিবর্তন আনয়ন করেন। আর তখনি তা ভূতত্ত্ববিদদের নযর বা যন্ত্রে ধরা পড়ে। ফলে তাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা ঐ পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও শরী'আতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে তথ্যগত কোন বৈপরীত্য নেই।

পাপাচারী, নাফরমান, অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী বহু জাতিকে ধ্বংস করতে মহান আল্লাহ দুনিয়ায় নানা ধরনের গযব দিয়েছেন। কাউকে বন্যা-প্লাবনের মাধ্যমে, কাউকে ঘৃণ্য জন্তুতে যেমন বানর-শুকরে পরিণত করে, কোন জাতিকে ঝড়-তুফানের মাধ্যমে, কাউকে বিকট শব্দ বা গর্জনের মাধ্যমে, কাউকে সাগর বা নদীতে ডুবিয়ে, কাউকে পাথর নিক্ষেপ করে, কাউকে বজ্রপাত ইত্যাদির মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর এলাহী গযবের মূল কারণ হ'ল, আল্লাহ্র নাফরমানী বা সীমালঙ্ঘন। এ বিষয়ে নিম্নের হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আনছার ও মুহাজিরের দল! তোমাদেরকে পাঁচটি ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলে কষ্ট দেওয়া হবে। ...তার পঞ্চমটি হ'ল وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. 'যখন আলেম ও শাসকগণ আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী শাসন কাঠামো পরিচালনা করবে না; বরং আল্লাহ্র দেওয়া বিধানের উপর নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভোগ, দুরবস্থা, দরিদ্রতা ও দুর্যোগ চাপিয়ে দিবেন'।[১]

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা এরকম একটি ভয়ানক গযব হ'ল ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পৃথিবী সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত পাপাচারী, বিভ্রান্ত ও সীমালঙ্ঘনকারী বহু জাতিকে মহান আল্লাহ ভূমিকম্পের মত ভয়াবহ গযব দিয়ে ধ্বংস করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শো'আয়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি কর না। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হ'ল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল' *(আনকাবূত ৩৯/৩৬-৩৭)*। একই বর্ণনা এসেছে আ'রাফের ৯১নং আয়াতেও।

মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্র কিতাব তাওরাত দিলেন, তখন তারা তাতে সন্দেহ পোষণ করল। তারা বলল, আমরা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা আল্লাহ্র কিতাব? তখন আল্লাহ্র নির্দেশে মূসা (আঃ) আপন সম্প্রদায় থেকে বাছাই করা সত্তর জন লোক নিয়ে তূর পাহাড়ে গেলেন। আল্লাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী তারা সকলে আল্লাহ্র কথা শুনল। এর পরও তারা বলতে লাগল, কে জানে, এ শব্দ আল্লাহ্র না অন্য কারও। তাদের এহেন ছলচাতুরি, মূর্খতা ও হঠকারিতার জন্য আল্লাহ ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে মেরে ফেললেন। যদিও মূসা (আঃ)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে আবারো জীবিত করা হয়েছিল' *(আ'রাফ ৭/১৫৫)*।

অনুরূপ 'ছামূদ' জাতির প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন ছালেহ (আঃ)। যখন তিনি আপন সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল এবং বলল, যদি তুমি এই পাহাড় থেকে একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পার, তবে আমরা তোমাকে নবী হিসাবে মানব। আল্লাহ্র অসীম কুদরতে ছালেহ (আঃ)-এর মু'জেযা হিসাবে বিশাল এক প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের বর্ণিত গুণাবলী সম্পন্ন এক উষ্ট্রী আত্মপ্রকাশ করল। তখন ছালেহ (আঃ) বললেন, 'হে আমার জাতি! আল্লাহ্র এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব তাকে আল্লাহ্র যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। অন্যথা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। তবু তারা এর পা কেটে দিল। তখন ছালেহ (আঃ) বললেন, তোমরা নিজ গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। এ এমন ওয়াদা, যা মিথ্যা হবে না' *(হূদ ১১/৬৪-৬৫)*। 'অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল, হে ছালেহ! যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক, তবে যার ভয় আমাদেরকে দেখাতে তা নিয়ে এসো। অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে সকাল বেলা নিজ গৃহে তারা উপুড় হয়ে পড়ে রইল' *(আ'রাফ ৭/৭৭-৭৮)*। এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ছামূদ জাতিকে আল্লাহ ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করেন।

এছাড়াও ভূমিকম্পের মাধ্যমে আর যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের মধ্যে লূত (আঃ)-এর জাতি অন্যতম। তারা কাফের তো ছিলই। তাছাড়াও তারা এমন এক জঘন্য ও লজ্জাজনক অনাচারে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে তাদের উপর নেমে এসেছিল এক অবর্ণনীয় গযব। তারা পুরুষে-পুরুষে

১. *ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯, হাদীছ হাসান।*

যেনা তথা সমকামিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, যা তাদের আগে পৃথিবীতে আর কোন জাতি করেনি। একপর্যায়ে ঐ জাতিকে আল্লাহ তা'আলা মহা প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের মাধ্যমে ভূগর্ভে বিলীন করে দেন। বর্তমান যুগেও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যেসব ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হচ্ছে, তারও মূল কারণ সীমাহীন পাপাচার। মানুষের পাপের কারণে যে ভূমিকম্প সদৃশ গযব হয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছ।

আবু মালিক আশ'আরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার কিছু উম্মত মদ পান করবে এবং তার নাম রাখবে ভিন্ন। তাদের নেতাদেরকে গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র দিয়ে সম্মান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতেই ধসিয়ে দিবেন। আর তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করবেন'।[২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে ধারাবাহিকভাবে ১৬টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে চতুর্থ বিষয় হ'ল وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ 'ভূমিকম্প বেড়ে যাবে'।[৩]

ভূমিকম্প শুধু ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণই নয়, মহা প্রলয় তথা ক্বিয়ামতের দিন মহাবিশ্বের একমাত্র মহান অধিকর্তা পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস করে দিবেন এই ভূমিকম্পের মাধ্যমে। সেদিন পৃথিবী কঠিনভাবে প্রকম্পিত হবে। যার ফলে ভূগর্ভস্থ সবকিছু উপরে উঠে আসবে। এহেন চরম পরিস্থিতি দেখে মানুষেরা বলতে থাকবে এর কী হ'ল? সেদিন এই পৃথিবী প্রতিপালকের নির্দেশে তার সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করে দিবে। যে বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে সূরা যিলযালসহ অন্যান্য স্থানে।

মানব সভ্যতা সৃষ্টির পর খৃষ্টপূর্ব সাতশ' সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় এক হাযারটি প্রলংঙ্করী ভূমিকম্পের তথ্য পাওয়া যায়।[৪] ৩৪২ সালে তুরস্কের আন্টাকিয়ায় এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত হয় প্রায় ৪০০০ লোক। সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটে ১৫৫৬ সালে চীনের চাংচি অঞ্চলে সংঘটিত প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে। মৃতের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষের উপরে। তাছাড়া ১৯২০ সালে জাপানে সংঘটিত ভূমিকম্পে মারা যায় ২ লাখ মানুষ। তিন বছরের মাথায় ১৯২৩ সালে সেদেশে আরেক ভূমিকম্পে নিহত হন প্রায় দেড় লাখ মানুষ এবং ধ্বংস হয় প্রায় পাঁচ লাখেরও অধিক ঘরবাড়ি। ১৯৬৪ সালে ঐ জাপানের নিগটা অঞ্চলে আবারো ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এ কারণে এক সময় জাপানকে 'ভূমিকম্পের দেশ' বলা হ'ত।

ভারতবর্ষেও ভূমিকম্প নেহায়েত কম হয়নি। এখানেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। যেমন ১৮০৩ সালে কুমায়ুনে, ১৯০৫ সালে হিমাচল প্রদেশের কাংড়ায়, ১৯২৪ সালে কাশ্মীরের শ্রীনগরে, ১৯৩৪ সালে বিহারের মুঙ্গেরে ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। নিকট অতীতেও বিহারে (১৯৮৮), কাশীতে (১৯৯১), মহারাষ্ট্রে (১৯৯৩) ও জব্বলপুরে (১৯৯৭) ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। জব্বলপুরের ভূমিকম্পে প্রায় পঞ্চাশ হাযার লোকের মৃত্যু হয়।

আধুনিক বিশ্ব ভূমিকম্পের কারণ, উপৎত্তিস্থল, প্রকৃতি, মাত্রা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভিন্নমুখী গবেষণা শুরু করেছে। ভূ-তত্ত্ববিদ মি. এইচ. এফ. রিড ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যখন শিলাস্তরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর অধিক চাপ সৃষ্টি হয়, তখনই সে শিলাস্তর সঞ্চিত চাপমুক্ত করতে শিলাচ্যুতির মাধ্যমে ভূ-আন্দোলনের সৃষ্টি করে এবং তখনই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। ভূমিকম্প উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ভূমিকম্প মাপক যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের Epicentre (উপকেন্দ্র) নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে এবং এর দ্বারা সম্ভাব্য ভূমিকম্পের স্থল বা বলয় চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে।

২০০১ সালের আগষ্টে আমেরিকার 'সায়েন্স' ম্যাগাজিনে ভারত ও আমেরিকার কয়েকজন বিশিষ্ট ভূ-তত্ত্ববিদের যৌথ বরাতে ভূমিকম্পের উপরে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, বিগত দু'শ বছরের মধ্যে হিমালয়ের শিলাস্তরের প্লেটের দু'টো সীমার মধ্যে কোন বিচ্যুতি ঘটেনি। তাদের বিশ্লেষণে নিকট ভবিষ্যতে হিমালয়ের শিলাস্তরের বিচ্যুতি ঘটবে। তখন প্রায় পাঁচ কোটি জনবসতি অঞ্চল জুড়ে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হবে। রিপোর্টে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রফেসর বিনোদ গোড় বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন, This is not a prediction, it is an assessment based on logical assumptions and buttressed by arguments based on field data.

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশেও বেশ ঘন ঘন মৃদু ভূমিকম্প সংঘটিত হচ্ছে, যা খুব একটা ভাল লক্ষণ নয়। বরং দেশের জন্য চরম অশনি সংকেত। কারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বিচারে বাংলাদেশ মারাত্মক ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। যেকোন মুহূর্তে ৭ থেকে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হ'লে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি বড় শহরে ১ কোটিরও বেশি মানুষের প্রাণহানি এবং ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'তে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। অতিসম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কয়েকটি মৃদুভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। রিক্টার স্কেলে যার সর্বোচ্চ মাত্রা ৪.৮ বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জানান হয়েছে। যার ফলে দু'একটি ভবনে ফাটল ছাড়া কোথাও তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায়নি।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র পক্ষ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে। ঐ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, আগামী দু'এক বছরের মধ্যে এখানে ভয়াবহ ভূমিকম্প হ'তে পারে। বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত, রিক্টার স্কেলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হ'লেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়াসহ দেশের বড় বড় শহরের প্রায় সব ভবনই পুরোপুরি ধ্বসে পড়তে পারে। এ ভূমিকম্পে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হ'তে পারে তা কল্পনাতীত। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকা শহর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। সম্প্রতি বিশ্বখ্যাত 'দ্যা ইকোনোমিস্ট' পত্রিকা ঢাকাকে বসবাসের অনুপযোগী বিশ্বের দ্বিতীয় শহর হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশই বন্যা, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন, ভূমি ধ্বসসহ নানা প্রাকৃতিক ঝুঁকির মুখে অবস্থান করছে। অস্বাভাবিক হারে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির ফলে দেশে প্রতিবছর ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ঘটছে সিডর, আইলার মত মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তাছাড়া পাহাড় ধ্বসের ঘটনা তো আছেই। পাহাড় কেটে সমতল ভূমিতে রূপান্তর করার ফলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্বে ভূমিকম্পপ্রবণ যে তিনটি এলাকা রয়েছে তার মধ্যে 'মেডিটেরিনিয়েন ট্রান্স এশিয়াটিক আর্থকোয়েক বেল্ট' একটি। এটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করেছে। সেই হিসাবে প্রায় দেড় কোটি অধিবাসীর ঢাকা মহানগর

---

২. *বুখারী, ইবনু মাজাহ, হা/ ৪০২০।*
৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৫৪১০।*
৪. *আফতাব চৌধুরী, 'ভূমিকম্প পূর্বাভাস এবং করণীয়', দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ জুলাই, ২০১০, পৃঃ ৮।*

www.at-tahreek.com

ভূমিকম্প নামক টাইম বোমাতঙ্কে গণমৃত্যুর কিনারে দাঁড়িয়ে হাহুতাশ করছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর মধ্যরাতের ভূমিকম্পটি ঢাকার বিপন্নতাকে আবারো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল। ৪ দশমিক ৮ মাত্রার এ ভূমিকম্প ছিল বাংলাদেশের জন্য বড় ভূমিকম্পের প্রাকৃতিক পূর্বাভাস তথা এলাহী হুঁশিয়ারি। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভূমিকম্প ও সুনামি প্রস্তুতি বিষয়ক প্রকল্পের জাতীয় বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর মাকসুদ কামাল বলেন, 'দেশে ছোট ছোট যে ভূমিকম্পগুলো হচ্ছে, এগুলো বড় ভূমিকম্পের পূর্ব সংকেত'। শুধু বিজ্ঞানী বা ভূতত্ত্ববিদরা নয়, মহান আল্লাহ পনেরশ' বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমি তাদেরকে অবশ্যই গুরু শাস্তির পূর্বে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে' *(সাজদা ৩১/২১)*। সুতরাং বাংলার মুসলমান সাবধান!

রাজধানী ঢাকা যতটা না প্রাকৃতিক কারণে ঝুঁকিপূর্ণ, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ মানবসৃষ্ট কারণে। দুর্বল স্থাপনা, দুর্বল অবকাঠামো, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা; এক কথায় ভবন নির্মাণে সর্বমুখী দায়িত্বহীনতার জন্যই ঢাকা মহানগর এত বিপন্ন। আবাসন ব্যবসায়ীরা বিল-ঝিল, নদী-নালা, জলাশয় ভরাট করে এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা না মেনে অধিক মুনাফার আশায় কম খরচে ভবন নির্মাণ করে এই বিপন্নতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এবছর বিশ্বে বড় দু'টি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে গেল। একটি হাইতিতে, অন্যটি চিলিতে। জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে হাইতির রাজধানী পোর্ট অব প্রিন্সে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় তিন লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। সাথে সাথে পার্লামেন্ট ভবন, সরকারী ব্যাংক ভবন, হোটেলসহ সরকারী-বেসরকারী অন্যান্য অফিস ভবন নিমিষে ভূমিসাৎ হয়ে যায়। বেশ কিছুদিন পরে চিলিতে হাইতির চেয়েও বেশি মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। অথচ সেখানে প্রাণহানির সংখ্যা মাত্র এক হাযার। কারণ চিলিতে ইমারত নির্মাণে নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

বাস্তবতা এই যে, নিকট অতীতে বিশ্বে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় এই চিলিতে, ১৯৬০ সালে। এরপর থেকে মাত্র ৫০ বছরে চিলি খুবই আধুনিক ইমারত নির্মাণ বিধিমালা প্রণয়ন করেছে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে। যার ফলে এবছর হাইতির চেয়ে বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার পরও চিলিতে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম। অপরদিকে হাইতিতে কোন ইমারত নির্মাণ বিধিমালাই নেই এবং সেখানকার ভবনগুলো ভূমিকম্প প্রতিরোধক করেও নির্মাণ করা হয়নি। যে কারণে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এত বেশি হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অবস্থা হাইতির চেয়ে কোন অংশে উন্নত নয়। অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও ঝুঁকিপূর্ণ। ঢাকার বেশির ভাগ ভবনই ভূমিকম্প সহনীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত নয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এক জরিপে দেখা গেছে, ঢাকার ৫৩ শতাংশ ভবন দুর্বল অবকাঠামোর উপর স্থাপিত, ৪১ শতাংশের ভরকেন্দ্র নড়বড়ে, ৩৪ শতাংশের থাম ও কলাম দুর্বল। জাতিসংঘের একটি সংস্থা আইএসডিআর বলেছে, ঢাকার বৃহৎ কংক্রিট নির্মিত ভবনের ২৬ শতাংশের বেলাতেই প্রকৌশলগত বিধিমালা অনুসরণ করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) পক্ষ থেকে ঢাকার সাড়ে তিন লাখ ভবনের দুই লাখ ভবনকেই ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে। এমত পরিস্থিতিতে দেশে বড় মাত্রার কোন ভূমিকম্প হ'লে ঢাকা যে দ্বিতীয় হাইতিতে পরিণত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই।

দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য মূলতঃ আমরাই দায়ী। আমরা নিজ হাতে আমাদের বিপদ ডেকে এনেছি। ঢাকায় যেভাবে নিম্ন জলাভূমি ভরাট করে বিরাট বিরাট সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে, সেগুলোই তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ একই মাত্রার ভূমিকম্পে পুরান ঢাকার মাটিতে যে তীব্রতা অনুভূত হবে, ঐসব নরম মাটিতে তা অপেক্ষা বেশি অনুভূত হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। এ বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞ একমত যে, ভূমিকম্পে ঢাকার সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ ভরাট করা জমিতে নিম্ন মানের ভবন তৈরি। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক আরজুমান্দ হাবীব বলেন, ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঝুঁকির চেয়ে ঢাকার বড় বিপদের কারণ হবে মানুষের সৃষ্ট ঝুঁকি। যেখানে-সেখানে খাল-বিল, পুকুর-জলাশয় ভরাট করে যেসব বাড়িঘর তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো তো বড় কোন ভূমিকম্পে টিকবে না।

এমত পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী? আমরা যেহেতু মুসলমান, সেহেতু একথা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ছোট হোক বড় হোক, সকল ভূমিকম্পই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা গযব। সেকারণ আমাদের সার্বিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সর্বশক্তিমান রাজাধিরাজ আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করাই হবে ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মূল প্রতিকার। অতঃপর সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হ'ল ভূমিকম্পের বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। তার জন্য প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারীভাবে নানামুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। অতঃপর বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহের আদলে ভূমিকম্প সহনীয় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নের বাস্তবসম্মত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। একই সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও বিভাগে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বর্তমানে যেসব ঝুঁকিপূর্ণ ভবন আছে সেগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সেগুলো অপসারণ বা মেরামতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সাথে সাথে ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে। এতে অন্তত প্রাণহানির পরিমাণ কিছুটা হ'লেও কমবে। অপরদিকে ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এ সকল সেক্টর সক্রিয় ও শক্তিশালী করা একান্ত যরূরী।

ঢাকা মহানগরের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণে মনে পড়ে গ্রিক উপকথার অন্ধ জ্ঞানী তাইরেসিয়াসের অসহায় পরিস্থিতির কথা, যিনি বিপদের আভাস পান, কিন্তু প্রতিকারের ক্ষমতা তার নেই। জেনেশুনে লাখ লাখ মানুষকে ভয়াবহ মৃত্যুর মুখে ফেলে রাখার চেয়ে বড় দায়িত্বহীনতা আর কী হ'তে পারে? তাই জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারকে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেশের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে তা অপসারণ অথবা সংস্কার করা, ইমারত নির্মাণ বিধিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সংগ্রহ, দক্ষ জনবল সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কর্মসূচীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সর্বোপরি সমস্ত পাপাচার ও ঘৃণ্য কর্ম হ'তে বিরত থেকে মহান আল্লাহ্র হুকুম মত যিন্দেগী যাপন করতে হবে, তাহ'লে ইনশাল্লাহ আমরা ভূমিকম্পের মত মহা দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারি। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র হেফাযতকারী!!

কবিতা

হ'তে হবে মুমিন

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ওযূতে আমার ভেজেনি কনুই
টাখনুতে লাগেনি পানি
মুখমণ্ডল আমি ধুয়েছি ঠিকই
কিন্তু সম্পূর্ণ ভেজেনি॥
কি করে কবুল হবে ছালাত
টিকিবে ঈমানদারী,
অশুদ্ধ সূরা কালাম যদি
প্রতি রাক'আতে পড়ি?
মন যদি না হয় পাগলপরা
মুয়ায্যিনের ডাকে,
কেমন করে আমি পড়ব ছালাত
খুশি করব আল্লাহ তা'আলাকে।
মনটাকে যদি আল্লাহভীরু
নাহি করতে পারি,
কেমন করে আমি অধম
পুলছিরাত দিব পাড়ি?
পেতে নাজাত কর ইবাদত
ছাড় শিরক ও বিদ'আত,
আঁকড়ে ধর রাসূলের তরীকা
তবেই পাবে তাঁর শাফা'আত।
পেতে হ'লে জান্নাত, পড়তে হবে ছালাত
রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা ধরে,
তাঁর আদর্শে হ'তে হবে মুমিন
ইহকাল-পরকালের তরে॥

হে মুসলিম

-মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান
সারদা, রাজশাহী।

হে মুসলিম! উঠ জেগে সময় নেই ঘুমাবার,
তোমাদের গর্ব করতে খর্ব দুশমনরা সোচ্চার।
ঠাণ্ডা মাথায় করছে আঘাত হাতিয়ার জাতি ভাই,
বহুদূর বসি কাটিতেছে রশি, বুঝিবার উপায় নাই।
ভাইয়ে ভাইয়ে লাগিয়ে লড়াই, নাম দিয়েছে কত ভিন্ন,
দেখাইয়া লোভ মারিতেছে ক্ষোভ মেধা করেছে শূন্য।
তোমরাই ছিলে প্রভুর জাতি তারাতো ছিল কৃতদাস,
নিজেকে বিলে যেওনা ভুলে পূর্বের ইতিহাস।
সবকিছু বুঝে থাকিও না বসে আপন-আপন ঘরে,
তোমাদেরই সুবাসি ভুলিতেছে হাসি রুদ্ধ কারাগারে।
মান যদি হায় না থাকে ধরায়, তোমাদের কি দরকার বলো,
হে মুসলিম! থেকো না ঘুমিয়ে এবার নয়ন খোল।

স্বর্ণালী সকাল

-ছাবিলা ইয়াছমিন
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।

ঘুমের চেয়ে ছালাত ভাল
বলল মুয়াযযিন,
ভোরের আভা উঠলো ফুটে
শুরু হ'ল দিন।
পাখপাখালী মিষ্টি সুরে
গাইছে মধুর গান,
বলছে ডেকে রাত পোহাল
ওঠরে মুসলমান।
যাচ্ছে কেটে নিকষ কালো
গাঢ় অন্ধকার,
নদীর মাঝি ডাকছে যে ঐ
করতে খেয়া পার।
পূর্ব আকাশ রাঙা করে
সূর্যি মামা উঠছে,
কুঞ্জবনে কুসুম কলি
এইতো বুঝি ফুটছে।
শিশির কণা ঘাসের ডগায়
করছে যে ঝলমল,
দূর অজানায় পাড়ি দিল
শ্বেত বলাকার দল।

জবাব চাই

-যাকওয়ান হুসাইন
বগুড়া।

ওরা পায় না খেতে দু'মুঠো ভাত
অথচ ওরাই দেশের ভবিষ্যৎ,
একদিন ঠিক করবে ওরা
এ দেশের গতিপথ।
সেই সে চালক আজ কেন যে
ফুটপাতেতে রয়,
দেশের সেই ভবিষ্যতের
বিকাশ কেন না হয়।
নেইকো তাদের কাপড়-চোপড়
নেই কো বাসন-কোসন,
ফুটপাত তাদের মূল ঠিকানা
দুঃখই তাদের আপন।
কেউবা টোকাই কেউবা হকার
কেউবা রিক্সা চালায়,
কেউবা আবার বসে বসে
অনাহারে দিন কাটায়।
শিক্ষা বস্ত্র পায় না ওরা
নেইকো বাসস্থান,
পায় না কোথাও সঠিকভাবে
আদর ও সম্মান।
দেশের এমন ফুল কলিরা
করছে নানা কাম,
বাঁচার তরে এই শিশুদের
ঝরছে দেহের ঘাম।
এই শিশুদের যথাযথ
ঠাই কেন আজ নাই?
দেশের যারা মাথা মুণ্ডু
তাদের কাছেই জবাব চাই?

***

মিডিয়া আগ্রাসনের কবলে ইসলাম ও মুসলিম

*নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ**

মিডিয়া (Media) একটি ইংরেজী শব্দ। কোন কিছু প্রচারে যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় সেটাই মিডিয়া। মিডিয়ার প্রধানত দু'টি স্তর রয়েছে- (১) প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ পত্র-পত্রিকা বা সংবাদপত্র। (২) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ স্যাটেলাইট, মোবাইল, কম্পিউটার, টিভি, রেডিও ইত্যাদিত। কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার ক্ষেত্রে মিডিয়ার নিজস্ব কোন শক্তি নেই। মিডিয়ার ধারক-বাহক ও চালক যে কাজে তাকে চালাবে সে কাজেই মিডিয়া চলবে ও ব্যবহৃত হবে। এটা প্রত্যেক নির্জীব জিনিসের ক্ষেত্রে চিরাচরিত নিয়ম।

যোগাযোগ মাধ্যম প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু কর্মের সমষ্টি, যার মাধ্যমে মানুষ পরস্পর আবেগ-অনুভূতি, মতামত-প্রতিক্রিয়া, চিন্তাধারা-ভাবধারা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করে। এই আদান-প্রদান ও মত বিনিময় এমন সব উপকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেগুলোকে পৃথক পৃথক দু'টিভাগে বিভক্ত করা যায় :

(১) এমন সীমিত উপকরণ, যা সীমিত ব্যক্তিকে পরস্পর মিলিয়ে দেয়। সেসব উপকরণের মধ্যে টেলিফোন, ফ্যাক্স, মোবাইল ইত্যাদির সাথে সাথে সমাবেশ, সম্মেলন, কনফারেন্স, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ এগুলো পরস্পরকে মিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যম।

(২) এমন উপকরণ, যা অগণিত ব্যক্তি পর্যন্ত কথা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। এর মধ্যে পত্র-পত্রিকা, টিভি-ভিসিআর, সিনেমা-ফিল্ম, টিভি-র বিজ্ঞাপন, ইন্টারনেট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১]

আজ বিশ্ব মুসলিম উভয় প্রকার মিডিয়ার অপব্যবহারের বিভ্রান্তির ধূম্রজালে আবদ্ধ ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের শিকার। ইসলাম বিদ্বেষীরা বিশ্ব মুসলিমের আমল-আক্বীদা সমূলে ধ্বংস করার জন্য মিডিয়াকে প্রধান মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সুইজারল্যান্ডের বাজিল নগরীতে অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ ইহুদী সাংবাদিক ড. থিওডর হার্জেলের নেতৃত্বে বিশ্ব ইহুদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তারা গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ও সুপরিকল্পিত নীলনকশা প্রণয়ন করে। তারা সকলে একমত হয় যে, বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে প্রথমত দুনিয়ার সকল স্বর্ণভাণ্ডার আয়ত্ত করতে হবে এবং সূদী অর্থ ব্যবস্থার জাল বিস্তার করে পৃথিবীর সকল পুঁজি তাদের হস্তগত করতে হবে। এরপর তারা স্থির সিদ্ধান্ত নেয় যে, আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম যেন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে চলে আসে এবং মিডিয়ার সাহায্যে দুনিয়াবাসীর মগজধোলাই প্রক্রিয়া শুরু করে তারা তাদের কাংখিত লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। সংবাদমাধ্যম তথা সকল প্রচার মাধ্যমের অসাধারণ গুরুত্ব, প্রভাব ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ড. থিওডর বলে, 'আমরা ইহুদীরা পুরো বিশ্বকে শোষণের পূর্বশর্ত হিসাবে পৃথিবীর সকল পুঁজি হস্তগত করাকে প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি। তবে প্রচার মিডিয়া আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দ্বিতীয় প্রধান ভূমিকা পালন করবে। আমাদের শত্রুদের পক্ষ হ'তে এমন কোন শক্তিশালী সংবাদ প্রচার হ'তে দেব না, যার মাধ্যমে তাদের মতামত জনগণের কাছে পৌঁছতে পারে।'

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক প্রচার মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামী মৌলবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বময় এক ঝড় তোলা হয়েছে। এরা ইতিমধ্যেই দুনিয়ার মুসলমানদেরকে দু'টি ভাগে ভাগ করে ফেলেছে।

একটি Moderate Islamic group and Muslim activist নামে অভিহিত। বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংবাদ সংস্থা হ'ল রয়টার। পৃথিবীর এমন কোন সংবাদপত্র, রেডিও সেন্টার, টিভি সেন্টার ও স্যাটেলাইট নেই যারা রয়টার থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে না। বর্তমান বিশ্বের প্রধান দু'টি প্রচার মাধ্যম 'বিবিসি' এবং 'ভয়েস অব আমেরিকা'ও প্রায় নব্বই ভাগ সংবাদ রয়টার থেকে সংগ্রহ করে থাকে। বিশ্বখ্যাত এ সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস রয়টার ১৮১৬ সালে জার্মানির এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার এই রয়টার কার্যক্রম অতি সহজেই বিশ্বময় স্থান লাভ করেছিল। এখন তো রয়টার ছাড়া পৃথিবী যেন অচল। রয়টার হচ্ছে আকাশ সংবাদসংস্থার মহারাজাধিরাজ।

ইসলাম বিদ্বেষী তৎপরতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাঈল, ভারত ও মার্কিন ইহুদী লবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইহুদীরা স্বীয় প্রটোকল প্রস্তুত করার পূর্বেই ১৮৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সংবাদ এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই এজেন্সিকে আমেরিকার পাঁচটি বড় বড় দৈনিক মিলে 'এসোসিয়েটেড প্রেস' নামে প্রতিষ্ঠা করে। অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ শুরু করে এবং আমেরিকায় প্রকাশিত সকল পত্র-পত্রিকাসহ গোটা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমকে সংবাদ সরবরাহ

---

* গোবিন্দা, পাবনা।

১. ইয়াসির নাদীম, বিশ্বায়ন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি (ঢাকা : প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃঃ ১৯৬-১৯৭।

করতে থাকে। ১৯৮৪ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী উক্ত এজেন্সীর সাথে আমেরিকার তেরশ' দৈনিক, তিন হাযার সাত শত আটাশিটি রেডিও এবং ৮৮টি টিভি স্টেশন জড়িত আছে। আমেরিকার বাইরে এগার হাযার নয় শত সাতাশ (১১৯২৭)টি দৈনিক ও রেডিও, টিভি স্টেশন জড়িত আছে। স্যাটেলাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে দৈনন্দিন এক কোটি সতের লাখ শব্দ সম্বলিত লেখা মিডিয়াকে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইউনাইটেড প্রেস', ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস' যা ১৯৫৮ সালে একীভূত হয়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর মালিকানায় চলে আসে। এটি পরিচালিত হয় ইহুদী মালিকের অধীনে।[২]

ইহুদী প্রচার মাধ্যমগুলো বিশ্বময় ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে তারা আন্তর্জাতিক সূত্রগুলোকে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে মার্কিন-ইহুদী প্রভাবিত প্রচার মাধ্যমগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও মৌলবাদের অপবাদ রটিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়া যায়। যেমন-

(১) পশ্চিমা গণমাধ্যম চরমপন্থা, মৌলবাদ, ধর্মীয় অনুশাসন পালনকে শব্দের ব্যবহারগত চাণক্যে সমার্থবোধক করে ফেলেছে। নিউইয়র্ক ভিত্তিক Daily Times ৪ঠা অক্টোবর ২০০২ এক সংবাদে লিখেছে, "Muslims Soliders were shown performing prayers with gun." এ সংবাদের সাথে একটি ছবি ছাপা হয় এবং ছবির পরিচিতিতে লেখা হয়, "Guns and Prayer go together in the fundamentalist battle".[৩] আফগানিস্তানের মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্রে ছালাতের সময় ছালাত আদায় করছে এ সত্য কথাটি পশ্চিমা মিডিয়া কৌশলে এড়িয়ে গেছে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর হাতে অস্ত্র থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সংবাদ প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একটি যুদ্ধের চিত্র সংবাদকে সারাবিশ্বে ইসলামী মৌলবাদীদের (Islamic Fundamentalism) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে প্রচার করা হ'ল। এমনিভাবে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানরা প্রতিনিয়ত বিমাতাসুলভ আচরণের স্বীকার হচ্ছেন।

(২) পশ্চিমা সংবাদ ও গণমাধ্যমের আরেকটি ভ্রান্তি হ'ল মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবকাঠামো, অস্থিরতা ও ঘটনা প্রবাহকে ইসলামের সাথে একাকার করে ফেলা। ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। নব্বই-এর দশকে গালফ যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কেবল সাদ্দামের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তাঁর অমানবিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে নির্বিচারে হাযারো নর-নারী সর্বস্বান্ত হওয়ার যে অভিযোগ রয়েছে, তা কোন সুস্থ ও বিবেকবান মুসলমান সমর্থন করেনি। অথচ পশ্চিমা সংবাদ ও গণমাধ্যম সাদ্দামের এ কর্মকাণ্ডকে ইসলামের সাথে জড়িয়ে উল্লেখ করেছে 'ইসলাম কি করে এতো হত্যাকে উৎসাহিত করেছে?' সাদ্দামের পরিচালিত গণহত্যাকে তারা ইসলামের সাথে তুলনা করেছে। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক আইন-কানুনকে তোয়াক্কা না করে বুশ-ব্লেয়ার যখন ইরাক আক্রমণ করে তখন পশ্চিমা সংবাদ ও গণমাধ্যম এ আগ্রাসনকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টান আক্রমণ না বলে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নৈতিক (?) ও বৈধ (?) আক্রমণ বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। আর এ ঘটনাগুলো প্রকাশ্যই পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম সারা বিশ্বে প্রচার করেছে। হিটলার খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য আমরা মনে করি না তাঁর সকল কর্মকাণ্ড খৃষ্টধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। ঠিক এমনিভাবে আমরা মনে করি সাদ্দাম ও ইসলামকে পশ্চিমা সংবাদ ও গণমাধ্যম যেমন এক করে ফেলে তেমনি ইসলাম, আরব ও মধ্যপ্রাচ্যকেও বিশ্ববাসীর সামনে এক করে তুলে ধরছে। তাদের পরিবেশিত মিথ্যা ও স্থূল তথ্যের কারণে বিশ্ববাসী ইসলাম এবং মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে ভ্রান্তির বেড়াজালে হাবুডুবু খাচ্ছে। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের সকল মুসলিম দেশে সমগ্র মুসলমানের মাত্র ১৮% বাস করে।[৪] সুতরাং তাদের সকল কর্মকাণ্ডকে ইসলামের সাথে জড়িয়ে ফেলার কোন কারণ থাকার কথা নয়।

বাংলাদেশের মিডিয়া জগৎ ও চলচ্চিত্র হ'ল অশ্লীলতার একমাত্র হাতিয়ার। আমাদের দেশে পশ্চিমাদের মতো কিছু উচ্চ শিক্ষিত লোক আছে যারা ভাই-বোন, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র সহকারে একত্রে স্যাটেলাইট দেখে। কোন চলচ্চিত্রে একটি মেয়ে বস্ত্রহীন হয়ে নাচে অথবা কোন মেয়েকে ধর্ষণ করার দৃশ্য রয়েছে, এ রকম ছবি দেখাকে তারা 'ফ্রি মাইন্ড' মনে করে। অথচ যে দেশের মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় সন্তান বিক্রি করে, হালের বলদের অভাবে মানুষ কাঁধে জোয়াল টানে, সে দেশে চার্লস ডায়নার বিয়ের ছবি এবং পার্শ্ববর্তী

---

২. *ঐ, পৃঃ ১৯৭-১৯৮।*

৩. *ড. মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইন, পাশ্চাত্য সংবাদ ও গণমাধ্যমের ইসলাম বিরোধিতা : উত্তরণ প্রক্রিয়ার কতিপয় দিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃঃ ১১৩। গৃহীত : Martinez, Pricilia. http:/ chuma. cas. usf. edu/rfayiz/media. html. Muslim Culture, Religion Misrepresented by Media..*

৪. *ঐ, পৃঃ ১১৪-১১৫।* গৃহীত : Ba-Yunus, Ilyas. http://www.geocities.com/CollegePark/6453/myth.htm 1. *The Myth of Islamic Fundamentalism.*).

দেশের নায়ক-নায়িকার বিয়ের খবর এক সপ্তাহ ধরে ছাপা হয়। আরেকশ্রেণীর বিলাসপ্রিয় মানুষ ডিসএন্টিনার সাহায্যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আলো-ঝলমল পৃথিবীর সভ্যতা বিবর্জিত রঙ্গমঞ্চ প্রত্যক্ষ করে চলছে বিবেকহীনভাবে।

পশ্চিমের মানুষেরা নিজের বোধ-বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রচারযন্ত্রের নাচের পুতুলে পরিণত হয়েছে। প্রচারযন্ত্রের প্রচারণার নিরিখেই তারা জীবনের সবকিছু মাপতে চায়। তারা বুঝতে চায় কে কতখানি উন্নত বা অনুন্নত। প্রচারযন্ত্রই সাম্রাজ্যিক স্বার্থে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে রেখেছে, অপশ্চিমা বিশ্বের মানুষেরা নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে পারে না। সুতরাং এদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পশ্চিমের উন্নত মানুষদের সহায়তা যরূরী।

স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমের প্রযুক্তিশাসিত শক্তিশালী মিডিয়া পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের একান্ত অনুগত খেদমতগার হিসাবে ইসলামকেই এই মুহূর্তে তার বড় শত্রু হিসাবে নিশানা করেছে। কমিউনিজমের পতনের পর ইসলামকে এই নিশানা করার কারণ হচ্ছে- এটি একটি সুগঠিত আদর্শ। এটি কর্পোরেট পুঁজিকে সমর্থন করে না। সমর্থন করে না বাজার অর্থনীতি, বিশ্বায়নের নামে নতুন কালের অর্থনৈতিক শোষণের দাপাদাপি। পশ্চিমের অবাধ কনজুমারিজম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও স্বার্থপরতা ইসলামের কাম্য নয়। ইসলাম চায় না একজনের শোষণে আর একজনের অগ্রগতি; ইসলাম চায় আদল, ইহসান ও ইনছাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে শোষণ ও বঞ্চনা থাকবে না। সাম্রাজ্যবাদীদের পথের কাঁটা এই মতাদর্শকে Preemative war-এর বিজয়নিশান উড়িয়ে মার্কিন বিদ্বেষ খতম করার চেষ্টা করবে, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তথ্যপ্রযুক্তিকে তাদের স্বার্থে Catalytic converter-এর মতো ব্যবহার করে। এজন্য পুঁজিবাদী মিডিয়া ইসলামকে বর্বর, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী ধর্ম হিসাবে অনবরত প্রচার করে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে তাকে অবিরত নিন্দিত হ'তে হয়। উদ্দেশ্য, কোন কিছুকে নিন্দিত না বানাতে পারলে তাকে ধরাশায়ী করা যাবে কেমন করে! কেবল শক্তিশালী মিডিয়ার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামের সঙ্গে শত্রুতাকে আজ বৈধ করে নিচ্ছে।

আজকে বৃটেন, আমেরিকাসহ তাদের অন্যান্য দোসররা ইসলামী সন্ত্রাসবাদ ও মুসলিম চরমপন্থী নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং বিশ্বকে তা বিশ্বাসও করাতে চাচ্ছে। প্রচারণার এই ধরনটা চিরকাল একই রকম। হয় আমাদের সঙ্গে থাক, না হ'লে ভাগাড়ে গিয়ে মরো। পেন্টাগন, হোয়াইট হাউস এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের পসন্দসই হ'লে টিকবে, নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বাধীনতা সংগ্রামী, মতাদর্শিক যোদ্ধা এতে কিছু আসে যায় না। আমেরিকার জিঘাংসার বিরুদ্ধে, ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে, বিশ্বায়ন-বাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে যে-ই দাঁড়াবে, মোকাবিলা করার কথা বলবে, সে-ই রাতারাতি সভ্যতার শত্রু, জঙ্গী, বর্বর, সন্ত্রাসী বনে যাবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, মুসলিম রাষ্ট্র ও জনগণ আজও পাশ্চাত্যের পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার উপর ভয়ানকভাবে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের অবস্থানকে প্রতিনিয়ত দুর্বল করে দিচ্ছে। পুঁজিপতি মিডিয়াগুলোর অবিরত প্রচারণা মুসলিম জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে নৈরাজ্য উৎপাদন করে। এসবের ফলে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ধারণাগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। এগুলো ধীরে ধীরে ভিনদেশী ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে মিডিয়াকে ব্যবহার করা। মিডিয়ার প্রচারণাকে মিডিয়া দিয়েই প্রতিহত করতে হবে। এই কৌশল আজ মুসলমানদের আয়ত্ত করতে হবে। পাশ্চাত্যের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মবিষয়ক পণ্ডিত 'Muhammad : The biography of a Prophet'-এর নন্দিত রচয়িতা কারেন আর্মস্টং-এর একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই, যা মিডিয়া জগতে এ কালের মুসলমানদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে একটা ধারণা দিবে। তিনি বলেন, 'একুশ শতকে মুসলমানরা এ রকম একটা স্ট্র্যাটেজি ছাড়া পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার যুদ্ধকে মোকাবিলা করতে পারবে না। মুসলমানদের মিডিয়াকে ব্যবহার করা উচিত ইহুদীদের মতো। মুসলমানদের লবিং করতে জানতে হবে এবং তাদের একটি মুসলিম লবির সৃষ্টি করতে হবে। এটাকে আপনি সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ বলতে পারেন। এটা এমন একটা প্রচেষ্টা, এমন সংগ্রাম; যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি মিডিয়াকে পরিবর্তন করতে চান, তাহ'লে মানুষকে আপনার বুঝাতে হবে ইসলাম রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একটি শক্তি। কিভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে এবং মিডিয়াতে নিজেদের কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে তা মুসলমানদের জানতে হবে। মুসলিম উম্মাহকে এই নবতর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার বিকল্প কোন পথ নেই।

[চলবে]

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (টাকা)-এর সঠিক উত্তর

১। ১০ টাকার নোটে। ২। ৫ টাকার নোটে।
৩। ৪টি তারকা ও ৪জন মানুষ। মানুষগুলির পরিচয় হ'ল স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা ও ভাই-বোন।
৪। বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, জাতীয় স্মৃতি সৌধ ও যমুনা সেতু।
৫। ৫০০ টাকার নোটে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। আঁধার ২। কলাগাছ ৩। চিঠি ৪। কাস্তে ৫। মরিচ ও মাছ

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। কুরবানীর প্রচলন হয় কখন থেকে?
২। উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি আরোপিত কুরবানীর বিধি-বিধান মূলতঃ কোন নবীর সুন্নাত? তিনি স্বপ্নে কি দেখেছিলেন?
৩। কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য কি? কুরবানীর দিনের আমল সমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি?
৪। কুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার আগে তা কোথায় পৌঁছে যায়?
৫। আরাফার দিনের নফল ছিয়ামের ফযীলত কি?

সংগ্রহে : আব্দুর রশীদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঢাকা)

১। ঢাকায় সর্বপ্রথম কোন সালে রাজধানী স্থাপিত হয়?
২। ঢাকা এ যাবৎ কতবার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে?
৩। ঢাকা বিভাগে কতটি যেলা আছে?
৪। ঢাকা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৫। ঢাকার পূর্ব নাম কি?

সংগ্রহে : ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

আগষ্ট মাসে সোনামণির প্রশিক্ষণ সমূহ (অবশিষ্টাংশ) : এ মাসে সোনামণি কেন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন যেলাতে যে সকল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি হচ্ছে- **২১ আগষ্ট শনিবার :** কদমতলা, সাতক্ষীরা; **২২ আগষ্ট রবিবার :** জাফরনগর, ঝিকরগাছা, যশোর; হাবাশপুর, চারঘাট ও উত্তর মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী; **২৪ আগষ্ট মঙ্গলবার :** দড়িকোমরপুর ও নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া; **২৫ আগষ্ট বুধবার :** বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী। এসকল প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ ও গোলাম কিবরিয়া। এছাড়া কদমতলা, সাতক্ষীরায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মী রজব আলী এবং জাফর নগর, যশোরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন উপস্থিত ছিলেন। উলেখ্য যে, উত্তর মণিগ্রাম ও বানেশ্বর এবং দড়িকোমরপুর ও নন্দলালপুর সোনামণি শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে সোনামণির প্রশিক্ষণ সমূহ : এ মাসে সোনামণি কেন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন যেলাতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ সমূহ হচ্ছে- **১ সেপ্টেম্বর বুধবার :** সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী; সাবগ্রাম ও মেন্দিপুর বগুড়া; **৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** বিরস্তইল, পবা, রাজশাহী। এসব প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ, বযলুর রহমান এবং সোনামণি সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সহকারী শিক্ষক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। উলেখ্য যে, ৩ সেপ্টেম্বর সোনামণি বিরস্তইল শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

কুরবানী

শাকিল ইসলাম
হেফয বিভাগ,
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

কুরবানী কর মুমিন কুরবানী কর।
রক্ত সে তো চান না আল্লাহ চান না গোশত হাড়,
চান সে দিতে প্রশস্ত করে তোমাদের হৃদয় দ্বার।
নিজে খাবি অপরে বিলাবি দরিদ্র ও স্বজনে,
আত্মত্যাগে স্রষ্টাপ্রেম বৃদ্ধি পাবে মনে।
কবুল করতে পারতো না কি ইসমাঈলের প্রাণ?
শিশু রেখে পশু কবুল করলেন মেহেরবান।
স্বপ্নযোগে ইবরাহীম পেলেন এলাহী বাণী
প্রাণের অধিক প্রিয় বস্তু করিতে কুরবানী।
স্রষ্টার প্রেমে পুত্রপ্রেম করলেন বিসর্জন,
কুরবানী কররে মুমিন কুরবানী কর।

***

পণ

সাদ্দাম হোসেন
৫ম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আমি হ'লাম সোনামণি
ছোট্ট আমার মন
লেখা-পড়া শিখে হব
দেশের শ্রেষ্ঠ ধন।
আমি হ'লাম সোনামণি
ছোট্ট আমার আশা
আদর্শ জীবন গড়ব আমি
করব দেশের সেবা।
আমি হ'লাম সোনামণি
ছোট্ট আমার পণ
সোনামণির দশটি গুণ
মানব আজীবন।
আমি হ'লাম সোনামণি
করছি আমি পণ
অহি-র আলোকে জীবন গড়ার
করব আন্দোলন।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে সেনা পাঠাতে যুক্তরাষ্ট্র ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশকে অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনির হোটেল স্যুটে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তান বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত রিচার্ড সি হলব্রুক। হলব্রুক আফগানিস্তানে কমব্যাট সেনা পাঠানোর জন্য দীপু মনিকে অনুরোধ করেন। তিনি তাৎক্ষণিক কোন সুস্পষ্ট জবাব দেননি। তিনি এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলে জানিয়ে দেন। এদিকে আফগানিস্তানে সৈন্য না পাঠানোর জন্য তালেবান হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি মিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর যে অসামান্য সুনাম অর্জিত হয়েছে, আফগানিস্তানে সেনা পাঠালে তা বিনষ্ট হবে। বাংলাদেশ শান্তিপ্রিয় দেশ হিসাবে বহির্বিশ্বে যে মর্যাদা এখন লাভ করেছে, তা থেকেও ছিটকে পড়বে এবং একটি বিতর্কিত অবস্থানে উপনীত হবে।

হাইকোর্টের রায়

কাউকে ধর্মীয় পোষাক পরতে বাধ্য করা যাবে না

হাইকোর্ট ঘোষণা করেছে, পঞ্চম সংশোধনী মামলায় আপিল বিভাগের রায়ের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের চার মূলনীতি প্রতিস্থাপিত হওয়ায় ফিরে এসেছে '৭২-এর আদি সংবিধান। সংবিধানে চার মূলনীতি ফিরে আসায় বাংলাদেশ আজ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কাউকে কোন ধর্মীয় পোষাক পরতে বাধ্য করা যাবে না। বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দীন চৌধুরী ও বিচারপতি শেখ মুহাম্মাদ যাকির হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ গত ৪ অক্টোবর এ আদেশ দেন।

ক্ষুধার্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ৬৮তম

বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। আবার বৈশ্বিক ক্ষুধার সূচকে অসহায় শিশুদের অবস্থানই সবার উপরে। গত ১১ অক্টোবর প্রকাশিত 'ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে'র (আইএফপিআরআই) এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়। বিশ্বের ৮৪টি দেশের তিনটি নির্দেশকের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে আইএফপিআরআই। প্রতিবেদনে গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স বা ক্ষুধার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দেখানো হয়েছে ৬৮।

মিনারেল ওয়াটারের ৯৯ শতাংশই দূষিত

বাজারে জারে বিক্রি করা মিনারেল ওয়াটারের ৯৯ শতাংশই বিশুদ্ধ নয়, দূষিত। ওয়াসা ও নলকূপের সাধারণ পানি সংগ্রহ করে বিশুদ্ধ না করেই জারে ও বোতলে ভরে এসব পানি বিক্রি করা হচ্ছে। প্রতি জার পানি বিক্রি হয় ৩০ থেকে ৭০ টাকায় এবং টি স্টল ও হোটেলে প্রতি গ্লাস বিক্রি হয় ১ টাকায়। গত ৬ অক্টোবর মতিঝিলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বোতলজাত পানির ২৮টি কোম্পানীর সরবরাহকৃত পানি পরীক্ষা করলে এটি প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে ২৪টি কোম্পানীর পানিতে দূষণ এবং কাগজপত্রে অসঙ্গতি পাওয়ায় তাদের জরিমানা করা হয়।

মর্মান্তিক

বখাটে ভাইয়ের হাতে বোন খুন

কক্সবাজারের টেকনাফের হোয়াইক্যংয়ে অবস্থিত মিনাবাজার এলাকায় ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছে ছোট বোন। জানা গেছে, মিনাবাজার এলাকার মৃত ওছমান আহমাদের ছেলে কবীর হোসেন ভাই-বোনদের নিয়ে সংসার চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু ছোট ভাই ফরীদ আলম (২৫) বারবার বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় ও কিছুদিন পর আবার ফিরে আসে। ছোট ভাইয়ের এই বখাটেপনার কারণে তাকে ফরীদকে খাবার না দিতে ছোট বোন আয়েশাকে নির্দেশ দেন বড় ভাই কবীর। তারপরও ছোট বোন আয়েশা তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে দিত। আয়েশা ভাইকে ভাল পথে ফিরে আসার জন্য ৫ অক্টোবর গালমন্দ করে। এতে সে বোনের উপর ক্ষিপ্ত হয়। পরদিন (৬ অক্টোবর) ভোররাতে আয়েশা সাহারী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এই সুযোগে ফরীদ তাকে গলাকেটে হত্যার চেষ্টা করে। তার আর্তচিৎকারে লোকজন এগিয়ে এসে ফরীদকে আটক করে। পরে আয়েশাকে হাসপাতালে নেয়া হ'লে সে মারা যায়।

ইভটিজিংয়ের শিকার ৬২ ভাগ স্কুলছাত্রী

দেশের স্কুলের ৬২ ভাগ মেয়ে ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে। সম্প্রতি দেশের ৬৪টি যেলার ৫১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ওপর শিশু অধিকার সংগঠন 'চাইল্ড পার্লামেন্ট' পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ঐ প্রতিবেদন থেকে আরো জানা গেছে যে, ৮৬ ভাগ স্কুলের দেয়াল ও ছাদ ভাঙা। ৮১ ভাগ স্কুলে বৃষ্টির পানি জমে থাকে। আর ৮৯ ভাগ স্কুলেই বন্যার পানি প্রবেশ করে। জরিপে আরো দেখা যায়, ৬২ ভাগ মেয়ে শিক্ষার্থী স্কুলে ইভটিজিংয়ের শিকার হয় অথবা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এটি মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে ঝরেপড়া, বাল্যবিয়ে ও আত্মহত্যার অন্যতম একটি কারণ বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়।

প্রতি মাসে পাচার হচ্ছে ৪ শত নারী ও শিশু

প্রতিমাসে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত দিয়ে পাচার হচ্ছে ৪শ' নারী ও শিশু। চাকরির প্রলোভনসহ নানা প্রলোভনে পাচারকারীর ফাঁদে পড়ছে নারী ও শিশুরা। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে অবৈধ মাদক বাণিজ্যের পরিমাণ বছরে প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিবছর ১২ হাযার মানুষ নিহত হয়

দেশে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ১২ হাযার মানুষ নিহত হয়। এসব দুর্ঘটনার দুই-তৃতীয়াংশই সংঘটিত হয় দেশের বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে। দুর্ঘটনা সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (এআরআই)-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ দাবী করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮০ শতাংশের বয়স পাঁচ থেকে ৪৫ বছর। তাদের মৃত্যু পরিবার ও সমাজের ওপর প্রভাব পড়ে। নিহত ব্যক্তিদের ৫৩ শতাংশই পথচারী। যাদের ২১ শতাংশের বয়স ১৬ বছরের নীচে।

বিদেশ

বাবরী মসজিদের বিতর্কিত রায়; মসজিদের জমি তিন ভাগে বিভক্ত

এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্মৌ বেঞ্চ বাবরী মসজিদের বিরোধপূর্ণ ২ দশমিক ৭৭ একর ভূমির মালিকানা তিনভাগে বিভক্ত করে রায় দিয়েছে। আদালতের রায় অনুযায়ী ভূমির এক-তৃতীয়াংশের মালিক হিন্দু মহাসভা এবং অপর দুই ভাগের মালিকানা সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড ও নির্মোহী আখড়ার। এলাহাবাদ হাইকোর্টের তিন বিচারপতি এসইউ খান, সুধীর আগারওয়াল এবং ডিভি শর্মার সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ গত ৩০ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৩-টায় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এই রায় ঘোষণা করেন। বিচারক এসইউ খান তার রায়ে বলেন, অযোধ্যার বাবরী মসজিদ মুঘল সম্রাট বাবরের নির্দেশে মীর বাকী নির্মাণ করেছিলেন, তবে তা রামমন্দির ধ্বংস করে নয়। আদালত এই রায় বাস্তবায়নে আগামী তিন মাসের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

শোক সইতে না পেরে বাবরী মসজিদ মামলার প্রথম মুসলিম বাদীর মৃত্যু : এলাহবাদ হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ের শোক সইতে না পেরে এ মামলার প্রথম বাদী আসলাম ভুরে রায় ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গত ২ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ রক্ষায় দু'যুগ আগে তিনি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে প্রথম মামলা দায়ের করেছিলেন।

বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী বলবীর ও যোগীন্দর ইসলাম গ্রহণ করে মসজিদ নির্মাণ করছে :

বাবরী মসজিদ ধ্বংসযজ্ঞে প্রথম কোদাল চালনাকারী যুব শিবসেনার পানিপথ শাখার সহ-সভাপতি বলবীর সিং এবং মাইকে ঘোষণা দিয়ে বাবরী মসজিদের ইটের উপর শত শত শিবসেনাকে দিয়ে প্রস্রাব করাতে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী যোগীন্দর পাল ইসলাম গ্রহণ করে যথাক্রমে মুহাম্মাদ আমের ও মুহাম্মাদ ওমর নাম ধারণ করে মসজিদ ভাঙ্গার কাফফারা স্বরূপ প্রতিবছর ৬ ডিসেম্বর একটি করে বিরান মসজিদ আবাদ বা নির্মাণ করছে। ২০০৪ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত তারা ১৩টি বিরান ও অধিকৃত মসজিদ আবাদ করেছে।

মসজিদ ভাঙ্গার পর যোগীন্দর পাল মসজিদের কিছু ইট এনে সেগুলোর উপর প্রস্রাব করার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে লোকজন এসে সেই ইটগুলোর উপর প্রস্রাব করে। এ ঘটনার ৪/৫ দিন পর যোগীন্দর হঠাৎ পাগল হয়ে যায়। সে শরীরের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে উলঙ্গ অবস্থায় থাকতে শুরু করে। এমনকি ঐ অবস্থায় তার মাকেও জড়িয়ে ধরত। একদিন মা-এর সাথে এরূপ জঘন্য আচরণ করার পর থেকে তার বাবা তাকে শিকলে বেঁধে রাখেন। এরপর এক ব্যক্তির পরামর্শে দিল্লীর জনৈক আলেমের নিকট গিয়ে সব বৃত্তান্ত খুলে বলেন যোগীন্দরের বাবা চৌধুরী রঘুবীর সিং এবং তার সন্তানের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে বলেন। তিনি মসজিদে উপস্থিত সবাইকে তার জন্য দো'আ করতে বললেন এবং নিজেও দো'আ করলেন। মসজিদ থেকে বের হতেই আল্লাহ্র মেহেরবানীতে যোগীন্দর তার বাবার মাথা থেকে পাগড়ি টেনে নিয়ে তার উলঙ্গ শরীর ঢেকে দিল এবং সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে গেল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবার পিতা-পুত্র ঐ মাওলানার কাছে ইসলাম গ্রহণ করলেন। পিতার নাম রাখা হ'ল মুহাম্মাদ ওছমান এবং পুত্র মুহাম্মাদ ওমর। পরে তার মাও মুসলমান হয়ে যায়। এরপর তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বলবীর ১৯৯৩ সালের ২৫ জুন বাদ যোহর ইসলাম গ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ আমের। পরে তার স্ত্রী ও মা মুসলমান হন।

বাবরী মসজিদ কেন্দ্রিক ঘটনাবলী (১৫২৮-২০১০) :

১৫২৮ : অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ নির্মাণ।

১৮৫৩ : বাবরী মসজিদ নিয়ে অযোধ্যায় প্রথমবারের মতো হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সহিংসতা।

১৮৫৯ : ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা মসজিদ চত্বরে বেড়া দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের উপাসনার জন্য আলাদা এলাকা নির্ধারণ করে দেয়। বেড়ার ভেতরের দিক মুসলমানদের জন্য আর বাইরের দিক হিন্দুদের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

১৮৮৫ : এক হিন্দু পুরোহিত আদালতের কাছে মসজিদের পাশে মন্দির স্থাপনের আবেদন করেন। তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

১৯৪৯ : মসজিদের ভেতরে রামের মূর্তি স্থাপন করে হিন্দুরা উপাসনা শুরু করে। মুসলমানরা এর প্রতিবাদ করে। উভয় পক্ষ আদালতে মামলা করে। সরকার মসজিদ এলাকাকে 'বিতর্কিত' এলাকা ঘোষণা করে এর ফটক বন্ধ করে দেয়।

১৯৮৪ : 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' (ভিএইচপি) রামমন্দির স্থাপনের মধ্য দিয়ে রামের জন্মস্থান উদ্ধারের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করে। 'ভারতীয় জনতা পার্টি'র নেতা লালকৃষ্ণ আদভানী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

১৯৮৬ : যেলা জজ মসজিদের ফটক খুলে দিয়ে সেখানে হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দেন। মুসলমানরা এর প্রতিবাদে 'বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটি' গঠন করে।

১৯৯০ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমর্থকরা মসজিদের একাংশ ভেঙ্গে ফেলে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হন।

১৯৯২ : বিজেপির সমর্থনে শিবসেনা দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমর্থকরা ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে। তাদের উসকানিতে দেশটিতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এতে দুই হাযারের বেশী লোক মারা যায়, যাদের অধিকাংশই মুসলিম।

২০০১ : মসজিদ ধ্বংসের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অযোধ্যায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আবারও বাবরী মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণের ঘোষণা দেয়।

২০০২ : জানুয়ারীতে বাজপেয়ী তাঁর কার্যালয়ে বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত একটি দপ্তর খোলেন। হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শত্রুঘ্ন সিংকে দায়িত্ব দেন।

২০০২ : ১৫ মার্চ মন্দির নির্মাণ শুরু করা হবে বলে ঘোষণা দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। অযোধ্যায় সমাবেশ থেকে ফেরার পথে গুজরাটের গোধরায় একটি ট্রেনে হামলায় ৫৮ জন নিহত হয়। ট্রেনটিতে রামমন্দিরের সমর্থকরা ছিল। ছড়িয়ে পড়ে দাঙ্গা। এতে প্রায় দুই হাযার মানুষ নিহত হয়, যার বেশির ভাগই ছিল মুসলমান।

২০০২ : ভারতের হাইকোর্টের তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ মামলার শুনানি শুরু করেন।

২০০৩ : জানুয়ারীতে অযোধ্যায় রামমন্দিরের অস্তিত্ব ছিল কি না, এমন প্রশ্নে আদালতের হুকুম অনুযায়ী অযোধ্যায় প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়।

২০০৩ : আগষ্টে প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানান, মসজিদের নীচে তাঁরা মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। মুসলমানরা ঐ দাবী নাকচ করে দেয়। হিন্দুবাদী নেতা রামচন্দ্র দাস পরমহংসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাজপেয়ী ঘোষণা দেন, তিনি ঐ নেতার রামমন্দির নির্মাণের ইচ্ছা পূরণ করবেন।

২০০৩ : সেপ্টেম্বরে বাবরী মসজিদ ধ্বংসে উসকানি দেওয়ায় সাত হিন্দু নেতাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে আদেশ দেন আদালত। কিন্তু উপপ্রধানমন্ত্রী আদভানির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন করা হয়নি। অথচ ১৯৯২ সালে মসজিদ ভাঙ্গার সময় আদভানী অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

২০০৪ : অক্টোবরে আদভানী আবারও ঘোষণা দেন, অযোধ্যায় রামমন্দির হবেই।

২০০৪ : আদভানীকে মসজিদ ভাঙ্গার মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া সংক্রান্ত রায় নভেম্বরে পুনরায় পর্যালোচনার আদেশ দেন উত্তর প্রদেশের এক আদালত।

২০০৫ : জুলাইয়ে সন্দেহভাজন মুসলমান জঙ্গিরা বাবরী মসজিদ এলাকায় গাড়িবোমা হামলা চালায়। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন এ সময় ছয়জনকে গুলি করে হত্যা করে।

২০০৯ : ১৭ বছরের তদন্ত শেষে জুনে লিবারহ্যান কমিশন বাবরী মসজিদ ধ্বংস সংক্রান্ত ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। নভেম্বরে প্রতিবেদন পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে মসজিদ ধ্বংসের জন্য বাজপেয়ীসহ বিজেপির শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

২০১০ : ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ চূড়ান্ত রায় দেন।

২০১০ সালের নোবেল বিজয়ীরা

শান্তিতে ২০১০ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন চীনের কারাবন্দী মানবাধিকার কর্মী লিউ জিয়াবো; সাহিত্যে পেরুর মারিও ভারগাস লোসা; পদার্থে রাশিয়ার দুই বিজ্ঞানী আন্দ্রে গিম ও কনস্টানটিন নভোসেলভ; রসায়নে জাপানের হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আকিরা সুজুকি (৮০), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানার পার্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী গবেষক এইচি নেগিশি (৭৫) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী রিচার্ড এফ হেক (৭৯); চিকিৎসায় টেস্টটিউব বেবির জনক রবার্ট জি এডওয়ার্ডস; অর্থনীতিতে মার্কিন নাগরিক পিটার অ্যা, ডায়মন্ড ও ডেল টি, মরটেনসন এবং ব্রিটিশ-সাইপ্রিয়ট অর্থনীতিবিদ।

চিলির খনি থেকে ৩৩ শ্রমিক জীবিত উদ্ধার; ২২ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অভিযানের সফল সমাপ্তি

দীর্ঘ ৬৯ দিন পর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোর ৮০০ কিলোমিটার উত্তরে আতামাসা মরুভূমির কোম্পিয়াপো শহরের সালহোসে সোনা ও তামার খনি থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ৩৩ শ্রমিককে। টানা প্রায় ২২ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অভিযান সমাপ্ত হয় গত ১৪ অক্টোবর রাত ৯-টা ৫৫ মিনিটে শেষ শ্রমিক হিসাবে লুইস উরজুয়াকে উদ্ধারের মাধ্যমে। ১৩ অক্টোবর স্থানীয় সময় মধ্যরাতে খনি থেকে প্রথম ব্যক্তি হিসাবে বের করে আনা হয় ৩১ বছর বয়সী ফ্লোরেলসিও অ্যাভালোসকে। গত ৫ আগষ্ট উক্ত খনি ধসে ৩৩ জন শ্রমিক দুই হাযার ৪১ ফুট (৬২২ মিটার) নীচে আটকা পড়েন। দুর্ঘটনার সময় তারা খনির সুড়ঙ্গপথের ৭ কিলোমিটার ভেতরে কাজ করছিলেন। বিশাল পাথরখণ্ড ভেঙ্গে তাদের পথ বন্ধ হয়ে যায়। খনিশ্রমিকদের উদ্ধার কাজ শুরু হওয়ার ১৭ দিন পর আটকেপড়া শ্রমিকদের জীবিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় ড্রিল মেশিনে আটকে থাকা ছোট্ট একটি চিরকুট দেখার পর। তাদের উদ্ধারের জন্য একটি সুড়ঙ্গপথ খুড়ার কাজ শুরুর ৩৩ দিন পর শ্রমিকদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হল খননকারীরা। বিশেষভাবে নির্মিত 'ফিনিস্ক' নামের একটি ২১ বর্গইঞ্চির খাঁচা সদৃশ্য ক্যাপসুল লিফট নামিয়ে সে পথেই একে একে তুলে আনা হয় ৩৩ শ্রমিককে। দীর্ঘ দু'মাসেরও বেশী সময় অপর একটি সুড়ঙ্গপথে তাদের খাবার, ওষুধপত্র সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠানো হয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী এই উদ্ধার অভিযান ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বলা হচ্ছে, ১৯৬৯ সালের প্রথম চন্দ্রাভিযান শেষে অ্যাপোলো-১১ ফিরে আসার পর আর কোনো ঘটনা বিশ্ব মিডিয়াতে এমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। বিভিন্ন দেশের প্রায় দুই হাযার সাংবাদিক এই অভিযানের খবর সংগ্রহের জন্য চিলিতে জড়ো হয়েছিলেন। টিভি চ্যানেলগুলো সরাসরি এই উদ্ধার অভিযান সম্প্রচার করার ফলে বিশ্বের কোটি কোটি দর্শক অবাক বিস্ময়ে এই উদ্ধার অভিযান প্রত্যক্ষ করে। চিলির প্রেসিডেন্ট সেবাস্তিয়ান পিনেরা সস্ত্রীক এই অভিযান তদারকি করেন।

সীমান্তের ৫০ গজের মধ্যে বেড়া তৈরির অনুমতি পেল ভারত

ভারতের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হ'ল বাংলাদেশকে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করে সীমান্তের ৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের অনুমতি বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নিল ভারত। প্রথমে বিডিআর এ কাজে বাধা দিলেও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে কেবল তারা সরেই আসেনি, মাপজোক করে স্থাপনা তৈরির জন্য বিএসএফকে জায়গাও বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে। এর আগে বিএসএফ বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তে জোরপূর্বক কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করলেও এই প্রথম সীমান্তে বেআইনি স্থাপনা নির্মাণে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিডিআর আনুষ্ঠানিক সম্মতি দিল।

এছাড়া সীমান্তের ৪৬টি পয়েন্টে বাংলাদেশের ভূমিতে ঢুকে বেড়া নির্মাণ করার আবদার তুলেছে ভারত। এজন্য বাংলাদেশের ওয়ার্কিং টিম সরেজমিন বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে। কমিটি ৬টি শর্তসাপেক্ষে সীমান্তের ১২টি পয়েন্টে বাংলাদেশের জমিতে বেড়া নির্মাণ করতে দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শর্তগুলো হ'ল, তিন বিঘা করিডোর ইস্যু নিষ্পত্তি করা, ৩২টি ফেনসিডিল কারখানা সীমান্ত এলাকা থেকে সরিয়ে নেয়া, ছিটমহল সমস্যার স্থায়ী সমাধান, পঞ্চগড় ও বাংলাবান্ধায় পর্যটন সুবিধা দেয়া, দুই দেশের যৌথ সিদ্ধান্তে লক্ষ্মীপুরে নির্মিত ব্রিজের সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং অপদখলীয় ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ১৫০ গজের মধ্যে দুই দেশের কেউ কোন স্থাপনা তৈরী করতে পারে না।

মুসলিম জাহান

পশ্চিম তীরের মসজিদে আগুন দিয়েছে ইহুদী বসতিস্থাপনকারীরা

ইসরাঈল অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেথলেহেমের কাছে বায়ত ফাজজার গ্রামের একটি মসজিদে গত ৪ অক্টোবর আগুন দিয়েছে ইহুদী বসতিস্থাপনকারীরা। এতে ১৫টি কুরআন শরীফ ও মসজিদের কার্পেট পুড়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কেরোসিন ঢেলে মসজিদে আগুন লাগানো হয়। আগুনে মসজিদের মেঝের কার্পেট পুড়ে গেছে। অধিকৃত পশ্চিম তীরে এ নিয়ে চারবার মসজিদে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটল। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সাল থেকে ইসরাঈল পূর্ব জেরুযালেমসহ পশ্চিম তীর দখল করে আছে। এখানে একশ বসতিতে ৫ লাখ ইহুদীর বাস। পাশাপাশি ঐ এলাকায় সাড়ে ২০ লাখ ফিলিস্তীনী বাস করে।

আফগানিস্তানের ৬০ ভাগ মানুষ মানসিক সমস্যায় ভুগছে

কয়েক দশেক ধরে চলা যুদ্ধ, সামাজিক সমস্যা এবং দারিদ্র্যের কারণে আফগানিস্তানের ৬০ ভাগেরও বেশী মানুষ মানসিক সমস্যায় ভুগছে। মহিলা ও শিশুরাই এ ঝুঁকিতে রয়েছে বেশী।

কাশ্মীরী জনগণের ন্যায্য ক্ষোভ বুলেট দিয়ে মোকাবিলা সম্ভব নয়

-গুরুদাস দাশগুপ্ত

বুলেট-বন্দুক দিয়ে কাশ্মীরী জনতার ন্যায্য ক্ষোভ, বিক্ষোভ, দমন-পীড়ন করতে গেলে ভারতকে চিরতরে কাশ্মীর খোয়াতে হলে বলে হুঁশিয়ারী দিলেন সিপিআইয়ের সংসদীয় নেতা পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গুরুদাস দাশগুপ্ত। নয়াদিল্লীতে পার্টির সদর দফতর অজয় ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, কাশ্মীরী জনতার ক্ষোভ ন্যায্য। তাদের পাথর ছোড়া আন্দোলন কখনই পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর বুলেট দিয়ে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, গুরুদাস বাবু জম্মু-কাশ্মীরের সংসদীয় সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, এখন কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক ভেবে-চিন্তে 'ক্যালকুলেটেরড' রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে হবে। তাঁর মতে সেই ঝুঁকি হ'ল- প্রথমত, কাশ্মীরের কিছু বাছাই করা অংশ, যেমন শ্রীনগর থেকে সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইনটি আংশিক প্রত্যাহার করে নেয়া। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীরের সব রাজনৈতিক বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। তৃতীয়ত, ওয়ারেন্ট ছাড়া কাশ্মীর উপত্যকার কোন বাড়ীতে ঢুকে স্রেফ সন্দেহের বশে সামরিক বাহিনীর তল্লাশি চলবে না। চতুর্থত, একটি কাশ্মীরবিষয়ক সংসদীয় কমিটি গড়তে হবে। তাছাড়া সেনাবাহিনীর ঘন ঘন বিবৃতি দেয়া বন্ধ রাখতে হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

খুবি প্রকৌশলীদের রোবট উদ্ভাবন

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো একদল তরুণ প্রকৌশলী উদ্ভাবন করেছেন মানুষের বিভিন্ন কাজ বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ, বিপজ্জনক কাজ করতে সক্ষম 'রোবটিক আর্ম'। যা মানুষের হাতের বিকল্প হিসাবে গৃহস্থালির কাজ থেকে শুরু করে শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ খুব সহজে অল্প সময়ে করতে সক্ষম। একই কাজ মানুষের জন্য বারবার করা বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক। এমন বিরক্তিকর কাজও খুব সহজে এ যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। এ রোবটিক আর্ম সক্রিয় করতে প্রয়োজন একটি কম্পিউটার, বিভিন্ন ড্রাইভার সার্কিট, হেডফোন এবং রোবট সদৃশ যান্ত্রিক হাত। প্রথমে কম্পিউটার, ড্রাইভার সার্কিট ও রোবটিক আর্মকে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিতে হবে এবং হেডফোনকে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত করলে ব্যবহারকারী তার কথার মাধ্যমে যন্ত্রটিকে ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারবেন।

প্রাণের উপযোগী নতুন গ্রহ আবিষ্কার

সৌর জগতের বাইরে আবিস্কৃত একটি গ্রহে প্রাণের উপযোগী আবহাওয়া থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন জ্যোতির্বিদরা। 'গ্লায়েজ ৫৮১' নামের নতুন এ গ্রহটি খুব গরম নয় এবং খুব ঠাণ্ডাও নয়। গ্রহটির তাপমাত্রা প্রাণের অস্তিত্বের জন্য পুরোপুরিই অনুকূল। গ্রহটির কক্ষপথ ক্ষুদ্র লাল তারকা খচিত এবং এর ভর পৃথিবীর ভরের তিনগুণ বলেও জানান জ্যোতির্বিদরা। নতুন এ গ্রহটি পৃথিবী থেকে মাত্র ২০ আলোকবর্ষ দূরে।

টিকটিকির অনুকরণে ইলেকট্রনিক প্রিন্টিং পদ্ধতি

যুক্তরাষ্ট্রের নরওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ের গবেষকরা টিকটিকির কোন সারফেস আঁকড়ে ধরে থাকার পদ্ধতির অনুসরণে রিভার্সিবল অ্যাডহেসল স্ট্যাম্প তৈরী করেছেন, যা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ক্ষেত্রে সহজেই বহনযোগ্য হবে এবং সংযুক্ত করা যাবে। এমনকি এই স্ট্যাম্প কাপড়, প্লাস্টিক বা চামড়ার যেকোন জটিল সারফেসেও প্রিন্ট করা যাবে। গবেষকরা জানিয়েছেন, টিকটিকির পায়ের তলার প্যাডে মাইক্রো এবং ন্যানো ফিলামেন্ট থাকে। আর এই প্যাড ব্যবহার করে আঁকড়ে ধরা বা ছেড়ে দেয়ার কাজটি করে টিকটিকি। আর টিকটিকির মতোই একই কাজ করে বর্গাকার এই পলিমার স্ট্যাম্প।

রোবট যখন ইংরেজীর শিক্ষক

সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়া সরকার স্কুলে সহকারী ইংরেজী শিক্ষক হিসাবে 'ইংকি' নামক এক রোবটকে নিয়োগ দিয়েছে। প্লাষ্টিক এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন সার্কিটের তৈরী এ রোবট শিক্ষকের পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবে। এই ইংকি শিক্ষক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করবে আরেকজন শিক্ষক। এই রোবটটির মুখে স্ক্রিনে নিয়ন্ত্রণকারী শিক্ষকের মুখের আদল ফুটে উঠবে। আর এই শিক্ষক অনেক দূরে বসেও টেলিপ্রেজেন্স পদ্ধতিতে ইংরেজী শেখাতে পারবেন।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত

কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা ১১ সেপ্টেম্বর শনিবার : এই প্রথমবারের মত ছহীহ হাদীছের নির্দেশনা অনুযায়ী ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায়ের সুযোগ লাভ করেছেন সাতক্ষীরা যেলার কালীগঞ্জ থানাধীন চরদোহা গ্রামের কিছু সংখ্যক হকপন্থী মুসলিম ভাই ও বোনেরা। উক্ত গ্রামের ডাক্তার শওকত আলীর বাড়ীর পার্শ্ববর্তী মাঠে এ বছর ঈদুল ফিতরের ছালাতের মাধ্যমে অত্র এলাকায় প্রথম ১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত শুরু হ'ল। পূর্ব নির্ধারিত সময় সকাল ৯-টায় বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়ার শিক্ষক আবুল হাসান রহমানীর ইমামতিতে ছালাত শুরু হয়। প্রথম বারের মত অনুষ্ঠিত এই ছালাতে ২৪ জন মহিলাসহ শতাধিক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত অনুষ্ঠানের সংবাদ ব্যানার সহ মাইকিং করে এলাকাবাসীকে পূর্বেই অবহিত করা হয় এবং সকলকে ছালাতে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

শ্যামনগর, সাতক্ষীরা ১১ সেপ্টেম্বর শনিবার : যেলার শ্যামনগর থানাধীন আটুলিয়া চরের বিল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ ময়দানে অদ্য ঈদুল ফিতরের ছালাত প্রথম বারের মত ১২ তাকবীরে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আটুলিয়া দাখিল মাদরাসার শিক্ষক ও শ্যামনগর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুতীউর রহমান-এর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত জামা'আতে পাঁচ শতাধিক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করতে পারায় সকলে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার মুখে অবশেষে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ঈদের ছালাত অনুষ্ঠিত হ'ল। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

(গত সংখ্যার পর)

বরিশাল ১৬, ১৭ ও ১৮ আগষ্ট : কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ১৬ আগষ্ট বরিশাল শহরের পুলিশ লাইন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অত্র মসজিদের খতীব মামুন বিন শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং ১৭ আগষ্ট বাউফল উপযেলার পূর্ব সামেশ্বর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অত্র মসজিদের খতীব ডাঃ মাওলানা হারূণুর রশীদের সভাপতিত্বে ও ১৮ আগষ্ট মেহেন্দীগঞ্জ থানার উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উলানিয়া শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে পৃথক পৃথক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইফতার মাহফিল সমূহে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও বরিশাল বিভাগীয় সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

রংপুর ২৯ আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সঠিবাড়ী বড়দরগা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল হাদী মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হারূণুর রশীদ ও নীলফামারী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব খায়রুল আযাদ।

লালমণিরহাট ৩০ আগষ্ট সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা চৌরাহা মাদরাসা ময়দানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান।

খুলনা ৩০ আগষ্ট সোমবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় নগরীর গোবরচাকা মোহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন।

কুষ্টিয়া-পূর্ব ৩০ আগষ্ট সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াহহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার।

রাজবাড়ী ৩১ আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সত্যজিৎপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার যৌথ উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার।

নীলফামারী ৩১ আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার জলঢাকা থানাধীন কৈমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান।

বাগেরহাট ৩১ আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর বাগেরহাট শহরের উপকণ্ঠে আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া জামে মসজিদে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

নওগাঁ ৩১ আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর

যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম।

পঞ্চগড় ১ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ফুলবাড়ী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান।

জয়পুরহাট ১ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কালাই বাজারে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

কুমিল্লা ১ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে বুড়িচং বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক।

চট্টগ্রাম ২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে নগরীর ইপিজেড সংলগ্ন নিউমুরিং মাদরাসা মার্কেটে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

দিনাজপুর-পূর্ব ২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর স্থানীয় পাকুড়িয়া দারুস সুন্নাহ মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা ময়দানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘের' উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'সোনামণি'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

ঢেঙ্গারগড়, জামালপুর ২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ইসলামপুর থানাধীন ঢেঙ্গারগড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ও সাবেক যেলা সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর রংপুর বিভাগীয় সম্পাদক ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম।

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সাতকানিয়া থানাধীন চরপাড়াস্থ মনটানা কমিউনিটি সেন্টারে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সাতকানিয়া মাহমূদুল উলূম ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আযীযুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, চট্টগ্রাম দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন ও লোহাগাড়া থানাধীন আমীরাবাদ ছুফিয়া আলীয়া মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা এনামুল হক প্রমুখ।

আলেম-ওলামা, ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মুছল্লী সমন্বিত প্রায় দেড় শতাধিক মানুষের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলে। বিশেষ করে এই প্রথমবারের মত অত্র এলাকায় আহলেহাদীছ-এর কোন অনুষ্ঠান হওয়ায় এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় মেহমানদের দলীল ভিত্তিক বক্তব্য সকলকে আকৃষ্ট করে। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের এক পর্যায়ে মাওলানা আযীযুল হক মন্তব্য করেন যে, আজকের এই অনুষ্ঠানটি যেন একটি কামেল ক্লাস। এটি কোন গতানুগতিক অনুষ্ঠান নয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও পশ্চিম গাটিয়াডাঙ্গা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ মুরতাযা আলী, একই প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষক মাওলানা আবু তাহের ও জনতা ব্যাংক রূপকানিয়া শাখার কর্মকর্তা জনাব মাহমূদুর রহমান।

দিনাজপুর-পশ্চিম ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বিরল থানাধীন রবিপুর সরকার পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

ময়মনসিংহ ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ফুলবাড়িয়া থানাধীন আদ্ধারিয়া পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর রংপুর বিভাগীয় সম্পাদক ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক।

গাযীপুর ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও যেলা সভাপতি জনাব হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও আছমত আলী প্রমুখ।

কক্সবাজার ৪ সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর কক্সবাজার শহরের উত্তর বাহারছড়াস্থ ইসলাম প্রচার ও গবেষণা কেন্দ্রে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মাহবূবুল আলম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ ও আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুরতাযা আলী, কক্সবাজার উকিল বার-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট আবুল কালাম ছিদ্দীক, এ্যাডভোকেট গোলাম ফারূক খান কায়ছার সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ইসলাম প্রচার ও গবেষণা কেন্দ্রের সহ-সভাপতি জনাব আহমাদুল্লাহ।

চকরিয়া, কক্সবাজার ৪ সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর চকরিয়া পৌরসভা থেকে অন্যূন ৫ কিঃমিঃ দক্ষিণে সওদাগর গোনা গ্রামের জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য পেশ করেন আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

মেহেরপুর ৪ সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মুজিবনগর থানাধীন কেদারগঞ্জ বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও মুজিবনগর থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আযমাতুল্লাহ মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুযযামান।

সিলেট ৫ সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে নগরীর পশ্চিম সুবিদবাজারস্থ এডুকেশন সেন্টারে ইসলামী দাওয়া বিষয়ক সেমিনার ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুছ ছবূর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুছ ছামাদ।

চুয়াডাঙ্গা ৫ সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন বাড়াদি জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আলমডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সুধী জনাব মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ ৬ সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ।

সেনগ্রাম, সিলেট ৬ সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া সালাফিয়া দাখিল মাদরাসায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মাষ্টার শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের। উল্লেখ্য যে, বাদ যোহর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অত্র মাদরাসার শিক্ষক মণ্ডলীর সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সময়ে তারা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সেনগ্রাম মাদরাসা শাখা পুনর্গঠন করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের সুপারিনটেন্ডেন্ট জনাব ফয়যুল ইসলাম।

নাটোর ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর বাঁশবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ও যেলা সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক ফারূক আহমাদ। যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সুধী সমাবেশ

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর স্থানীয় রাঘবেন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাঘবেন্দ্রপুর শাখার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

যুবসংঘ

আলোচনা সভা

খুলনা ৩১ আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গেটে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ার বাবর আলী ছাহেবের বাড়ীতে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ রূহুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

মান্দা, নওগাঁ ১ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা থানাধীন কালিকাপুর সিনিয়র মাদরাসা ময়দানে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ও কালিকাপুর সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ শহীদুল আলম।

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১০

আহলেহাদীছ কোন মতবাদ নয়, এটি একটি পথের নাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গত ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ৯-টায় রাজধানী ঢাকার রমনা থানাধীন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর **দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১০**-এ প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে আমরা বলি, হে

আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখান। এই পথই হচ্ছে ইসলাম। আর এর ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। এর উপরই মুসলমানের জীবন চলবে, অন্য কোন পথে নয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' এই পথের দিকেই মানুষকে আহ্বান জানায়। তিনি ছাত্র ও তরুণদেরকে যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, আদম (আঃ) থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীর আন্দোলনের ভিত্তি ছিল আল্লাহ্র অহী। নবীগণের সেই আন্দোলন বন্ধ করার জন্য যুগে যুগে যেমন তাগূতী শক্তি সাধ্যমত চেষ্টা করেছে, তেমনি অহি ভিত্তিক পিওর ইসলামী আন্দোলন আহলেহাদীছ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সেক্যুলার ও পপুলার ইসলামী শক্তি একত্রিত হয়ে আমাদের উপরে হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু সত্যই অবশেষে জয়লাভ করে থাকে।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দারুল ইফতা সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার প্রমুখ।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, 'আন্দোলন'-এর কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছফিউল্লাহ খান, নরসিংদী যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, কুমিল্লা যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক, সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুল্লাহ যামান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হাফেয মুকাররম (রাজশাহী) ও হাফেয গোলাম রহমান (সাতক্ষীরা)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে 'যুবসংঘ'-এর কর্মী আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হাফেয মুকাররম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান এবং 'যুবসংঘ'-এর কুমিল্লা যেলার কর্মী মুহাম্মাদ ইবরাহীম।

দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে বাস, ট্রেন ও মাইক্রোবাস যোগে আগত কর্মীদের দ্বারা মিলনায়তন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। এমনকি জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মিলনায়তনের বাইরে বসে বহু কর্মী প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তব্য শ্রবণ করেন। কর্মীদের মুহূর্মুহু শ্লোগানে সম্মেলন কক্ষে এক বিশেষ আবহ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাণবন্ত এ সম্মেলনে বক্তাগণের বিষয়ভিত্তিক তথ্যবহুল আলোচনা কর্মীদের কর্মস্পৃহা, কর্মচাঞ্চল্য ও ঈমানী চেতনা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ সম্মেলন তাই 'যুবসংঘ'-এর ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

সম্মেলনে দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকটে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়:-

১. জনগণ বা সংসদ নয়, আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসাবে ঘোষণা করতে হবে এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

২. দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা এবং বিচার ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং বৃটিশের রেখে যাওয়া পদ্ধতি বাতিল করতে হবে।

৩. এ সম্মেলন দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের দাবী জানাচ্ছে এবং সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার সকল স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৪.এ সম্মেলন ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা প্রথা বাতিল করে তাদের জন্য পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানাচ্ছে।

৫. এ সম্মেলন দাবী জানাচ্ছে যে, প্রচলিত সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে দেশে একক ইসলামী অর্থব্যবস্থা অনতিবিলম্বে চালু করা হউক।

৬.এ সম্মেলন দেশে সূদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, লটারী, মওজুদদারী-মুনাফাখোরী, নগ্নতা, বেহায়াপনা, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকটে জোর দাবী জানাচ্ছে।

৭. এ সম্মেলন দাবী করছে যে, রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদি এবং অশ্লীল অনুষ্ঠান সমূহ বন্ধ করে জ্ঞান ও উপদেশমূলক এবং তাওহীদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী অনুষ্ঠান সমূহ প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা, নোংরা ছবি ও চলচ্চিত্রসমূহ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। একইভাবে শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, শহীদ মিনার, বিভিন্ন সৌধ, স্তম্ভ ও ভাস্কর্য ইত্যাদি নির্মাণের নামে দেশে ক্রমবর্ধমান মূর্তি সংস্কৃতির প্রসার বন্ধ করতে হবে।

৮. এ সম্মেলন ছাত্রদের সুষ্ঠু মেধা বিকাশের স্বার্থে তাদেরকে রাজনৈতিক দল সমূহের লেজুড় হিসাবে ব্যবহার না করার জন্য সরকারী ও বিরোধী দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচলিত দলীয় রাজনীতির পরিবর্তে দল ও প্রার্থীবিহীন মেধাভিত্তিক ছাত্র সংসদ গঠনের দাবী জানাচ্ছে।

৯.এ সম্মেলন উজানের সকল নদীতে বাঁধ দিয়ে ভাটির দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে শুকনা মওসুমে শুকিয়ে মারার ও বর্ষা মওসুমে ডুবিয়ে মারার জন্য এবং প্রতিদিন সীমান্তে গড়ে একজন করে নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিককে নির্যাতন ও গুলী করে হত্যার জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে এবং জনগণের জান-মাল রক্ষার জন্য ও দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি জোরালো আবেদন জানাচ্ছে।

১০. এ সম্মেলন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে মুসলিম মহিলাদের হিজাব নিষিদ্ধকরণ, নিউইয়র্কে মসজিদ নির্মাণে বাধাদান ও কুরআন পোড়ানো প্রভৃতি বর্বর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

১১. এ সম্মেলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অন্যান্য নেতা-কর্মীদের উপর বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আরোপিত মিথ্যা মামলা সমূহ এখনো নিষ্পত্তি না করায় বর্তমান সরকারের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : কবরস্থানে লাশ দাফনের জন্য স্থান সংকুলান না হলে তার উপর মাটি ফেলে সংস্কার করে পুনরায় লাশ দাফন করা যাবে কি?

-শামসুল হক
কাঁঠালপাড়া, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : কবরগুলি অতি প্রাচীন হ'লে এবং সেগুলিতে মৃত ব্যক্তিদের কোন চিহ্ন না মিললে সেখানে কবর দেওয়া যাবে। কবর খোড়ার পর যদি কোন হাড়-হাড্ডি পাওয়া যায় তাহ'লে সেগুলো কবরের এক পাশে রেখেই নতুন লাশ দাফন করবে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৬)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : পিতা স্বীয় জীবদ্দশায় একমাত্র মেয়েকে নিজের সমুদয় সম্পত্তি লিখে দিতে পারবেন কি?

-হাসিবুল ইসলাম
পাবনা।

উত্তর : না। কারণ পিতার মৃত্যুর পূর্বে মেয়ে অংশীদার হয় না। একমাত্র মেয়ে (অন্য কোন সন্তান না থাকা সাপেক্ষে) শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারী হবে এবং তা পিতার মৃত্যুর পরে। তবে জীবদ্দশায় তাকে হাদিয়া হিসাবে কিছু দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে অন্য সন্তান থাকলে সকলকে সমপরিমাণ দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০১৯ 'বখশিষ' অনুচ্ছেদ ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : ভ্রূণ নির্গত হ'লে তার জানাযার ছালাত পড়তে হবে কি?

-শহীদুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : কান্নার শব্দ, জীবনের প্রমাণ পাওয়া বা হাঁচি না দিলে জানাযা পড়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ভূমিষ্ট নবজাতক চিৎকার করবে, তখন তার উপর জানাযা পড়া হবে এবং সে ওয়ারিছ হবে' *(তিরমিযী, হা/১০৪; ইবনু মাজাহ হা/১৫০৮; মিশকাত হা/৩০৫০ 'ফারায়েয ও অছিয়ত সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক চাঁদনী রাত্রে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথা আমার কোলে ছিল, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আকাশে যে পরিমাণ নক্ষত্র আছে সেই পরিমাণ কারো নেকী হবে কি? তিনি উত্তরে বলেন, ওমরের নেকী এই পরিমাণ। আমি বললাম, তাহ'লে আবুবকরের নেকী কোথায়? তখন তিনি বললেন, ওমরের সমস্ত নেকী আবুবকরের একটি নেকীর সমান (রাযীন)। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-দিদার বখশ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬০৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮১০, ১১/১৩৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : কোন ছেলে বা মেয়ে সংসার জীবনকে অনীহা করে যদি বিবাহ না করে তাহ'লে তার হুকুম কী?

-সুজনা খাতুন
পলাশী, আলোকছত্র, রাজশাহী।

উত্তর : অনীহা বশতঃ বিবাহ না করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। আমি ছিয়াম রাখি, ছালাত আদায় করি এবং আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সামর্থ্যবানদেরকে বিয়ে করার জন্য উৎসাহিত করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩০৮০)*।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : মসজিদের কমিটি গঠন নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের করে নিকটবর্তী স্থানে পৃথক জামে মসজিদ তৈরি করলে সে মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? মসজিদে যেরার কাকে বলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : একই সমাজে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে যে নতুন মসজিদ তৈরি করা হয় এবং যার দ্বারা মুমিন সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি হয়, এ মসজিদকেই 'মসজিদে যিরার' বলা হয়। এরূপ মসজিদ তৈরির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না এবং তা তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না। তবে কেউ ফতোয়া না জানার পূর্বে সেখানে ছালাত আদায় করে থাকলে তা পুনরায় আদায় করতে হবে না *(তাফসীর কুরতুবী, তওবা ১০৭ আয়াতের ব্যাখ্যা; শায়খ আলবানী, আছ-ছামরুল মুসতাত্বাব, পৃঃ ৩৯৮)*।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : চাকরীর প্রথম বেতন পেয়ে পাড়া প্রতিবেশীকে নিয়ে মিষ্টি খাওয়ানোর প্রথা সমাজে চালু আছে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

–আব্দুর রাযযাক
শাহনগর, বগুড়া।

উত্তর : এটি শরী'আত সম্মত নয়। বরং যেকোন আনন্দে

সিজদায়ে শুকর আদায় করা সুন্নাত *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৯৪ 'সিজদায়ে শুক্র' অনুচ্ছেদ)*। তাছাড়া এজন্য আল্লাহ্র রাস্তায় ছাদাক্বা করা আবশ্যক। কা'ব বিন মালিক (রাঃ)-এর তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ পেয়ে তিনি খুশী হয়ে ছাদাক্বা করেছিলেন *(বুখারী হা/৪৪১৮, 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায় ৮০ অনুচ্ছেদ 'হাদীছু কা'ব বিন মালেক'; তাফসীর ইবনে কাছীর, তওবা ১১৮)*।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : কোন মহিলা ঋতুস্রাবের ব্যথা কিংবা রক্ত আসছে অনুভব করলে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে রক্ত দেখা না গেলে তার ছিয়াম শুদ্ধ হবে কি?

-নাফিসা
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : তার উক্ত ছিয়াম শুদ্ধ হবে। কেননা তখনও রক্ত দেখা যায়নি *(শায়খ উছায়মীন, সুয়ালান ফিল হায়েয ওয়ান নিফাস, পৃঃ ১০)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯) : ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো যায় না এ মর্মে ছহীহ দলীল জানতে চাই।

-রেযাউল করীম
লক্ষ্মীকোলা, শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম শো'বা বলেন, আমি ইবনু আব্বাসের পাশে ছালাত আদায় করছিলাম। আমি আঙ্গুল ফুটালে তিনি আমাকে ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটাতে নিষেধ করেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ইরওয়া হা/৩৭৮-এর ব্যাখ্যা, ২/৯৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০) : জনৈক আলেম বলেন, ছয় শ্রেণীর লোক বিনা হিসাবে জাহান্নামী হবে। উক্ত ছয় শ্রেণীর লোক কারা? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিল্লুর রহমান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ইমাম গাযালীর এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উক্ত বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু বর্ণনাটি যঈফ এবং রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়' *(তাফসীর রাযী, তাফসীর নিযামুদ্দীন নাইসাপুরী, বাক্বারাহ ১০৯)*। উক্ত ছয় প্রকার লোক হ'ল, অত্যাচারী শাসক, জাত্যাভিমানী আরব, অহংকারী নেতা, খিয়ানাতকারী ব্যবসায়ী, মূর্খ বস্তিবাসী, হিংসুক আলেম *(ইবনুল জাওযী, আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ হা/১৫৬৫; ফেরদৌস দায়লামী হা/৩৩০৯)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : সবার সম্মতিক্রমে জামে মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে কি? প্রচলিত আছে যে, মসজিদ স্থানান্তর করা যায় না। এ কথা কি সঠিক?

-রফীকুল ইসলাম
তানোর রাজশাহী।

উত্তর : প্রয়োজনে মসজিদ স্থানান্তর করা যায়। ওমর (রাঃ) কূফাবাসীর জামে' মসজিদকে ভেঙ্গে শহরের অন্যত্র বানিয়েছিলেন এবং প্রথম মসজিদের স্থানে খেজুর বিক্রেতাদের জন্য বাজার তৈরি করে দিয়েছিলেন *(মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৩১/২১৬)*। এমনকি মসজিদের সম্পত্তি কোন উপকারে না আসলে ওয়াকফকৃত জমিও বিক্রি করে অন্য মসজিদে ব্যয় করা যাবে *(ঐ, ২১৩)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : কোন প্রসূতি যদি রামাযানের কতিপয় ছিয়াম ভঙ্গ করে এবং পরবর্তী রামাযান আসার পূর্বে ক্বাযা আদায় করতে না পারে; পরবর্তী বছর সন্তানকে দুধপানের কারণে যদি তার আরো কিছু ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং রামাযান আসার পূর্বে ক্বাযা আদায় করতে না পারে, তাহ'লে তার করণীয় কী?

আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ
ধামরাই, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় যখন তাদের পক্ষে সম্ভব তখন আদায় করবে। এক বা দু'বছর পরেও যদি হয়। কেননা তাদের শারঈ ওযর রয়েছে। কিন্তু যদি কোন মহিলা অবজ্ঞা ও অবহেলা করে, তাহ'লে সে গোনাহগার হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার কিছু ছিয়াম ক্বাযা হয়ে যেত, যা পরবর্তী শা'বান মাসে ছাড়া আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৩০ 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী রামাযান আসার পূর্বেই আদায় করতে হবে। বিশেষ ওযর ব্যতীত তা আদায়ে বিলম্ব করার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : জনৈক মাওলানা বলেন, রাবে'আ বছরী হজ্জ ব্রত পালন করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। ফলে অলৌকিকভাবে আল্লাহ কা'বাকে তার সামনে হাযির করান। অতঃপর তিনি হজ্জ পালন করেন। উক্ত ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-দুলাল আহমাদ
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত ঘটনা মিথ্যা ও বানোয়াট। যাদের সম্পর্কে এ ধরনের মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করা হয়, প্রকারান্তরে তাদেরকেই অপমান করা হয়। অতএব এগুলো বর্ণনা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : মোযার উপর মাসাহ করার হুকুম ও শর্ত কী?

আব্দুর রহমান
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর : মোযার উপরে মাসাহ করা সুন্নাত *(বুখারী হা/১০৬; মুসলিম হা/২৭৪; মিশকাত হা/৫১৮)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, মোযার উপর মাসাহ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে ৪০টি হাদীছ রয়েছে *(শায়খ উছায়মীন, বুহূছুন ওয়া ফাতাওয়া ফিল মাসাহ আলাল খুফফাইন, পৃঃ ২৫)*।

মোযার উপর মাসাহ করার ৪টি শর্ত রয়েছে। (১) মোযা ওযূ অবস্থায় পরিধান করতে হবে *(বুখারী হা/২০৬)*। (২)

মোযা পবিত্র হ'তে হবে। অপবিত্রতা থাকলে তার উপর মাসাহ জায়েয নয় *(আবুদাঊদ হা/৬৫০ 'ছালাত' অধ্যায়)*। (৩) মাসাহ করতে হবে হালকা অপবিত্রতা হ'তে, গোসল ওয়াজিবকারী অপবিত্রতা হ'তে নয় *(তিরমিযী হা/৯৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। (৪) মাসাহ হ'তে হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। মুক্বীম (বাড়ীতে অবস্থানকারী) একদিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৭)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫) : ক্বিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম কাকে কবর থেকে উঠানো হবে?

-শামীম আহমাদ
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তর : শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)- কে সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠানো হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : আমরা মুছাফাহা করার পর বুকে হাত দেই। এই আমলের পক্ষে নাকি কোন দলীল নেই। উক্ত কথা কি সঠিক?

-খায়রুল ইসলাম
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত কথা সঠিক। মুছাফাহা করার পরে বুকে হাত দেয়া কিংবা হাতে চুমু দেয়া বা মাথা ঝুঁকানো ইসলামী রীতি নয়। বরং এগুলি বিদ'আতী কাজ। ছহীহ হাদীছে মুছাফাহা করার পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পরস্পরের ডান হাত মিলানো।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : সঊদী আরবের 'ওয়াদিয়ে হানীফ' নামক নালা দিয়ে পেশাব-পায়খানা ও বর্জ্য পানি বের হয়ে যায়। এসব পানি দেখতে স্বচ্ছ হ'লেও দুর্গন্ধযুক্ত। মরুভূমির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত এ নালা কোথাও লেকের আকার ধারণ করেছে। এতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্ম হয়। এসব মাছ খাওয়া বৈধ হবে কি?

-হাফেয মশিউর রহমান
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : রং, স্বাদ ও গন্ধ বিনষ্ট হ'লে সে পানি নাপাক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'জাল্লালাহ' অর্থাৎ ময়লা-আবর্জনা ভক্ষণকারী প্রাণীর গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে এবং তার পিঠে আরোহন করতে নিষেধ করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৩৭৮৬; তিরমিযী হা/১৮২৫; নাসাঈ হা/৪৪৬০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে এবং ময়লা-আবর্জনা ভক্ষণকারী প্রাণীর পিঠে চড়তে এবং তার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৩৮১১; নাসাঈ হা/৪৪৫৯)*। ঐসব নাপাক খাদ্য ভক্ষণকারী হালাল প্রাণী, যেমন মুরগী, মাছ ইত্যাদিকে উক্ত ময়লা খাদ্য ও পানীয় থেকে কিছু দিন আটকে রেখে পবিত্র খাদ্য ও পানীয় খাওয়ানোর পর তার গন্ধ দূরীভূত হ'লে ও গোশত রুচিকর হয়েছে বলে নিশ্চিত হ'লে তা খাওয়া যাবে। ইবনু ওমর (রাঃ) ময়লা ভক্ষণকারী মুরগী তিনদিন আটকে রেখে তারপর যবহ করে খেতেন' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ইরওয়া হা/২৫০৫)*। অতএব উক্ত লেক-এর মাছ ধরে কিছুদিন পবিত্র পানিতে রেখে দুর্গন্ধ দূরীভূত হ'লে তা খাওয়া বৈধ হবে।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : পাগড়ী পরা কি সবার জন্যই সুন্নাত? অনেকে চিল্লা দিয়ে পাগড়ী পরা শুরু করে। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এ টি এম শামসুয যোহা
উপযেলা শাহী কমপ্লেক্স, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : পাগড়ী ব্যবহার করা কারো জন্যই সুন্নাত নয়। এটি হ'ল দেশ ও অঞ্চল ভিত্তিক আদত বা অভ্যাস। রসূল (ছাঃ) পাগড়ী পরেছিলেন এ কারণে যে, পাগড়ী পরিধান করা ছিল তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের অভ্যাসগত পোষাক। সে সময়ের আরব মুসলিম ও অমুসলিম সকলে পাগড়ী পরত। তিনি কখনও পাগড়ী (এমনকি টুপি) ব্যবহার করার নির্দেশও দেননি। পাগড়ী পরিধান করার ফাযীলত মর্মে কোন ছহীহ্ হাদীছও বর্ণিত হয়নি *(বিস্তারিত দ্রঃ জাল ও য'ঈফ হাদীছ সিরিজ হা/১২৯, ১৫৯, ৩৯৫, ১২১৭, ১২৯৬, ২৩৪৭, ৩০৫২)*। শায়খ উছায়মীন, শায়খ বিন বায এবং সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ফাতাওয়া বোর্ড এ মর্মে ফৎওয়া দিয়েছেন যে, পাগড়ী ব্যবহার করা সুন্নাত নয়।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : কোন স্থানে মুসলিম-অমুসলিম উভয় শ্রেণীর লোক থাকলে সেখানে সালাম দেওয়া যাবে কি?

-মাযহারুল ইসলাম
সিঙ্গাপুর।

উত্তর : সালাম দেওয়া যাবে। উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা একটি মজলিসের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলিম, মুশরিক, মূর্তিপূজারী ও ইহুদীরা ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে সালাম দিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৯ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২০/৬০) : কোন প্রসূতি বা ঋতুবতী মহিলা যদি ফজরের পূর্বেই পবিত্র হয় কিন্তু গোসল করতে না পারে, বরং ফজরের পরে গোসল করে, তাহ'লে তার ছিয়াম সিদ্ধ হবে কি?

শাহীনা আখতার
তারাসী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : সিদ্ধ হবে। কারণ তখন সে ঐ অপবিত্র ব্যক্তির মত, যে ছিয়াম রেখেছে কিন্তু ফজরের পূর্বে গোসল করতে পারেনি। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় সকাল করতেন এবং ছিয়াম রাখতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০১ 'ছিয়াম' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ তিনি ফজর হওয়ার পরে জানাবাতের গোসল করতেন।

প্রশ্ন (২১/৬১) : কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তার খাৎনা করা লাগবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : খাৎনা করা মুস্তাহাব। কেননা এটি ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য স্বরূপ। এটি হ'ল মানুষের ফিৎরত বা স্বভাবজাত পাঁচটি বিষয়ের অন্যতম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২০ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। এর মধ্যে যে স্বাস্থ্যগত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সে বিষয়ে সকল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী একমত। ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে আল্লাহ্র হুকুমে খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৩৫৬)*। জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, তুমি কুফরীর চুল ফেলে দাও এবং খাৎনা কর *(আবুদাউদ হা/৩৫৬ সনদ হাসান, ইরওয়া হা/৭৯)*। এখানে 'কুফরীর চুল' বলতে ঐ চুলকে বুঝানো হয়েছে, যা কুফরীর নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়। এই নিদর্শন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। যেমন এদেশে হিন্দুদের অনেকের মাথায় 'টিকি' থাকে বা মাথায় 'জটা' থাকে। ইসলাম কবুলের পর এ চুল অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে। এমনকি যদি গোফ লম্বা ও দাড়ি জট পাকানো থাকে, তবে তাও ইসলামী নিয়মে পরিবর্তন করতে হবে। যদি কেউ এসব থেকে মুক্ত থাকেন এবং মাথায় স্বাভাবিক চুল থাকে, তার জন্য মাথা মুণ্ডানো যরূরী নয় *(দ্রঃ আউনুল মা'বূদ হা/৩৫২-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (২২/৬২) : মি'রাজে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে নবীগণের দেখা হয়েছিল। এ দেখা হওয়া কেমন? তাঁরা কি স্ব স্ব স্থানে জীবিত?

-ওমর
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : নবীগণের আত্মগুলোকেই স্ব স্ব আকৃতিতে দেখানো হয়েছে *(মিরক্বাত ১১/১৪৩ পৃঃ, 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ ১ম হাদীছের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : জনৈক বক্তা বলেন, সূরা বাক্বারায় এমন একটি আয়াত আছে যা লিখে ঘুমন্ত স্ত্রীর বুকের উপর দিলে তার জীবনের অপসন্দ কর্মগুলো সব বলে দিবে। আয়াতটি কত নম্বর?

-ফরিজুল ইসলাম
বকচর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এমন মর্মের কোন আয়াত সূরা বাক্বারায় বা কুরআনের কোথাও নেই।

প্রশ্ন (২৪/৬৪): মাযহাব কী? কখন থেকে মাযহাব চালু হয়েছে? পৃথিবীর সব দেশেই কি মাযহাব আছে?

-আমীনুল ইসলাম
নওগাঁ।

উত্তর : 'মাযহাব' শব্দের আভিধানিক অর্থ চলার পথ। পারিভাষিক অর্থ মতবাদ, মতাদর্শ ইত্যাদি। চারজন প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ইমামের ফিক্বহী মতামতকে ইসলামী পরিভাষায় মাযহাব বলা হয়। উক্ত চার ইমামের মৃত্যুর বহু পরে রাজনৈতিক দলাদলির সুবাদে বিভিন্ন মাযহাবের সূত্রপাত হয় এবং মুসলিমগণ নানা দলে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভক্ত হয়ে যায়। মানুষ স্ব স্ব মাযহাবের অন্ধ মুক্বাল্লিদ হয়ে পড়ে এবং ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ থেকে অধিকাংশই দূরে চলে যায়। অথচ উক্ত চার ইমামের প্রত্যেকেই বলে গেছেন, 'যখন তোমরা ছহীহ হাদীছ পাবে, মনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব' *(শা'রানী কিতাবুল মীযান (দিল্লী ছাপা) ১/৭৩)*। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে মুসলমানগণ নির্দিষ্ট কোন একটি মাযহাবের মুক্বাল্লিদ ছিল না (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগ মিসরী ছাপা ১/১১৮)।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : ছিয়াম রাখার পরিবর্তে যে ফিদইয়া দেয়া হয়, তার পরিমাণ কতটুকু এবং কোথায় দিতে হবে?

- নো'মান
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তর : ফিদইয়ার পরিমাণ অর্ধ ছা'। এই ফিদইয়া ফক্বীর-মিসকীনকে দিতে হবে *(বুখারী হা/৪৫১৭ 'তাফসীর' অধ্যায় ৩২ অনুচ্ছেদ, বাক্বারাহ ১৯৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে কি? সেখানে সূদ সহ টাকা জমা হয়। এক্ষণে এর যাকাত দিবে কিভাবে?

-রফীকুল ইসলাম
পিলখানা, ঢাকা।

উত্তর : প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমাকৃত টাকা নিজের পূর্ণ অধিকারে থাকলে অর্থাৎ যেকোন সময়ে উঠানো সম্ভব হ'লে সূদের টাকা ব্যতীত বাকী টাকার যাকাত দিতে হবে। কারণ যাকাত দেয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ মালিক হওয়া যরূরী।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : নিছাব পরিমাণ সম্পদ আছে তবে কর্য তার চেয়ে বেশী আছে। এ অবস্থায় করণীয় কী?

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : সংসার পরিচালনার জন্য কর্য হয়ে থাকলে প্রথমে কর্য পরিশোধ করতে হবে। কারণ কর্য রেখে সম্পদ সঞ্চিত হয় না। তবে ব্যবসা বা নির্মাণ কাজের জন্য কর্য নিলে প্রথমে যাকাত দিতে হবে তারপর কর্য পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : প্রশ্নোত্তর পর্বে ডাঃ যাকির নায়েক বলেছেন, এক মুষ্টি দাড়ির অতিরিক্ত অংশ ছেটে ফেলা যায় (বুখারী)। এর সমাধান জানতে চাই?

-আনীসুর রহমান
পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাড়ি ছাটতেন এ মর্মে কোন ছহীহ

হাদীছ নেই। ছহীহ বুখারীতে থাকার প্রশ্নই আসে না। বরং উম্মতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হ'ল, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। দাড়ি লম্বা কর, গোঁফ ছোট কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫৮৯২; মিশকাত হা/৪৪২১)*। তিনি দাড়ি ছাটতেন মর্মে তিরমিযীতে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা জাল বা মিথ্যা *(যঈফ তিরমিযী হা/২৭৬২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮, ১/৪৫৬ পৃঃ)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ لاَ قَوْلاً ... وَلاَ فِعْلاً 'জেনে রাখ হে পাঠক! দাড়ি ছাটার পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে একটি ছহীহ হাদীছও সাব্যস্ত হয়নি। না তার কথা দ্বারা ... না তার কাজ দ্বারা' *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ ৫/৩৭৬ পৃঃ, হা/২৩৫৫)*।

উল্লেখ্য, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন হজ্জ বা ওমরাহ করতেন, তখন তিনি তাঁর দাড়ি মুষ্টি করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাইরে যতটুকু বেশী থাকত, তা কেটে ফেলতেন *(বুখারী হা/৫৮৯২, 'পোষাক' অধ্যায়-৮০, অনুচ্ছেদ-৬২)*। বর্ণনাটি মুসলিমেও আছে বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ মুসলিমে নেই।

প্রথমতঃ এটি তার ব্যক্তিগত আমল। অন্য কোন ছাহাবী এমনটি করেছেন মর্মে দলীল পাওয়া যায় না। আর তিনি কাউকে করার জন্য নির্দেশও দেননি। দ্বিতীয়তঃ তিনি শুধু হজ্জ ও ওমরার সময় করেছেন। তৃতীয়তঃ ছাহাবীর আমল রাসূলের আমল নয়। চতুর্থতঃ এটি ব্যাখ্যাগত বিষয় যা স্পষ্ট দলীলের কাছে টিকে না। তিনি হয়ত উক্ত মৌসুমে মাথা কামিয়ে ও দাড়ি ছেটে উভয় নেকী পেতে চেয়েছেন *(হজ্জ ২৯; ফাতহ ২৭)*। তবে জানা উচিত, উক্ত আয়াত রাসূলের উপরই নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি দাড়ি ছাটার কথা বলেননি।

এই মতানৈক্যের ঊর্ধ্বে থেকে একনিষ্ঠ মুমিনকে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। যা ইবনু ওমরের বক্তব্য দ্বারাই প্রমাণিত হয়। ওমর (রাঃ)-এর আমলের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর আমলের দ্বন্দ্ব হলে ইবনু ওমরকে প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি উত্তরে বলেন, أَفَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ 'তোমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অধিক অনুসরণযোগ্য না ওমরের সুন্নাত' *(মুসনাদে আহমাদ হা/৫৭০০; তিরমিযী হা/৮২৪, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'তামাত্তু' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ)-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, الذي نختاره القبضة والمسألة فيها نظر والأحسن اتباع السنة على كل حال 'আমরা পসন্দ করি তা হল এক মুষ্টি। তবে উক্ত মাসআলাতে ত্রুটি রয়েছে। কারণ সর্বাধিক উত্তম হ'ল সর্বাবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা' *(দুরূসুন লিশ শায়খ আলবানী, পৃঃ ১১)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : আমার পিতা ১০ বছর আগে এক ব্যক্তির নিকট এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে ১ বিঘা জমি বিক্রয় করেছিলেন। এটা আমি জানি। কিন্তু জমি রেজিষ্ট্রি করা হয়নি। ইতিমধ্যে আমার পিতা মারা গেছেন। আমার এখন করণীয় কী?

-নযরুল ইসলাম
পাইকপাড়া, কুষ্টিয়া।

উত্তর : এখন করণীয় হচ্ছে যরূরী ভিত্তিতে ক্রেতাকে জমি রেজিষ্ট্রি করে দেয়া। যদি বিক্রেতা ঐ জমি ভোগ করে থাকে তাহ'লে ১০ বছর যাবৎ ঐ জমিতে যে শস্য উৎপাদিত হয়েছে, এলাকায় প্রচলিত বর্গার নিয়ম মোতাবেক সেই পরিমাণ ভাগরা ফসল তাকে দিতে হবে অথবা উভয়ের সম্মতিতে ফায়ছালা হবে। অন্যথায় মানুষের হক নষ্ট করা হবে, যা হারাম।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : আছর ছালাতের সঠিক সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রজব
পবা, রাজশাহী।

উত্তর : বস্তুর মূল ছায়ার একগুণ হওয়ার পর হ'তে আছরের ছালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ হ'লে শেষ হয় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : ঈদগাহে ছালাত শেষে মুছল্লীদের নিকট হ'তে ইমামের জন্য টাকা উঠানো যাবে কি?

-সফিউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী

উত্তর : ছালাতের পর টাকা উঠনো জায়েয। রাসূল (ছাঃ) ছালাতের খুৎবা শেষে দান করার জন্য বলতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫২)*। ফী সাবীলিল্লাহ টাকা উঠানোর পর তা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করতে হবে।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : জুম'আর দিন মাথায় পাগড়ী বাঁধা কি সুন্নাত?

-আব্দুল ওয়াজেদ
ধনবাড়ী, টাংগাঈল।

উত্তর : জুম'আর দিন মাথায় পাগড়ী বাঁধা কোন যরূরী সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন। আমর ইবনু হুরায়েছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর খুৎবা দিলেন, তখন তাঁর উপর কাল পাগড়ী ছিল। যার দু'মাথা কাঁধের মাঝে ঝুলছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১)*। জাবের (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিনা ইহরামে যখন কা'বা গৃহে ঢুকলেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী ছিল *(ইবনু মাজাহ হা/২৮২২)*। অতএব এটি কেবল জুম'আর জন্য খাছ নয়।

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই ভদ্র পোষাক হিসাবে

মস্তকাবরণ ব্যবহার করার প্রচলন ছিল বা এখনো আছে। আরবদের মধ্যেও এ প্রচলন ছিল। মাথার সাথে লেগে থাকা টুপী বা পাগড়ী, শুধু টুপী বা শুধু পাগড়ী বা পাগড়ী ছাড়াই কোন কাপড়ের আবরণ পরিধান করা তাদের অভ্যাসের মধ্যে ছিল, যা এখনো আছে। টুপীকে কালানসুওয়াহ, বুরনুস, কুম্মাহ, পাগড়ীকে 'এমামাহ' (عِمَامَة), কাপড়ের মস্তকাবরণকে 'এছাবাহ (عِصَابَة) বলা হত। এগুলি যেকোন রংয়ের হ'ত। ইসলাম আসার পর এগুলি নিষিদ্ধ হয়নি। এগুলি ছালাতের জন্য খাছ ছিল না। বরং ছালাতের বাইরেও যেকোন ভদ্র পরিবেশে ব্যবহার করা হ'ত। তেমনি মাথা খুলেও রাখা হ'ত।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : একামতের শেষে আল্লাহু আকবার কতবার বলবে এই নিয়ে আমাদের এলাকায় মতপার্থক্য বিরাজ করছে। একবার বলবে না দুইবার বলবে? দলীল ভিত্তিক সমাধান চাই।

-ফযলুল হক
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে একামতের শব্দগুলো শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবেই বলতে হবে। উক্ত মতপার্থক্যের প্রশ্নই আসে না। যেমন-

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰـهُ، أَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَـلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰه.

(আবুদাঊদ হা/৪৯৯)। অতএব শেষে একবার আল্লাহু আকবার বলা যাবে না; বরং দু'বার বলতে হবে। কারণ এটি একটি জোড় বাক্য হিসাবে 'মার্রাতান' বলা হয়েছে। একে ভাঙ্গা যাবে না *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪০)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : আমি একজন রিক্সা চালক। প্রতি মাসে ৮/১০ দিন ঢাকায় এসে রিক্সা চালাতে হয়। এক্ষেত্রে আমি ছালাত ক্বছর করতে পারি কি?

-আব্দুর রহীম
সিরাজগঞ্জ

উত্তর : পারবেন। কেননা আপনি ঐ সময় মুসাফির *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৬ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : এক মহিলার ঋতু সাধারণত ৭ দিনে শেষ হয়। তাই সে সাতদিন পর কুরআন তেলাওয়াতসহ অন্যান্য ইবাদত শুরু করে। কিন্তু পরে আবার রক্ত দেখতে পায়। এতে কি তার গোনাহ হবে?

-জুলিয়া
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ইবাদত শুরু করাই যরূরী। কারণ নারীদের ঋতু অবস্থায় থাকার সাধারণত সময় হচ্ছে ৬ দিন বা ৭ দিন (বাকীটা প্রদর রোগ)। *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৬১ 'ইস্তিহাযা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : 'কথার পূর্বেই সালাম' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আযহারুল ইসলাম
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : তিরমিযী বর্ণিত উক্ত হাদীছটি অন্যান্য সমার্থক হাদীছের কারণে ছহীহ *(আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৯৯)*। আর তা হ'ল যেমন, اَلسَّلاَمُ قَبْلَ السُّؤَالِ، مَنْ بَدَأَ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلاَ تُجِيْبُوْهُ 'প্রশ্নের পূর্বেই সালাম। যে ব্যক্তি সালাম না দিয়ে প্রশ্ন শুরু করবে, তোমরা তার উত্তর দিয়ো না' *(ইবনু আদী, ত্বাবারাণী, সনদ হাসান)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلاَمِ 'যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে শুরু করবে না তাকে অনুমতি দিয়ো না' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৮১৬; সনদ হাসান)*। এছাড়াও উক্ত মর্মে আরো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৬-১৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭): জনৈক আলেম বলেন, ইসলামী সম্মেলনের মঞ্চে জাগরণী বলা যাবে না। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-মফীযুদ্দীন
মহব্বতপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত দাবী সঠিক নয়। হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে একটি মিম্বর তৈরি করেছিলেন ইসলামের পক্ষে কবিতা বলার জন্য *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : পিতা-মাতার নামে কসম খাওয়া যাবে কি? রাসূল (ছাঃ) নিজের পিতার নামে কসম খেয়েছেন (আবুদাউদ)।

-আবু রায়হান
মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : পিতা-মাতার নামে কসম খাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেছেন তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে কসম করতে। যে ব্যক্তি কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে, অথবা চুপ থাকে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'কসম ও মানত' অধ্যায়)*। আবুদাউদে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ হা/৩৮১৭; মিশকাত হা/৪২৬১ 'খাদ্যসমূহ' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : তিন রাক'আত বিতর একটানা পড়া যাবে কি?

-আহমাদ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিতর ছালাত আবশ্যিক (حـــق)। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে ৫ রাক'আত পড়ুক, যে ইচ্ছা করে ৩ রাক'আত পড়ুক, যে ইচ্ছা করে ১ রাক'আত পড়ুক' *(ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী হা/১৬২৫, সনদ ছহীহ)*। এক্ষণে বিতর কিভাবে পড়বে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে ইমাম আহমাদ বলেন, বর্ণিত কোনটাতেই সমস্যা নেই। তবে আমি পসন্দ করি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে শেষে এক রাক'আত বিতর পড়া। আর স্রেফ এক রাক'আত বিতর পড়া উচিত নয়, যতক্ষণ না তার পূর্বে কোন নফল ছালাত থাকে (এটা কেবল ফজরের পরে পড়া যায়, যখন বিতর ক্বাযা হয়)। তিনি বলেন, যদি কেউ তিন রাক'আত একটানা পড়ে, তাতে আমার অন্তরে কোন সংকোচ আসে না। তবে আমার কাছে পসন্দনীয় হ'ল দু'রাক'আত পর সালাম ফিরানো। কেননা এ বিষয়ে হাদীছগুলি সংখ্যায় অধিক এবং অধিক শক্তিশালী' *(মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪৪১-৪২; মুগনী ২/৭৮২-৮৪; যাদুল মা'আদ ১/৩১৯-২০)*। তবে ক্বাযী আয়ায বলেন, পূর্বে নফল ছাড়াই কেবল এক রাক'আত বিতর পড়া মকরূহ নয়। কেননা হাদীছে স্রেফ এক রাক'আত বিতরের কথা এসেছে *(মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪৪২, টীকা-২, ২/৩১৫ পৃঃ)*।

তিন রাক'আত বিতর ছালাতের ক্ষেত্রে দুই রাক'আত পড়ার পর সালাম ফিরিয়ে অতঃপর এক রাক'আত পড়বে *(আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১০৩-৫)*। উল্লেখ্য যে, একটানা তিন রাক'আত পড়ার হাদীছ নির্ভরযোগ্য নয়। তাতে ত্রুটি রয়েছে *(ইরওয়া হা/৪২১-এর আলোচনা দ্রঃ)*। মাঝে বৈঠক করে মাগরিবের ন্যায় তিন রাক'আত বিতর পড়তে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(দারাকুৎনী হা/১৬৩৪, সনদ ছহীহ)*। সুতরাং বিতর এক রাক'আত পড়তেই হবে। অথচ হানাফী মাযহাবে এক রাক'আত বিতর ছালাতকে ছালাত হিসাবেই গণ্য করা হয়নি। যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী। অতএব উত্তম হ'ল তিন রাক'আত বিতর দুই সালামে পড়া। এতে কোন মতভেদ নেই। *(মুসলিম শরহ নববী 'বিতর' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করে না, তার জানাযা পড়তে হবে কি? কারো ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে কিংবা অজ্ঞাত থাকলে করণীয় কি?

-মামূন
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী অথবা ছালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিষ্কৃত। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে ছালাত তরক করে, সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহগার। তার জানাযা বড় কোন মুত্তাক্বী আলেম পড়াবেন না *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ১৮-২০)*। আর যে ব্যক্তির অবস্থা অজ্ঞাত এবং যার ব্যাপারটা অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত, তার জানাযা পড়তে হবে।

আইলা দুর্গত এলাকায় লোকদের পুনর্বাসন করুন!

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

২৫শে মে'০৯ থেকে ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে পর্যুদস্থ সাতক্ষীরা ও খুলনার পানিবন্দী মানুষগুলিকে আর কতদিন সরকারী আশ্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে? প্রতি সপ্তাহে একনেক সভায় বিভিন্ন প্রকল্পের হাযার হাযার কোটি টাকা বিনিয়োগের হিসাব শুনি। কিন্তু আইলা দুর্গত এলাকায় কয়েকটি বাঁধ দেবার পয়সা সরকারের জোটে না- একি বিশ্বাসযোগ্য? দুর্যোগের বৎসরাধিক কাল পরে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে অনেক আশ্বাসবাণী শুনিয়ে এলেন, কিন্তু কী পেল তারা? খয়রাতি কিছু গেলেও দলীয় ক্যাডাররা সবকিছু খেয়ে নিচ্ছে। এমনকি কোন এনজিও তাদের সাহায্যে এগিয়ে গেলে দলীয় জনপ্রতিনিধিদের চাঁদা দিয়ে এলাকায় প্রবেশ বাধ্যতামূলক অঘোষিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। ফলে ভিটেমাটি হারা ছিন্নমূল মানুষগুলো একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবার জন্য এখন ব্যাকুলভাবে আর্তনাদ করছে। অতএব সরকারের প্রতি আমাদের দাবী, সবকিছুর পূর্বে আইলা দুর্গত এলাকায় ছিন্নমূল হতদরিদ্র মানুষগুলিকে পুনর্বাসন করুন। বাঁধ দিয়ে তাদের রক্ষা করা সম্ভব না হ'লে সাতক্ষীরা ও খুলনা এলাকার বিভিন্ন সরকারী জমিতে তাদের নামে জমি বরাদ্দ দিন। অতঃপর তাদের ঘর-বাড়ি করে দেবার জন্য বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট আবেদন করুন। তার আগে ঐসব সরকারি জমি জবর দখলকারী কিংবা ভুয়া দলিলের মাধ্যমে পত্তনকারী সরকারী দল ও বিরোধী দলের ক্যাডারদের হাত থেকে জমিগুলি উদ্ধার করুন!

মৃত্যু সংবাদ

মাওলানা শামসুদ্দীন আর নেই

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী আলাদীপুর সালাফিয়া মাদরাসার (সাপাহার, নওগাঁ) মুহতামিম মাওলানা শামসুদ্দীন (১৯০৬-২০১০) গত ২২শে অক্টোবর শুক্রবার দুপুর ১২-টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজি'উন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯৫ বছর। পরদিন সকল সাড়ে ৯-টায় নিজ গ্রাম দুয়ারপাল (পোরশা, নওগাঁ) হাফেযিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে তাঁর ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাযার মানুষ উক্ত জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। স্থান সংকটের কারণে একই স্থানে পরপর ৬টি জানাযা অনুষ্ঠিত। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সকাল ১০-টায় অনুষ্ঠিত ২য় জামা'আতে ইমামতি করেন। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। ॥ বিস্তারিত রিপোর্ট পরবর্তী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য ॥